বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র

[পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর একশত আট
নাম এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর ও শ্রীশ্রীরাধিকার
বারমাসিক সম্বলিত]

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মাজি প্রণীত
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও রমা দেবী বি. এ.

পরিবেশক :
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—শ্রীপঞ্চানন সাহা
৮৭, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৭

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজাপদ্ধতি

ব্রতবিধি ঃ—বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজায় কোন তিথি-নক্ষত্রের বিধি নিষেধ নাই। সন্ধ্যাকালে সধবা রমণীগণ স্নান করিয়া অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করতঃ পূজার স্থান পরিস্কার পূর্ব্বক ধূপ, ধুনা ও প্রদীপ জ্বালিয়া শুদ্ধাচারে পূজায় বসিবেন।

ঘটস্থাপন ঃ—একটি মাটীর বা তামার ঘটে জলপূর্ণ করতঃ উহাতে আম্রশাখা অভাবে দু'টি পান দিয়া তাহার উপর সশীষ ডাব বা কাঠালী কলা দিবে এবং সিন্দূর লেপন করিবে। ঘটের নীচে সামান্য মাটী ও কিছু ধান্য দিবে।

উপচার ঃ—পান ও সুপারী (গোটা) এবং সিন্দুর (গোলা), ফল-মিষ্টান্ন-আতপ চাউল ইত্যাদি সাধ্যানুসারে দিবে। পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা পাঠান্তে প্রসাদ বিতরণ ও এয়োদের সিঁথায় সিন্দূর দিয়া নিজেও সিন্দুর পরিবে। প্রত্যেক রমণীকে হাতে দূর্ব্বা লইয়া ব্রতকথা শুনিতে হয়।

ব্রতফল ঃ—প্রতি লক্ষ্মীবারে নিয়মমত যে রমণী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করেন তিনি কখনও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন না এবং স্বামী-পুত্র-পরিজন লইয়া আজীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারে বসবাস করিয়া থাকেন।

নিষেধ ঃ—লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাজাইতে নাই।

পূজাপদ্ধতি ঃ—যথাবিধি ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গণপত্যাদি নানাদেবতা (গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল) আদির পূজা করিয়া একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া 'ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ'। এই মন্ত্রে পুষ্পটি ঘটে দিয়া লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করিতে হয়। তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করিবে। অতঃপর বিষ্ণু, কুবের ও ইন্দ্রের পূজা করিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া নমো বিষ্ণু বলিয়া মুখে তিনবার জলের ছিটা দিবে। নমো অপবিত্র পবিত্রো বা, সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি। এই মন্ত্রে হাতে জল লইয়া মাথায় ঐ জলের ছিটা দিবে।

জলশুদ্ধি ঃ—কোশায় জল লইয়া 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনেশ্চৈব গোদাবরি সরস্বতি,

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু. কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ, পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি পূজাকালে ভবন্তিহ।'

আসনশুদ্ধি ঃ—অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। নমঃ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্। বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, সম্মুখে শিবায় নমঃ।

পুষ্পশুদ্ধি ঃ—পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথ—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।

সঙ্কল্প করণ ঃ—কুশীতে হরীতকী ও জল দিয়া হস্তে ধারণ করতঃ বিষ্ণুর্নমোঽস্ত অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী শ্রীলক্ষ্মী প্রীতিকামঃ পূজনমহং করিষ্যে—বলিয়া কুশী মাটীতে রাখিবে এবং ঘট স্পর্শ করতঃ মন্ত্রপাঠ করিবে 'সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবী সমন্বিতং। ইমং ঘট সমারুহ্য দেবী স্থিরা ভব।' এই মন্ত্রে ঘট স্থাপন করতঃ 'নমঃ' মন্ত্রে তিনবার ঘটে আতপ চাউল দিবে। ফুলে শ্বেত চন্দনের ছিটা দিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে নমো বিঘ্ননাশায় নমঃ' বলিয়া ঘটে দিবে। এইভাবে 'এতে গন্ধপুষ্পে নমো গুরবে নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সূর্য্যায়, শিবায়, দুর্গায়, বিষ্ণবে নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ,' 'এতে গন্ধেপুষ্পে নমো ইন্দ্রাদিদশদিকপালেভ্যো নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমো নারায়ণায় নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমো সর্ব্বদেবদেবীভ্যো নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমো শ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ'। হস্তে পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—নমঃ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনে স্থিতাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ঃ ত্রৈলোক্যমাতরম্। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেনতু।' হাতযোড় করতঃ বলিবে 'লক্ষ্মীদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহান্।' তৎপরে জল লইয়া 'এতৎ পাদ্যং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ' বলিয়া

ঘটে প্রদান করিবে। বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বা, আতপ চাউল জলসহ কোশার উপর রাখিয়া 'এষোঽর্ঘ্যঃ নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' জল লইয়া 'ইদমাচমনীয়ং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' চন্দন লইয়া 'এষো গন্ধ নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' চন্দনসহ পুষ্প লইয়া 'এতানি গন্ধপুষ্পানি নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' 'এষো ধূপ দীপ নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' এতৎ মিষ্টান্নং, এতানি ফলানি, (অভাবে) এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। এতৎ পানীয়ং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ বলিয়া জল দিবে। করযোড় করিয়া বলিবে 'মা আমি ভজন পূজন জানি না, দয়া করিয়া আমার এই সামান্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।' পুনরায় জল লইয়া 'পুনরাচমনীয়ং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' এতৎ তাম্বূলং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।' বলিয়া সাদা পান দিবে। সিন্দুর লইয়া 'এতৎ সিন্দুরং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ' বলিয়া ঘটে ও নিজ কপালে লইবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ ইন্দ্রায় নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ কুবেরায় নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ অষ্টনিধি দেবেভ্যো নমঃ।' ইহার পর লক্ষ্মীকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—'(ওঁ) বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে।' ইহার পর সকলে মিলিয়া ব্রতকথা শুনিবে।

বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র



গণেশের ধ্যান

(ওঁ) খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্। প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্। বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

বীজমন্ত্র—গং।

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গণেশায় নমঃ।

প্রণাম মন্ত্র—(ওঁ) একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরগজাননম্।
বিঘ্নবিনাশকং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

সরস্বতীর ধ্যান

(ওঁ) শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং, ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ। বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্দেবতাং সস্মিতাং, বন্দে বাগ্মিত্বপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্॥

বীজমন্ত্র—ঐং।

পূজার মন্ত্র—নমো ভগবতি বদ বদ বাগ্দেবি স্বাহা।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—(ওঁ) ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

প্রণাম মন্ত্র—(ওঁ) সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমল-লোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

নারায়ণের ধ্যান

(ওঁ) ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনক-কুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) নমঃ নারায়ণায়।

প্রণাম মন্ত্র—(ওঁ) নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

বিষ্ণোঃ ষোড়শনাম স্তোত্রম্

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥ যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরঃ প্রিয়সঙ্গমে॥ দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্॥ কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্॥ জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বিষ্ণুর পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র

(ওঁ) পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষ-ক্লেশনাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্তুতে॥

কুবেরের ধ্যান

(ওঁ) কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম।
প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষ-গুহ্যক-সেবিতম্॥

কুবেরের প্রণাম মন্ত্র

(ওঁ) ধনদায় নমস্তভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু তৎ প্রসাদান্মে ধন-ধান্যাদি-সম্পদঃ॥

ইন্দ্রের ধ্যান

(ওঁ) বিচিত্রৈরাবত স্থায়ভাস্বৎ কুলীশ পাণয়ে।
পৌলম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥

ইন্দ্রের প্রণাম মন্ত্র

(ওঁ) শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
ঐরাবত গজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষো নমোঽস্তুতে।

গুরুর ধ্যান

(ওঁ) ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। শ্বেতাম্বরপরিধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥ বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্। বামেনোৎপল-ধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥ স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

পূজার মন্ত্র— ওঁ) শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রণাম মন্ত্র—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

লক্ষ্মীর ধ্যান—(ওঁ) পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ, পদ্মাসনে স্থিতাং ধ্যায়েৎশ্রিয়াং ত্রৈলোক্যমাতরম্। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং, রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

লক্ষ্মীর স্তোত্র—(ওঁ) ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥ ঈশ্বরীকমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥ দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

বীজ মন্ত্র—শ্রীং।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥

প্রণাম মন্ত্র—(ওঁ) বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

মহালক্ষ্মীর ধ্যান—বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীহারোজ্জ্বলাং। রত্নাকল্প-বিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্॥ পদ্মং কৌস্তভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং। ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরাম্বিকাম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীঁ শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ॥

মহালক্ষ্মীর স্তোত্র

ইন্দ্র উবাচ। নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ। কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ॥ পদ্মপত্রেক্ষণায় চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ। পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ॥ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপায়ৈ সর্ব্বদাত্রৈ চ হর্ষদাত্রৈ নমো নমঃ। কৃষ্ণবক্ষস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ॥ কৃষ্ণশোভাস্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে। সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ॥ শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ। নমো বুদ্ধিস্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ চ নমো নমঃ॥ বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদসাগরে। স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে॥ গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাং গেহে চ গৃহদেবতা। সুরভিঃ সা গবাং মাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী॥ অদিতির্দ্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে। স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দ্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা॥ ত্বংহি বিষ্ণুস্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা॥ ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদা চ শুভাননা। পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা॥ ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং ভস্মীভূতমসারকম্। জীবন্ম-তঞ্চ বিশ্বঞ্চ তব তুল্যং ত্বয়া বিনা॥ সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী। ত্বয়া বিনা ন সংভাষ্যো বান্ধবৈর্বান্ধবঃ সদা॥ ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনস্ত্বয়াযুক্তঃ সবান্ধবঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চ কারণরূপিণী॥ যথা মাতা স্তনন্ধানাং শিশূনাং শৈশবে যথা। তথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বতঃ॥ মাতৃহীনস্তনত্যক্তঃ শিশু জীবতি দৈবতঃ। ত্বয়া হীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্॥ সুপ্রসন্নরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে। বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি॥

বয়ং যাবৎ ত্বয়া হীনা বন্ধুহীনাশ্চ ভিক্ষুকাঃ। সর্ব্বসম্পদ্বিহীনাশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে॥ রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি। কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশো মহ্যঞ্চ দেহি মে॥ কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি হরিপ্রিয়ে। জ্ঞানং দেহি ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্। প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ। জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ॥ ইত্যুক্তা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ। প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধা চৈব পুনঃ পুনঃ॥ ব্রহ্মা শঙ্করশ্চৈব শেষো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ। যযুর্দ্দেবাশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্ব স্ব স্থানং চ নারদ॥ দেবী যযৌ হরেঃ ক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ। যযতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ॥ দত্ত্বা শুভাশীষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্। ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ॥ কুবেরতুল্যঃ স ভবেৎ রাজরাজেশ্বরো মহান্। সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ সোঽপি কল্পতরুর্নরঃ॥ পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্। সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ মাসমেকঞ্চ সংযতঃ। মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের একশত আটনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর॥ জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী। শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারী॥ হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে। বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥ দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। মিছা মায়ায় বদ্ধ হৈয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥ ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে। কালরূপে পৃথিবীতে পক্ষ বাসা করে॥ যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকী উদরে। মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥ বসুদেব রাখি এলো নন্দের মন্দিরে। নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥ শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। ১। যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥ ২॥ উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল। ৩। ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥ ৪॥ সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। ৫। শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই॥ ৬॥ ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। ৭।

কালসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী ॥ ৮ ॥ কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি । ৯ । চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী ॥ ১০ ॥ অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া । ১১ । কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ ১২ ॥ কণ্বমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি । ১৩ । বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥ ১৪ ॥ গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন । ১৫ । অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥ ১৬ ॥ পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ । ১৭ । দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥ ১৮ ॥ সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন । ১৯ । ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥ ২০ ॥ দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর । ২ । পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥ ২২ ॥ যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর । ২৩ । বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গাল-ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥ বাসুকী রাখিল নাম দেব-সৃষ্টি-স্থিতি । ২৫ । ধ্রুবলোক নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥ ২৬ ॥ নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন । ২৭ । ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ২৮ ॥ সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি । ২৯ । জাম্বুবতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥ ৩০ ॥ বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার । ৩১ । অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥ ৩২ ॥ ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি । ৩৩ । পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি ॥ ৩৪ ॥ কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী । ৩৫ । প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ মুরারি ॥ ৩৬ ॥ বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর । ৩৭ । বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর ॥ ৩৮ ॥ সম্বর্ত্তক নাম রাখে গোবর্দ্ধনধারী । ৩৯ । প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী ॥ ৪০ ॥ অদিতি রাখিল নাম অরাতি-সূদন । ৪১ । গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জ্জুন ॥ ৪২ ॥ মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল । ৪৩ । দয়ানিধি নাম রাখে দরিদ্র সকল ॥ ৪৪ ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতী । ৪৫ । বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি ॥ ৪৬ ॥ বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি । ৪৭ । লক্ষ্মীপতি নাম রাখে সুমন্ত্র সারথি ॥ ৪৮ ॥ সান্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্য্যামি । ৪৯ । পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী ॥ ৫০ ॥ পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি । ৫১ ।

নটনারায়ণ নাম রাখিল সম্পাত্তি ॥ ৫২ । হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম । ৫৩ । ললিতা রাখিল নাম দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ৫৪ ॥ বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গ মোহন । ৫৫ । সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন ॥ ৫৬ ॥ আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ নিবারণ । ৫৭ । চণ্ডকৌশী নাম রাখে কৃতান্ত শাসন ॥ ৫৮ ॥ জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি । ৫৯ । গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম ঘরণী ॥ ৬০ ॥ ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ । ৬১ । দুর্ব্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ ॥ ৬২ ॥ রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী । ৬৩ । সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী ॥ ৬৪ ॥ উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র হিতকারী । ৬৫ । অক্রূর রাখিল নাম ভবভয়হারী ॥ ৬৬ ॥ গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল পীতবাস । ৬৭ । সর্ব্ববেত্তা নাম রাখে দ্বৈপায়ন ব্যাস ॥ ৬৮ ॥ অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর । ৬৯ । সুরলোকে নাম রাখে অখিলের সার ॥ ৭০ ॥ বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর । ৭১ । স্বর্গবাসী রাখে নাম দেব পরাৎপর ॥ ৭২ ॥ পুলোমা রাখেন নাম অনাথের সখা । ৭৩ । রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা ॥ ৭৪ ॥ চিত্ররথ নাম রাখে অরাতিদমন । ৭৫ । পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়নরঞ্জন ॥ ৭৬ ॥ কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর । ৭৭ । ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণ শশধর ॥ ৭৮ ॥ সুমালী রাখিল নাম পুরুষ প্রধান । ৭৯ । পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ প্রাণ ॥ ৮০ ॥ রঙ্গিনী নাম রাখে নন্দের দুলাল । ৮১ । আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের গোপাল ॥ ৮২ ॥ দেবকী রাখিল নাম নয়নের মণি । ৮৩ । জ্যোতির্ম্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ॥ ৮৪ ॥ অত্রিমুনি নাম রাখে কোটি চন্দ্রেশ্বর । ৮৫ । গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৮৬ ॥ মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য অচ্যুত । ৮৭ । জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত ॥ ৮৮ ॥ রুদ্রগণ নাম রাখে দেব মহাকাল । ৮৯ । বসুগণ নাম রাখে ঠাকুর দয়াল ॥ ৯০ ॥ সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা নাশন । ৯১ । সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন ॥ ৯২ ॥ ভাণ্ডরি রাখিল নাম অগতির গতি । ৯৩ । মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি ॥ ৯৪ ॥ শুক্রাচার্য্য নাম রাখে অখিল-বান্ধব । ৯৫ । বিষ্ণুলোকে নাম

রাখে দেব শ্রীমাধব ॥ ৯৬ ॥ যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭। অশ্বিনী-কুমার নাম রাখে সৃষ্টি স্থিতি ॥ ৯৮ ॥ অর্য্যমা রাখিল নাম কাল নিবারণ। ৯৯। সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান নাশন ॥ ১০০ ॥ পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর-ভ্রমরী। ১০১। ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী ॥ ১০২ ॥ বক্রচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩। মাধুরী রাখিল নাম গোপী মনোহারী ॥ ১০৪ ॥ মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট পূরণ। ১০৫। কুটিলা রাখিল নাম মদনমোহন ॥ ১০৬ ॥ মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্মবন্ধনাশ। ১০৭। ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ অভিলাষ ॥ ১০৮ ॥ দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্য ভঞ্জন। দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ॥ স্বরূপে সবার হয় বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি। বৈকুণ্ঠে আছেন শুয়ে কমলার পতি ॥ রসময় রসিক নাগর অনুপম। নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥ শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর। তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥ কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ। পতিতপাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥ চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি। দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥ অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা। নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥ নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥ শতভার সুবর্ণ গো কোটী কন্যাদান। তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥ যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন। যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥ কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর। যেই জন ভজে কৃষ্ণ সে বড় চতুর ॥ ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। সে ধনে বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায় ॥ হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ। প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেব নারায়ণ ॥ বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন। দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥ একশত আটনাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন। মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥ বকাসুর বধ আদি কালীয় দমন। নরোত্তম কহে এই নাম সংকীর্ত্তন ॥

শ্রীশ্রীরাধিকার বারমাসিক



জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শ্রীরাধা গোবিন্দ॥ বৈশাখে মথুরা গেলা কৃষ্ণ গুণমণি। ঘরে নাই কৃষ্ণ মোর কে খাবে নবনী॥ জ্যৈষ্ঠেতে যমুনায় খেলিত বনমালী। আমি ত' দিতাম জল অঞ্জলি আষাঢ়ে কালিয়া মেঘ আহা মরি মরি। কাল মেঘ দেখে আমি কৃষ্ণ মনে করি। শ্রাবণে পূর্ণিমা তিথি ঝুলন খেলিতে। কৃষ্ণ নাই নিধুবনে খেলি কার সাথে॥ ভাদ্রেতে ভরা নদী অকুল পাথার। কৃষ্ণ নাই কেমনেতে দিব হে সাঁতার॥ আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয় ত্রিভুবনে। কেমনে যাইব একা শ্রীকৃষ্ণ বিহনে॥ কার্ত্তিকেতে কালীপূজা করেছিল হরি। আয়ানের ভয়ে মোরা কালীপূজা করি॥ অগ্রাণে আইল বৃন্দে লইয়া সংবাদ। গোকুলে আসিবে কৃষ্ণ দিন চারি বাদ॥ পৌষেতে দারুণ শীত সহনে না যায়। পীরিতি বিষম জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ায়॥ মাঘেতে মাধব করে মথুরা গমন। দশ দিক শূন্য মোর নব বৃন্দাবন॥ ফাল্গুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিত্তে উঠে রোল। গোকুলে গোবিন্দ নাই কে খেলিবে দোল॥ চৈত্রেতে চাতক ডাকে পিউ পিউ স্বরে। বছর ঘুরিয়া আসে থাকি কি প্রকারে॥ পীরিতি বিষম জ্বালা বাড়ায় দ্বিগুণ। শ্রীরাধার বারমাসিক হৈল সমাপন॥ শ্রীরাধার বারমাসিক যেবা পড়ে শুনে। দেহ অন্তে যায় সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর বারমাসিক

বছরের বৈশাখ মাস প্রথম যে হয়। পূজা নিতে এস ওমা আমার আলয়॥ জ্যেষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা হয় ঘরে ঘরে। কৃপা করি এস ওমা পূজা যেবা করে॥ আষাঢ়ে আসিতে মাগো নাহি কর দেরী। পূজা হেতু রাখি মোরা ধান্য দূর্ব্বা ধরি॥ শ্রাবণের ধারা দেখ চারি ধারে পড়ে। পূজিবারে ওচরণ ভেবেছি অন্তরে॥ ভাদ্রেতে ভরা নদী কূল বেয়ে যায়। কৃপা করি এস মাগো যত শীঘ্র হয়॥ আশ্বিনে অম্বিকা সাথে পূজা আয়োজন। কোজাগরী রাতে পুনঃ করিব পূজন॥ কার্ত্তিকে কেতকী ফুল চারি ধারে ফোটে। এসে ব'স মাগো মোর পাতা এই ঘটে॥ অগ্রাণে আমন ধান্যে মাঠ গেছে ভরে। লক্ষ্মীপূজা করি মোরা অতি যত্ন করে॥ পৌষ পার্ব্বণে মাগো মনের সাধেতে। প্রতি গৃহে লক্ষ্মীপূজি নবান্ন দানেতে॥ মাঘ মাসে মহালক্ষ্মী মহলে রহিবে। নব ধান্য দিয়া পূজা করি মোরা সবে॥ ফাল্গুনে ফাগের খেলা চারিধারে হয়। এস ওমা বিষ্ণু জায়া পূজিব তোমায়॥ চৈত্রেতে চাতক সম চাহি তব পানে। এস ওমা পদ্মালয়া অধিনী ভবনে॥ লক্ষ্মীদেবী বারমাসিক হৈল সমাপন। দীন ভক্তজন দুঃখ কর নিবারণ॥ কাতরে ডাকিছে যত ভারত সন্তান। ভক্তজন মাতা হয়ে করহ কল্যাণ॥

গ্রন্থ-সূচনা



॥ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের কথোপকথন ॥

একদিন লক্ষ্মীসহ প্রভু নারায়ণ। মলয় পর্ব্বতে উভে করিল গমন॥ সিংহাসন পরি বসি প্রভু নারায়ণ। বামে লয়ে লক্ষ্মীদেবী করে আলাপন॥ সেইকালে বীণাযন্ত্র লয়ে নারদ মুনি। হরিগুণ গানে বিভোর হইলেন তিনি॥ নারদে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করয়। কহ বাপু অসময়ে কেন হে উদয়॥ কোথা হৈতে আগমন সবিশেষ কহ। হেরি তোমা মোর মনে হতেছে সন্দেহ॥ কিবা জানি কি প্রার্থনা করিয়া বসিবে। হয় তো তাহাতে উভে বিপদে ফেলিবে॥ যাহা হোক্ এবে তব উদ্দেশ্য যে কহ। তব আশা পূর্ণ করিব হে মনে লহ॥ পূর্ণ হবে আশা শুনি তবে

মুনিবর। আনন্দে প্রণাম করি হইল বিভোর ॥ নারদ বলিলা প্রভু শুন মোর কথা। নরলোকে এবে আমি গিয়াছিনু তথা ॥ হেরিলাম তথা যাহা শুন দামোদর। কহি যদি সব কথা হইবে বিস্তর ॥ সংক্ষেপ করিয়া কহি শুন দয়াময়। তা' শুনি গলিবে তব পাষাণ হৃদয় ॥ নরলোকে খাদ্যাভাব জীর্ণ শীর্ণ কায়। অন্ন



তরে নরনারী করে হায় হায় ॥ দারুণ অভাবে তারা জ্বলে অহরহ। নিজ প্রাণ ত্যজিতেছে দেখ কেহ কেহ ॥ বল বল ওহে প্রভু কি হবে উপায়। যা' করিলে সবাকার দুঃখ দূরে যায় ॥ এতেক বচন শুনি কহে লক্ষ্মীপ্রতি। নরলোক দুঃখ পায় কেন কহ সতী ॥ এতেক শুনিয়া বাণী লক্ষ্মীদেবী কয়। নরনারী দুঃখ পায় শুন দয়াময় ॥ আমা' ত্যজি নরনারী অনাচারে রয়। সেকারণে এত দুঃখ তাহাদেরি হয় ॥ নরনারী উভে মিলি কু-কর্ম্মেতে রত। পূজা ব্রতে দেখি তারা হয়েছে বিরত ॥ সদাচার ছাড়ি উভে অনাচারে রয়। অর্চ্চনা না করে কভু তিলেক আমায় ॥ হেন কর্ম্ম হেতু তারা বহু কষ্ট পায়। হাহাকারে রয় তবু আমারে না চায় ॥ লক্ষ্মী বাণী শুনি প্রভু কয় লক্ষ্মীপ্রতি। কিসে তুমি তুষ্ট হও কহ ওগো সতী ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য লক্ষ্মীদেবী কয়। শুন কিছু কহি আমি ওহে দয়াময় ॥ যেই নারী পতি বাক্য করয়ে পালন। তার গৃহে আমি সদা করি যে গমন ॥ পতির সুখেতে সুখী দুঃখে হয় দুঃখী। এমত নারীকে আমি সদাই যে দেখি ॥ ভদ্রাসনে ছড়া ঝাট দেয় প্রাতঃকালে। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান সিন্দূর কপালে ॥ পতির চরণ নিত্য পূজে যেই নারী। মৃদু-মৃদু বাক্য কহে চরণে

তাহারি ॥ এই মত পতিসেবা করে যেই নারী। পতিব্রতা সেই নারী শুনহ মুরারি ॥ সদাকাল থাকি আমি তাহার সংহতি। কহি কিছু তার কথা শুনহ শ্রীপতি ॥ পুত্র হেন স্নেহ করি স্বামীরে ভোজন। সকলে সমান স্নেহ করে সর্ব্বক্ষণ ॥ পতি বিনা রমণীর নাহিক দেবতা। কহিনু নিশ্চয় আমি শুন সত্য কথা ॥ নিষ্ঠুর না হয় যে অতিথি অভ্যাগতে। পুণ্যবতী সেই নারী বাখানে জগতে ॥ নাভী সুগভীর যার কুন্দ দন্তপাতি। তাহার গৃহেতে মোর নিত্য যে বসতি ॥ শ্বশুর শাশুড়ী পদে যেবা করে নমস্কার। ধনে পুত্রে বাড়ে দেখ তাহার আগার। নারায়ণ সম জ্ঞানে সেবয়ে গোধন। সদাকাল কহে যেবা বিনয় বচন ॥ রাগ হিংসা অহঙ্কার ক্রোধ হীন জন। সু-আচারে থাকে যেই নারী সর্ব্বক্ষণ ॥ কলহ নাহিক যথা তথা আমি থাকি। অপবিত্র স্থান আমি নয়নে না দেখি ॥ যে নারী কুটিল দ্বেষ করে সর্ব্বক্ষণ। সেই নারী কলঙ্কিনী শুন নারায়ণ ॥ কৃষ্ণবর্ণ কেশ আর সত্য কথা কয়। তাহার গৃহেতে মোর সদা মন রয় ॥ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দেয় শুচিবস্ত্র হৈয়া। সেই নারী গৃহে আমি থাকি যে বসিয়া ॥ প্রতি গুরুবারে যেবা মোর পূজা করে। তার গৃহ নাহি ছাড়ি তিলেকের তরে ॥ সু-আচারে না থাকিলে আমারে না পায়। শুন নারায়ণ আমি কহিনু তোমায় ॥ অলক্ষণ যত কথা শুন মন দিয়া। সংক্ষেপে কহিব আমি সব বিস্তারিয়া ॥ খড়মিয়া পা যার বৃহৎ অঙ্গুলি। বিভা-অন্তে বিধবা সে কুলক্ষণা বলি ॥ উচ্চ কপাল যেই নারী অতি কুলক্ষণা। যুগ্ম ভুরু যেই নারী বিশাল নয়না ॥ প্রতি বারে যেবা নারী খায় গ্রাসে গ্রাসে। তিলমাত্র আমি নাহি থাকি তার বাসে ॥ পতি না সেবিয়া যেই নারী অগ্রে খায়। নানা দুঃখে হিয়া তার ফাটিয়া যে যায় ॥

পায়ে পায়ে ঠেকাঠেকি রাখে এলো চুল। সেই সব নারী হয় অলক্ষণের মূল॥ এমন নারীকে মম সদা ঘৃণা হয়। কহিনু নিশ্চয় প্রভু কথা মিথ্যা নয়॥ কপালে শোভিত যার থাকে নাসাদণ্ড। বিভা-অন্তে বিধবা সে এই পাপে দণ্ড॥ নিশাকালে যেই নারী অন্তস্থানে গতি। পতির চরণ ছাড়ি সেবে পর পতি॥ বহুবিধ গহনায় ভূষিত করিয়া। পাপাশয়ে মজে নিজ পতিকে ত্যজিয়া॥ পতি নিন্দি যেই নারী পরে বলে ভাল। তাহার গৃহেতে নাহি থাকি এক তিল॥ সুখ দুঃখ দু'টি কথা ভাগ্যের লিখন। অধমা যে নারী করে পতির নিন্দন॥ সেই নারী মহাপাপী নরকেতে যায়। পতিরে নিন্দিয়া নিজে অধোগতি পায়॥ পতিকে নিন্দিয়া নারী হইলে বৈমুখ। ইহকাল পরকালে নাহি পায় সুখ॥ পতির চরণে যার মতি নাহি রয়। সপ্তজন্ম বিধবা সে ভাগবতে কয়॥ পতির চরণে ঘৃণা করে যেই নারী। অলক্ষণা সেই নারী হয় দুরাচারী॥ নারায়ণ তুল্য পতি হয় শিরোমণি। যেবা নিন্দে হয় সেই অধমা পাপিনী॥ পতি নিন্দি যেই নারী পরে বলে ভাল। চণ্ডালের গৃহে জন্ম হয় চিরকাল॥ শতেক জনম হয় বিষ্ঠার সে কৃমি। তারপর লয় সেই পশুত্বের যোনি॥ তৎপরে হয় সেই গৃধিনী পক্ষিণী। পতি নিন্দি পায় সেই চণ্ডালের যোনি॥ জন্মে জন্মে নাহি দেখে পতির বদন। সে নারী জীয়ন্তে মরা বিফল জীবন॥ গুরু গোবিন্দেরে নিন্দি কহে কুবচন। সেই নারী মহাপাপী শুন নারায়ণ॥ এই সব কর্ম্ম করে অধমা পাপিনী। সেই নারী গৃহে জেনো নাহি থাকি আমি॥ আর যত দোষ গুণ কহিতে অপার। সংক্ষেপে কহিনু কিছু সাক্ষাতে তোমার॥

নারায়ণ কহে প্রিয়ে শুনহ বচন। আরো কিছু শুনিতে যে

ইচ্ছা করে মন॥ লক্ষ্মী কহে প্রভু আর কহিতে না পারি। তব আজ্ঞা শিরে ধরি কহি অল্প করি॥ এইবার কহি কিছু নরের কথন। যে কারণে ধরাধামে না করি গমন॥ অনাচারি অতি পাপী নর সব হয়। সে কারণে ধরাধামে এত কষ্ট পায়॥ নিজ নারী পরিহরি বেশ্যালয়ে যায়। বল নারায়ণ এবে কেমনে দেখি তায়॥ সকল নরের দোষে নারী নষ্ট হয়। নিজ গৃহ অন্ন ছাড়ি পর অন্ন খায়॥ সন্ধ্যাকালে নক্ষত্রে হয় ভূমেতে পতন। নষ্টচন্দ্র দেখে তারা করিয়া যতন॥ পর পত্নী হ'রি লয় আর পরধন। তা' সবার গৃহে আমি না করি গমন॥ কামে মত্ত হ'য়ে রজঃ স্ত্রীতে যে গমন। তাহারে বৈমুখ আমি হই সর্ব্বক্ষণ॥ অতিথি দেখিয়া যেবা কটু বাক্য কয়। তিলার্দ্ধ না থাকি আমি তাহারি আলয়॥ ঊর্দ্ধ জানু বুকে হস্ত দিয়া নিদ্রা যায়। সেই নিদ্রা অলক্ষণ শুন দয়াময়॥ শয়নের কালে যার ভূমে পড়ে পদ। অবশ্য তাহার হ'রি সমস্ত সম্পদ॥ নাপিতের দ্বারে ক্ষৌর করে যেই নরে। সেই অনাচারে তার ধন লই হ'রে॥ লক্ষ্মীদ্রোহী হয় সেই ছাড়ি আমি তারে। নিশ্চয় কহিনু প্রভু আমি যে তোমারে॥ বিক্রয় যে জন করে কমি মাপে মাপি। তার গৃহে আমি নাহি থাকি যে কদাপি॥ মূল্য ছাড়ি যে জন বেশী মূল্যে বেচে। তার পুত্র পৌত্র ভিক্ষা মাগে নেচে নেচে॥ সেই মহাপাপে প্রভু ত্যজি আমি তায়। অধর্ম্ম করিয়া তার জীবন যে যায়॥ পনের দিনের কথা শুন নারায়ণ। নিষেধ যে দিন যাহা করিতে ভক্ষণ॥ প্রতিপদে ধন নষ্ট কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে। দ্বিতীয়ায় নিষিদ্ধ হয় বৃহতী ভোজনে॥ শত্রু বৃদ্ধি খাইলে পটোল তৃতীয়ায়। চতুর্থীতে মূলা খেলে ধনহানি হয়॥ পঞ্চমীতে শ্রীফলে কলঙ্ক অতিশয়। ষষ্ঠীতে খাইলে নিম্ব পশুযোনি হয়॥

তাল খেলে দেহনাশ সপ্তমীর যোগে। অষ্টমীতে মূর্খ হয় নারিকেল ভোগে ॥ অলাবু গো-মাংস তুল্য নবমী তিথিতে। দশমীতে কুক্কুট ভক্ষণ কলম্বীতে ॥ শিমে মহাপাপ একাদশীর নিয়ম। দ্বাদশীতে পুঁইশাক ব্রহ্মহত্যা সম ॥ ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকু যদি খায়। নিশ্চয় তাহাতে জেনো পুত্রহানি হয় ॥ চতুর্দ্দশী তিথিতে যেবা নরগণে। চিররোগী হয় মাষকলাই ভক্ষণে ॥ অমাবস্যা পূর্ণিমাতে যদি খায় মাংস। পূর্ণরূপে মহাপাপ প্রকাশে পাপাংশ ॥ এ সব নিষেধ দ্রব্য যে করে ভোজন। সেই জনে ত্যজি আমি শুন নারায়ণ ॥ আমার বচন যেবা অবহেলা করে। সেই নর সেই নারী ছাড়ি আমি তারে ॥ আমার চরণে যার থাকয়ে বিশ্বাস। বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার পূরে অভিলাষ ॥

এত শুনি নারায়ণ মুনি-প্রতি চান। এবে বল মুনি তুমি কি করি বিধান ॥ যদি পার বুঝাইতে লক্ষ্মীরে আমার। তাহে নাহি বাধা হব আমি যে তোমার ॥ লক্ষ্মী বাণী শুনি মুনি হয় ক্ষুণ্ণমন। মিনতি করিয়া পুনঃ লক্ষ্মীপ্রতি কন ॥ মুনি বলে শুন মাতঃ কি করি উপায়। কি করিলে নরনারী ধর্ম্মাচারী হয় ॥ প্রচারিব আমি তাহা নরলোকে গিয়া। হৃদয় ফাটিয়া যায় দুঃখ যে হেরিয়া ॥ মুনি বাক্য শুনি লক্ষ্মী তাঁর প্রতি কন। কলিতে অধর্ম্মাচারী নর-নারীগণ ॥ তুমি বাছা কি করিবে তার প্রতিকার। যুগধর্ম্ম হয় জেনো বিধান ইহার ॥ যদি কোন নর-নারী ভজে যে আমায়। তার প্রতি দৃষ্টি মম পড়িবে ত্বরায় ॥ প্রতিমাসে একাদশী করে যেই জন। সুখে তার জন্ম যায় নাহি লয় যম ॥ আমার চরিত্র গ্রন্থ যেবা রাখে ঘরে। সদা থাকি আমি জেনো তাহার মন্দিরে ॥ পুত্র পৌত্র লয়ে সুখে হয় ধনবান। তাহার গৃহেতে জেনো হই অধিষ্ঠান ॥ আমার চরিত্র শুনি যেবা

হয় হৃষ্ট। ধন ধান্য দিয়া আমি করি তারে তুষ্ট॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র আছে জাতি যত। যখন তখন শুনে আমার চরিত॥ মোর ব্রত গুরুবারে যে করে পালন। তাহার সহায় আমি জেনো বাছাধন॥ যাহ বাছা নরলোকে করহ গমন। প্রচারহ মোর পূজা তুমি যে এখন॥ লক্ষ্মী-বাক্যে নারদ হইয়া আনন্দিত। প্রণাম করিয়া মর্ত্ত্যে চলেন ত্বরিত॥ সেই হৈতে লক্ষ্মীপূজা কলিকালে হয়। যত সব নর-নারী লক্ষ্মীরে পূজয়॥ হরি হরি হরি হরি বল এবে সবে। মর্ত্ত্যেতে আসিলা লক্ষ্মী ভয় কিবা তবে॥ লক্ষ্মীর চরিত্র কথা শুনে যেই জন। জন্মে জন্মে সুখ তার বাড়ে নানাধন॥ হরির চরণে মোর রহুক্ ভকতি। লক্ষ্মীর চরিত্র কহি করিয়া প্রণতি॥ লক্ষ্মীর চরিত্র শুনি পাপ হয় নাশ। লক্ষ্মীর চরণে সবে করহ বিশ্বাস॥

ইতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের কথোপকথন সমাপ্ত।

॥ ভাদ্রমাসের ব্রতকথা ॥

(পেঁচাপেঁচির পালা)

শ্রীহট্টে আছিল এক বিধবা ব্রাহ্মণী। এক পুত্র লয়ে থাকে দিবস যামিনী॥ একদিন দু'জন খাইতে না পায়। ব্রাহ্মণী বলেন দেব করহ উপায়॥ বিধবার দুঃখ দেখি দেব নারায়ণ। দৈববাণী করি দেয় আশ্বাস বচন॥ নাহি ভয় তুমি মাতা রহ কিছুদিন। পুত্র হৈতে হবে তব অতীব সুদিন॥ ভাগ্যবান পুত্র তব ধ'রেছ জঠরে। পুত্র হৈতে দুঃখ তব যাইবে অচিরে॥ যতনে পালহ পুত্রে রাখ ধর্ম্মে মতি। নিজে তুমি উপার্জ্জন কর ওগো সতী॥ কাহরো দাসত্ব তুমি না করো কখন। মম বাণী সদা তুমি করিবে পালন॥ দৈববাণী শুনি তার মনে বল হয়। দিবা-রাত্র শ্রম করি কাট্‌না কাটয়॥ তাহা হৈতে যাহা কিছু উপার্জ্জন হয়। কষ্টে-সৃষ্টে সে বিধবা পুত্রেরে পালয়॥ শাক খুঁদ সিদ্ধ করি ভোজন করিত। তথাপি অন্যের অন্ন কভু না লইত॥ ক্রমে ক্রমে পুত্র তার বয়ঃপ্রাপ্ত হৈল। প্রতিবেশী শিশুসহ পাঠশালে গেল॥ প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত সেই শিশু হয়। মাতৃবাক্য সদা সে যে পালন করয়॥ বাটীর কাছেতে এক পুষ্করিণী ছিল। পড়শীর শিশুসহ খেলিতে যাইল॥ বড় এক বটবৃক্ষ সেইস্থানে রয়। বসি সব শিশুগণ সেখানে খেলয়॥ সেইকালে এক গোপ পসরা লয়ে মাথে। আসিয়া দাঁড়ায় সেই বৃক্ষের তলেতে॥ তারে দেখি সব শিশু কোলাহল করে। প্রতিজন বলে ক্ষীর দাও গো আমারে॥ ভাণ্ড প্রতি এক পয়সা

গোয়ালা লইল। একে একে সকলেরে ক্ষীর ভাণ্ড দিল॥ সব শিশু ক্ষীর খায় আনন্দিত হৈয়া। বিধবার পুত্র দেখে দূরে দাঁড়াইয়া॥ ক্ষীর লাগি কষ্ট তার হিয়া মাঝে হয়। পয়সা বিহনে ক্ষীর খাইতে না পায়॥ কান্দিতে কান্দিতে শিশু গৃহেতে যাইল। পয়সা দাও ক্ষীর খাব মাতারে কহিল॥ পুত্রের রোদন দেখি মার ফাটে বুক। মনে বলে নারায়ণ কেন দাও দুঃখ॥ মাতা হৈয়া পুত্রে আমি খেতে দিতে নারি। কেমনে বলহ আমি এ দুঃখ পাসরি॥ ইহা হৈতে মোর মৃত্যু ছিল যে গো ভাল। তাহা হৈলে ঘুচে যেতো সকল জঞ্জাল॥ মাতারে কান্দিতে দেখি পুত্রে কষ্ট হয়। কি বুঝিবে শিশু হৃদি মা সনে কান্দয়॥ শিশুরে কান্দিতে দেখি মাতা তার কয়। করিব উপায় বাছা না কান্দ এসময়॥ অদ্য আমি রাত্রে জাগি করিব উপায়। কল্য প্রাতে বেচি তাহা দিব যে তোমায়॥ এমত বচন বলি শিশু ক্রোড়ে লয়। গৃহে ছিল খুঁদ সিদ্ধ তারে খেতে দেয়॥ রাত্রে জাগি পৈতা কাটি উপার্জ্জন তরে। সকালে বেচিয়া তাহা দিল পুত্র করে॥ আনন্দিত হয়ে শিশু বৃক্ষতলে যায়। গোপ তরে তথা শিশু অপেক্ষা করয়॥ হেনকালে সঙ্গীগণ সেইস্থানে আসে। গোপ আশা-পথ চাহি রহে সবে বসে॥ আশা-পথ চেয়ে চেয়ে দুপুর যে হৈল। গোয়ালা আসিতে আজ বিলম্ব করিল॥ গোয়ালার দেরী দেখি যত শিশুগণ। না আসিবে ভাবি মনে করিল গমন॥ বিধবার পুত্র তবু তথায় রহিল। আসিবে নিশ্চয় ভাবি গুড়িতে বসিল॥ কিছুকাল পরে গোপ আইল তথায়। কোথা গেল আর সব জিজ্ঞাসা করয়॥ শিশু বলে দেখিয়া যে বিলম্ব তোমার। চলি গেছে সবে তারা আপনার ঘর॥ নিরাশ হইয়া গোপ তারে তবে কয়। লবে কিছু ক্ষীর তুমি বলহ আমায়॥

শিশু কহে দুঃখী পুত্র হই যে গো আমি। পাঁচ গণ্ডা কড়ি লয়ে ক্ষীর দেহ তুমি॥ ইচ্ছা মোর হইয়াছে খাইবারে অতি। দয়া করি কিছু ক্ষীর করি গো মিনতি॥ অতীব কাতর দেখি গোপে দয়া হয়। কড়ি ল'য়ে তারে এক ভাণ্ড ক্ষীর দেয়॥ ক্ষীর ভাণ্ড দিয়া গোপ করিল গমন। পেয়ে ক্ষীর হয় শিশু আনন্দিত মন॥ মুখে তুলিবারে ক্ষীর যবে শিশু যায়। সেইকালে পেঁচা শিশু রোদন শুনয়॥ চারিধারে চাহি শিশু দেখিতে লাগিল। বৃক্ষের উপরে চাহি দেখিতে পাইল॥ ভাবিল ক্ষুধার জ্বালায় সেই বাচ্চাগণ। খাইবারে কিছু ক্ষীর দিই যে এখন॥ এত ভাবি বাচ্চাগণে পাড়িয়া আনিল। অতি যত্নে সবাকারে ক্ষীর খেতে দিল॥ আপন বস্ত্রেতে সবার মুখ মুছাইল। যতনে সকলে লৈয়ে বাসায় রাখিল॥ তারপর নীচে নামি ক্ষীর যাহা রয়। যতনে আনিয়া তাহা মার হাতে দেয়॥ শিশু বলে মাতা তুমি ক্ষীর অর্দ্ধ লহ। বক্রী যাহা রহে তাহা মোরে খেতে দেহ॥ শিশুর বচনে মাতা আনন্দিত হয়। সর্ব্ব অঙ্গের ধূলা ঝাড়ি কোলে তুলি লয়॥ বলে বাছা আজি মোর হয় একাদশী। কিছুই খাব না আমি রব উপবাসী॥ অতএব মনে তুমি দুঃখ নাহি হও। সবটুকু ক্ষীর এবে বাছা তুমি খাও॥ এত কহি শিশুরে বিধবা বুঝাইল। ভাণ্ডের সমস্ত ক্ষীর তারে খাওয়াইল॥ ঐ যে বটবৃক্ষে দুঁহু পেঁচা-পেঁচী ছিল। যাহাদের বাচ্চাগণে শিশু খাওয়াইল॥ লক্ষ্মীর বাহন ওরা জানহ নিশ্চয়। আসি হেথা বটবৃক্ষে বাসা করি রয়॥ দিবা-মানে যায় উড়ে চরিবার তরে। সন্ধ্যা হৈলে উড়ে আসে বাসায় যে ফিরে॥ সেইকালে তা সবার বাচ্চাগণ যত। ক্ষুধায় কাতর হৈয়ে চীৎকার করিত॥ আজি কিন্তু তা সবার দেখি বিপরীত। দূরে থাকি পেঁচা পেঁচী

মনেতে চিন্তিত ॥ তাড়াতাড়ি করি উভে বাসায় যে আসে। দুঁহুজনে বসি পড়ে বাচ্চাগণ পাশে ॥ পিতা-মাতা হেরি সবে আনন্দিত হয়। অদ্যকার সব কথা উভয়েরে কয় ॥ ব্রাহ্মণ শিশুর দয়া শুনি পেঁচা দোঁহে। করিব যে উপকার মনে মনে কহে ॥ প্রতিদিন বৃক্ষে উঠি ব্রাহ্মণ কুমার। বৃক্ষতলে আসি বাচ্চা করায় আহার ॥ আনন্দে আহার করি যত বাচ্চাগণ। প্রতিদিন পিতামাতায় বলে যে বচন ॥ বলে মাতা বলে পিতা তোমরা সকলে। ব্রাহ্মণ শিশুর উভে কিছু কি করিলে ॥ অতীব দরিদ্র ওরা খেতে নাহি পায়। দয়া করি খেতে মোদের সেই কিছু দেয় ॥ ব্রাহ্মণের খাদ্য খেয়ে অকৃতজ্ঞ হব। জীবন থাকিতে তাহা মোরা না পারিব ॥ উপায় করহ কিছু ভাল যাহা হয়। নতুবা জীবন মোরা ত্যজিব নিশ্চয় ॥ এমত বচন শুনি পেঁচা-পেঁচী দোঁহে। উপকার করিব মোরা তাহাদের কহে ॥ আজি কিম্বা কালি মোরা গোলোকেতে যাব। লক্ষ্মীনারায়ণ পাশে সকলি কহিব ॥ এত বলি বাচ্চাগণে সান্ত্বনা করিল। প্রভাত হইলে পুনঃ চরিবারে গেল ॥

সমাগত শুক্লপক্ষ তায় ভাদ্রমাস। পূজিবারে লক্ষ্মীমাতা ব্রাহ্মণীর আশ ॥ গুরুবার দেখি লক্ষ্মী পূজিতে ইচ্ছিল। কষ্টে-সৃষ্টে কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করিল ॥ ভকতি করিয়া সে যে পূজে লক্ষ্মীমায়। দ্বিজশিশু প্রসাদ লৈয়ে বৃক্ষতলে যায় ॥ যতনে পাড়িল যত পেঁচা বাচ্চাগণে। খাওয়াইল তাহাদের অতীব যতনে ॥ পরে সেই বাচ্চাগণে বাসায় রাখিল। হস্ত পদ ধৌত করি গৃহেতে ফিরিল ॥ প্রসাদের ফল-আদি খেয়ে বাচ্চাগণ। মহানন্দে নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন ॥ পেঁচা-পেঁচী পরে আসি যখন দেখিল। খাওয়াইছে দ্বিজ শিশু মনেতে জানিল ॥ ডাকিয়া পরেতে যত বাচ্চাগণে

কয়। সুদিন অতীব এবে ব্রাহ্মণীর হয়॥ পূজিয়াছে এবে তারা যবে লক্ষ্মীমায়। তাঁহার হইবে দয়া জানিবে নিশ্চয়॥ বিশেষতঃ অদ্য আমি বৈকুণ্ঠেতে গিয়া। এসেছি ওদের দুঃখ সকলি কহিয়া॥ যাহা হোক্ কল্য মোরা কোথাও না যাব। ব্রাহ্মণ শিশুর তরে বাসায় রহিব॥ তোরা সবে দেখাইয়া দিবি যে তাহায়। যাতে ভাল হয় তার করিব উপায়॥ এত যদি বলে দোঁহে পেঁচা-পেঁচীগণ। মহানন্দে যায় নিদ্রা যত বাচ্চাগণ॥ প্রভাত কালেতে শিশু বৃক্ষতলে আসে। সঙ্গীগণ তরে শিশু তথায় যে বসে॥ সেকালে পেঁচক-বাচ্চা মাতা প্রতি কয়। হের মাতা সেই শিশু বৃক্ষতলে রয়॥ যা করিবে কর মাতা তুমি যে এখন। এখনি আসিবে ওর যত সঙ্গীগণ॥ বাচ্চাগণ-বাক্যে পেঁচী নীচু পানে চায়। মনুষ্যের স্বরে তারে উপরে ডাকয়॥ ডাকিতেছে শুনি শিশু উপরে উঠিল। কিবা আজ্ঞা হয় মোরে পেঁচীকে কহিল॥ পেঁচী বলে ওহে শিশু তুমি দয়াবান। এত অল্প বয়সেতে লভিয়াছ জ্ঞান॥ যাহা হোক্ তব দুঃখ ঘুচিবে নিশ্চয়। মাতা তব যে হেতু পূজেছে লক্ষ্মীমায়॥ ভাল হইয়াছে এবে চল মোর সনে। যাইতে হইবে তোমা বৈকুণ্ঠ ভবনে॥ এত বলি পেঁচী তারে পিঠে করি লয়। যেতে যেতে কিছু তারে উপদেশ দেয়॥ পেঁচী বলে ধন-ধান্য কিছু নাহি লবে। কেবল মাত্র তিলধুবড়ী চাহি লবে॥ কহিতে কহিতে কথা করে যে গমন। যথাকালে বৈকুণ্ঠেতে উপনীত হন॥ কিবা শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠের হয়। তাহা হেরি বালক যে মানিল বিস্ময়॥ প্রণাম করিল শিশু লক্ষ্মীনারায়ণে। করযোড় করি শিশু দাঁড়ায় সেখানে॥ শিশুরে দেখিয়া লক্ষ্মী তারে জিজ্ঞাসয়। কিবা কার্য্যে বল বাছা আমার আলয়॥ শিশু

বলে নরলোকে দুঃখী হই আমি। কৃপায় ঘুচাও মাগো দয়াময়ি তুমি॥ শিশুর বচনে লক্ষ্মীর দয়া উপজিল। ধন-ধান্য আদি করি দিতে যে চাহিল॥ লক্ষ্মীর বচনে শিশু যোড় করে কয়। কিবা হবে ধন-ধান্যে যদি না কৃপা রয়॥ অতএব দয়াময়ি দয়া কর মোরে। সর্ব্বসম্পদ তিলধুবড়ী দান তুমি মোরে॥ যাহার শক্তিতে দেবলোক সুখী হয়। তব কাছে এ অধীন প্রার্থনা করয়॥ শিশুর বচনে লক্ষ্মীর দয়া যে হয়। সর্ব্বসম্পদ তিলধুবড়ী দানিল তাহায়॥ পেঁচা তারে সঙ্গে করি করিল গমন। বৃক্ষতলে আসি তারে বলে যে তখন॥ শুন শিশু মোর বাক্যে হও আস্থাবান। যাহার কৃপায় তুমি হবে ভাগ্যবান॥ লক্ষ্মী সিংহাসনে এই ধুবড়ী রাখিবে। যতন করিয়া নিত্য পূজন করিবে॥ অচিরেই ধনবান তাহাতে হইবে। মোর বাক্য নহে মিথ্যা নিশ্চয় জানিবে॥ এত বলি পেঁচা তারে বিদায় করিল। শিশু গৃহে গিয়া মায়ে সকলি কহিল॥ শুনি মাতা প্রতিদিন পূজা করে তায়। হয় তারা ধনবান লক্ষ্মীর কৃপায়॥

প্রতিবেশী সবে মিলি ভাবিতে লাগিল। কেমনেতে এরা সব ধনবান হৈল॥ হিংসার জ্বালায় সবার ফাটি যায় বুক। কিছু না বলিতে পারে ফুটাইয়া মুখ॥ সবে ভাবে পোঁতাধন পেয়েছে নিশ্চয়। যাহার কারণে এরা বড় লোক হয়॥ কেমনেতে এদের নষ্ট করিতে যে পারি। এসো সবে মিলি এর উপায় বিচারি॥ সকলে মিলিয়া এবে যুকতি করিল। রাজার নিকট গিয়া বলিয়া আসিল॥ শুনি রাজা পার্শ্বচর দিল পাঠাইয়া। আসিয়া তাহারা সব লইল লুটিয়া॥ পুনঃ কষ্ট হয় তার রাজ বিরোধিল। আসি শিশু বৃক্ষতলে পেঁচারে কহিল॥ এতেক শুনিয়া পেঁচা দুঃখিত হইল। আজি যাও কালি এসো শিশুরে কহিল॥ পুনঃ পেঁচা

যায় দেখো লক্ষ্মীর সদন। মাথা হেঁট করি পেঁচী দাঁড়াল তখন ॥ হাসি হাসি লক্ষ্মীমাতা পেঁচী-প্রতি কয়। কিবা হেতু দেখি বাছা বিরস তোমায় ॥ ঘটিয়াছে যাহা যাহা আমি সব জানি। ভয় নাই ভাল ইহা মনে অনুমানি ॥ দেখ চাহি তিলধুবড়ী আসে মোর পাশে। লয়ে এবে যাও তুমি শিশুর সকাশে ॥ যেইকালে লুটি রাজা ভাণ্ডারে রাখিল। সেইকালে আসি উহা হেথায় পৌঁছিল ॥ করিব যাহারে দান সেই উহা পাবে। অপরে তিলেক উহা রাখিতে নারিবে ॥ উহা লয়ে এবে তুমি নিজ বাসা যাও। প্রভাতে আসিলে শিশু তারে তুমি দাও ॥ তিলধুবড়ী পেয়ে পেঁচী আনন্দিত হয়। যতনে আনিয়া পেঁচী বাসাতে রাখয় ॥ পূর্ব্ব কথামত শিশু প্রভাতে উঠিল। বটবৃক্ষ তলে আসি উপনীত হৈল ॥ হেরিয়া শিশুরে পেঁচী প্রফুল্লিত হৈল। তিলধুবড়ী শিশু-করে তখনি দানিল ॥ লৈয়া উহা শিশু দেখ মাথায় করিল। যতনে আনিয়া উহা মার হাতে দিল ॥ তিলধুবড়ী ব্রাহ্মণী যতনে পূজিল। কিছুদিন পরে সে যে ধনবান হৈল ॥ তাহা হেরি প্রতিবেশী হিংসায় মজিল। তাড়াতাড়ি করি সবে রাজায় কহিল ॥ পার্শ্বচরে ডাকি রাজা কহিল তখন। কোথা ছিলে কহ সবে সত্য বিবরণ ॥ ভাণ্ডার গৃহেতে মোর তিলধুবড়ী ছিল। কেমনে বলহ উহা চোরে লৈয়া গেল ॥ রাজার বচন শুনি পার্শ্বচর যত। অবাক হইয়া সবে কহে যোড়হাত ॥ বলে রাজা দিবারাত্র আমরা সকলে। পাহারাতে রহি সদা ভাণ্ডার মহলে ॥ সত্য সত্য ত্রিসত্য যে কহি মহাশয়। এত বলি সকলেতে সত্য যে করয় ॥ এত শুনি মহারাজ বিস্ময় মানিল। দেব-ছলা সুনিশ্চয় মনেতে জানিল ॥ মনে ভাবে হিংসা করি কিবা হবে ফল। তাহাতে নিশ্চয় আমি হইব দুর্ব্বল ॥ এত ভাবি মহারাজ শিশুরে

ডাকিল। অৰ্দ্ধরাজ্য-সহ তারে কন্যা যে দানিল॥ লক্ষ্মীর কৃপায় শিশু বসে রাজাসনে। চিরকাল মনে রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥ লক্ষ্মীর দয়ায় তার বৈভব বাড়িল। ধন-পুত্র-আদি করি সকল লভিল॥ অতি বৃদ্ধকালে রাখি নাতি আর পুতি। বৈকুণ্ঠ ধামেতে গিয়া করয়ে বসতি॥ ভাদ্রমাসে লক্ষ্মী পূজে যে রমণী ভবে। লক্ষ্মীর কৃপায় তারা সুখী হয়ে রবে॥ বৈকুণ্ঠ যে গান করেন লক্ষ্মীর চরিত। ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দেন গীত॥ এই গীত যেবা শুনে প্রতি গুরুবারে। ধন-ধান্য বাড়ে তার লক্ষ্মীমার বরে॥ ইহজন্মে সুখে থাকে দুঃখ না পায় চিতে। দেহ-অন্তে করে বাস গিয়া বৈকুণ্ঠেতে॥

ইতি ভাদ্রমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ আশ্বিনমাসের ব্রতকথা ॥

(লৌহের অলক্ষ্মী মূর্ত্তি ও লক্ষ্মীর পালা)

আসাম রাজ্যেতে ছিল ধার্ম্মিক রাজন্। অতি ভাগ্যবান বলি প্রসিদ্ধ সে জন ॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রতি সদা ভক্তি ছিল। এক মাত্র ধর্ম্ম ছিল জীবনে সম্বল ॥ রাজবাটির সম্মুখে বাজার বসায়। কেনা-বেচা অবশেষে যাহা থেকে যায় ॥ মহারাজ নিজে তাহা ক্রয় করে নিত। তাহাতে বিক্রেতার ক্ষতি নাহি হৈত ॥ এই সব দেখি লক্ষ্মী ভাবে মনে মন। ছলিয়া দেখিব আমি ধার্ম্মিক কেমন ॥ ডাক দিয়া ধর্ম্মে কহে লক্ষ্মীঠাকুরাণী। বলে ধর্ম্ম শুন তুমি কহি কিছু বাণী ॥ লৌহের অলক্ষ্মী মূর্ত্তি করিয়া গঠন। আসাম বাজারে তুমি করহ গমন ॥ লক্ষ্মীর আদেশে ধর্ম্ম বিশ্বকর্ম্মে কয়। গঠিয়া যে দাও তুমি অলক্ষ্মী আমায় ॥ অলক্ষ্মী গঠন করি বিশ্বকর্ম্মা দিল। আসাম বাজারে ধর্ম্ম লইয়া যাইল ॥ বাজারের এক ধারে বসিয়া যে রয়। মূর্ত্তি হেরি যত লোক জিজ্ঞাসা করয় ॥ কোন দেবী হয় ইহা বল মতিমান। কিরূপে পূজিতে হয় কহ হে ধীমান্ ॥ মূল্য কত এ দেবীর দিতে কিবা হবে। সর্ব্বকথা বিবরিয়া মোদের কহিবে ॥ ধর্ম্ম বলে শুন সবে কহি বিবরণ। অলক্ষ্মী ইহার নাম শুন সর্ব্বজন ॥ হাজার টাকায় আমি ইহারে বেচিব। যেবা দিবে তারে আমি মুরতি দানিব ॥ অলক্ষ্মীর নাম শুনি যত ক্রেতাগণ। ফিরাইয়া মুখ তারা করিল গমন ॥ অধিকন্তু আর যত ছিল দোকানদার। রহিতে না দিল ধর্ম্মে বাজারেতে আর ॥ তাহা দেখি মূর্ত্তি লয়ে ধর্ম্ম চলি যায়।

কেবা নিবে মূর্ত্তি বলি চীৎকার করয়॥ ডাক শুনি মহারাজ ধর্ম্মেরে ডাকিল। কিসের মূরতি উহা তারে জিজ্ঞাসিল॥ কহে ধর্ম্ম অলক্ষ্মী মূরতি ইহা হয়। হাজার তঙ্কায় আমি বেচিব উহায়॥ অলক্ষ্মীর নাম শুনি রাজা ভীত হয়। কেন বা ডাকিনু এরে আপন আলয়॥ নিজ প্রতিজ্ঞার কথা মনেতে পড়িল। হাজার তঙ্কা দিয়া তার অলক্ষ্মী কিনিল॥ রাখিলা অলক্ষ্মী লৈয়ে আপন অন্দরে। কহিলা যতনে উহা রাখিতে রাণীরে॥ নিশাকালে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন। কিছু পরে শুনে রাজা করুণ রোদন॥ তখনি উঠিয়া রাজা বাহিরেতে যায়। দেবীসমা· নারী এক দেখিবারে পায়॥ বলে মহারাজ তারে কে তুমি মা হও। এ হেন গভীর নিশা কোথা তুমি যাও॥ মহারাজ বাক্য শুনি দেবী তবে কয়। আমি রাজলক্ষ্মী তব শুন মহাশয়॥ অলক্ষ্মীরে রাখিয়াছ আপন গৃহেতে। সে কারণে আমি হেথা না পারি থাকিতে॥ পার যদি ত্যজিবারে অলক্ষ্মী মূরতি। তবে তো থাকিতে পারি তোমার বসতি॥ নতুবা আমায় তুমি দেহ গো বিদায়। থাকিতে তিলার্দ্ধ হেথা মন নাহি চায়॥ হেন বাক্য শুনি রাজা বিচলিত হয়। বলিলেন ধীরে ধীরে তখন তাহায়॥ কি করিব মাতা মোর নাহিক উপায়। ধর্ম্মরক্ষা তরে মূর্ত্তি রাখিব হেথায়॥ যদি ইচ্ছা কর মাতা যাহ অন্য স্থান। প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যাহা না হইবে আন॥ ধর্ম্মরক্ষা তরে আমি সকলি সহিব। প্রয়োজন হয় যদি নিজ প্রাণ দিব॥ এতেক কহিল যদি লক্ষ্মীকে রাজন্। লক্ষ্মী বলে রাখ ধর্ম্ম হইয়া নির্ধন॥ অলক্ষ্মীর হেতু রাজলক্ষ্মী ছাড়ি যায়। রাজা ভাবে মনে মনে দেখি কিবা হয়॥ দুশ্চিন্তায় সেই রাত কাটি যে গো যায়। পরদিন পুনঃ রাতে রোদন শুনয়॥ শয্যা তজি মহারাজ

বাহিরেতে গেল। দেবীসমা এক নারী দেখিতে যে পেল॥ জিজ্ঞাসিলা তারে রাজা কে মা তুমি হও। কি কারণে এবে তুমি কোথা চলি যাও॥ সুন্দর মূরতি কহে ভাগ্যলক্ষ্মী আমি। ছাড়িয়া যাইব তোমা জেনে রেখো তুমি॥ পার যদি তুমি রাজা ত্যজিতে মূরতি। তবে ত করিতে পারি এস্থানে বসতি॥ রাজা বলে আমি ধর্ম্ম ত্যজিতে নারিব। এবে যাও ভাগ্যলক্ষ্মী কষ্টই সহিব॥ মহারাজ ভাগ্যলক্ষ্মী করিলা বিদায়। পুনঃ ভাবে দেখি এবে আর কিবা হয়॥ শয়নে থাকিয়া রাজা করেন চিন্তন। শুনিতে যে পায় পুনঃ করুণ রোদন॥ তাড়াতাড়ি করি রাজা বাহিরেতে গেল। পুনরায় এক দেবী দেখিবারে পেল॥ করেন জিজ্ঞাসা তারে কে তুমি মা হও। এ হেন গভীর নিশা কোথা তুমি যাও॥ রাজ বাক্য শুনি দেবী কহিলা তখন। যশোলক্ষ্মী হই আমি শুনহ রাজন্॥ অলক্ষ্মী এনেছ গৃহে দেখি রাজা তুমি। সে কারণে তোমা ছাড়ি যাই এবে আমি॥ রাজা বলে যাও মাগো করহ গমন। ধর্ম্ম তরে অলক্ষ্মীরে না করি বর্জ্জন॥ এমত বলিয়া রাজা শয্যাপরি যায়। কতক্ষণ পরে পুনঃ রোদন শুনয়॥ কেবা যায় বলি রাজা বাহিরেতে গেল। পুরুষ প্রকৃতি উভে দেখিবারে পেল॥ উভ প্রতি চাহি রাজা প্রণাম করিল। কে তুমি মা হও বলি দেবীকে বলিল॥ বলে দেবী আমি হই কুললক্ষ্মী তব। এনেছ অলক্ষ্মী তাই চলিয়া যাইব॥ রাজা বলে যাও মাগো না করি বারণ। ধর্ম্ম হেতু অলক্ষ্মীরে করিব পালন॥ ত্যজিয়া রাজায় তবে কুললক্ষ্মী যায়। পুরুষ প্রবর প্রতি রাজা চাহি কয়॥ কেবা তুমি হও দেব পরিচয় দাও। কি কারণে মোরে ছাড়ি তুমি চলি যাও॥ রাজ-বাক্য শুনি পুরুষ হাসি তবে

কয়। ধর্ম্ম বলি মোরে তুমি জানিবে নিশ্চয়॥ রাজলক্ষ্মী চলি গেছে ছাড়িয়া সংসার। সে কারণে থাকা মোর উচিত না আর॥ এ কারণে চলি আমি নিজ নিকেতন। রাখিবার তরে রাজা না কর যতন॥ ধর্ম্ম বাক্য শুনি তবে কহে মহারাজ। চির প্রিয় তুমি মোর ছাড়িবে গো আজ॥ জ্ঞানেতে অধর্ম্ম কভু করি নাই আমি। তবে ছাড়ি মোরে যাও কেন এবে তুমি॥ রাজলক্ষ্মী ভাগ্যলক্ষ্মী আর যশোলক্ষ্মী। যাক্ মোরে তেয়াগিয়া আর কুললক্ষ্মী॥ সকলে ত্যজিব আমি তোমায় নারিব। যাবত জীবন রবে তোমায় পূজিব॥ রাজার বচনে ধর্ম্ম সন্তুষ্ট যে হয়। হাসি হাসি রাজা-প্রতি ধর্ম্ম কিছু কয়॥ শুন বলি মহারাজ থাকিবারে পারি। পালহ যদ্যপি বাক্য অতি যত্ন করি॥ ধর্ম্ম-বাক্য শুনি রাজা তাঁর প্রতি কয়। যা বলিবে তাহা আমি পালিব নিশ্চয়॥ এমত শুনিয়া বাক্য ধর্ম্ম তবে কয়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজ তুমি মহাশয়॥ তাহাতেই শান্তি পুনঃ তুমি রাজ্য পাবে। সকল অরিষ্ট কাটি মঙ্গল হইবে॥ এমত বচন শুনি ডাকে সর্ব্বজনে। ডাকা মাত্র পাত্রমিত্র আসে সেইস্থানে॥ সেইদিন কোজাগরী পূর্ণিমা উদয়। তাহা হেরি মহারাজ মহানন্দ হয়॥ মনের কামনা রাজা তাহাদের কয়। বলা মাত্র সর্ব্বদ্রব্য আসিল তথায়॥ আনন্দিত হয়ে তবে ধার্ম্মিক রাজন্। পুরোহিতে ডাকি করে লক্ষ্মীর পূজন॥ সেইকালে তাঁর ভাগ্য ফিরি যে গো যায়। রাজলক্ষ্মী আদি করি আসিল তথায়॥ সেই হৈতে পুনর্ব্বার সুখ উপজিল। হেরিয়া অলক্ষ্মী তাহা বনে চলে গেল॥ ধর্ম্ম-তরে মহালক্ষ্মী মরতে যে আসে। সর্ব্ব দুঃখ যায় তাঁর কৃপার যে বশে॥ আশ্বিনমাসের ব্রত সমাপন হৈল। বাহু তুলি

সকলেতে হরি হরি বল ॥ বৈকুণ্ঠ মাঝি যাচে লক্ষ্মীপদ ছায়া। করো গো করুণাময়ি অধমেরে দয়া ॥

ইতি আশ্বিনমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ কার্ত্তিকমাসের ব্রতকথা ॥

(রাজকন্যা পুষ্পবতীর পালা)

ভাগ্যধর নামে রাজা কৌণ্ডিল্য-নগরে। চলিত সংসারে সে যে মদমত্ত ভরে ॥ আপনারে শ্রেষ্ঠ বলি মনেতে ভাবিত। সকলেরে হেয় জ্ঞান সদাই করিত ॥ পুরুষকার মানি সে মদভরে থাকে। মনে মনে কখনো সে ঈশ্বরে না ডাকে ॥ অকস্মাৎ ভাগ্যধর সকলে ডাকিল। কার ভাগ্যে খাও বলি সবে জিজ্ঞাসিল ॥ দাসদাসী-আদি করি যত ভৃত্যগণ। তব ভাগ্যে খাই প্রভু বলে সর্ব্বজন ॥ রাণীকে ডাকিয়া রাজা কহিল তখন। কার ভাগ্যে খাও প্রিয়ে বলহ এখন ॥ রাণী বলে ওগো প্রভু তুমি মোর স্বামী। তব ভাগ্যে খাই আমি জানে অন্তর্য্যামী ॥ হেন বাণী শুনি রাজা পাঁচ কন্যা ডাকে। কার ভাগ্যে সবে খাও বলিল সবাকে ॥ চার কন্যা বলে মোরা বালিকা এখন। তব ভাগ্যে খাই মোরা জানহ রাজন্ ॥ ছোট কন্যা পুষ্পবতী বিপরীত কয়। নিজ ভাগ্যে খাই বলি রাজাকে বলয় ॥ পুষ্পবতী বাক্য শুনি রাজা ক্রোধান্বিত। দূর হ' সম্মুখ হ'তে ওরে দুর্ব্বিনীত ॥ পিতাকে ক্রোধিত দেখি পুষ্পবতী যায়। ধীরে ধীরে যায় চ'লে চিন্তে লক্ষ্মীমায় ॥ রাণীপ্রতি রাজা বলে দেখিলে কেমন। কহিলা

সম্মুখে মোর দন্তের বচন ॥ রাণী বলে সে বালিকা বুদ্ধি কত তায়। অপত্য স্নেহ মানি ক্ষম পতি তায় ॥ ভাগ্যধর বলে আমি ক্ষমা না করিব। নিজ ভাগ্যে খায় কেমন আমি তা দেখিব ॥ যাও সবে নিজ স্থানে করহ গমন। করিব বিশেষ চিন্তা আমি যে এখন ॥ কন্যা স্নেহ হেতু তথা রাণী বসি রয়। মাঝে মাঝে মিনতি সে রাজারে করয় ॥ রাজা বলে তব বাক্য কভু না শুনিব। প্রভাত হইলে আমি বিধান করিব ॥ বাসি-মুখে কল্য যার দেখিব বদন। তাহারে করিব পুষ্পে আমি সম্প্রদান ॥ রাজার বচনে রাণী অতি ভীত হয়। নিজ ঘরে গিয়া তিনি দাসী-প্রতি কয় ॥

যাহ দাসী নগরেতে করহ গমন। সবে ডাকি বলি এসো মোর নিবেদন ॥ দুপুর পর্য্যন্ত কেহ বাহির না হবে। সকলেতে আপন আপন গৃহে রবে ॥ মহারাণী বাক্যে দাসী গমন করিল। অনুমতি দিল যাহা দেশে প্রচারিল ॥ ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা কে করে খণ্ডন। মনুষ্যের সাধ্য কিবা করে যে লঙ্ঘন ॥ গরীব ব্রাহ্মণ এক ভিন্ন দেশে ছিল। রাজার সাক্ষাৎ ইচ্ছা মনেতে জানিল ॥ কিছু দান লইবারে আসে সে ব্রাহ্মণ। ভাগ্যক্রমে প্রভাতে যে রাজ দরশন ॥ হেরিয়া ব্রাহ্মণে রাজা প্রণাম করয়। কিবা হেতু আগমন জিজ্ঞাসা করয় ॥ দ্বিজ বলে আসিয়াছি লইবারে দান। কিছু ধন দিয়া রাজা তোষহ যে এক্ষণ ॥ এত শুনি রাজা বলে বস এই স্থানে। আনিতেছি অমূল্য-রত্ন দানিতে এক্ষণে ॥ এত বলি রাজপুরে প্রবেশ করিল। পুষ্পবতী কন্যা আনি তাহারে কহিল ॥ বলে দ্বিজ এই রত্ন করহ গ্রহণ। ইহা আমি দানিবারে করেছি মনন ॥ দ্বিজ বলে কন্যা লয়ে আমি কি করিব। এমন রতনে বল কোথা বা রাখিব ॥ অতি

দীন হই আমি দিন চলা ভার। যোগাব কেমনে রাজকন্যার আহার ॥ যদি দাও তঙ্কা-কড়ি কিছু মোরে তুমি। তবে তো গ্রহণ এরে করিব যে আমি ॥ ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোষাধ্যক্ষে কয়। দশ তঙ্কা এরে আনি দেহ মহাশয় ॥ দশ তঙ্কা পেয়ে দ্বিজ আশ্চর্য্য যে হয়। কিবা করি ইহা চিন্তি ব্রাহ্মণ ভাবয় ॥ চিন্তান্বিত দেখি দ্বিজে কন্যা তবে কয়। কেন এত চিন্তাযুক্ত ওহে মহাশয় ॥ ভাগ্যফল মনে মানি আমা লয়ে চল। নিশ্চয় তাহাতে স্বামী হইবে সফল ॥ কন্যার বচনে দ্বিজ আনন্দিত হয়। তারে লয়ে নিজ কুঁড়ে গমন করয় ॥ পুষ্পবতী একমনে করে পতিসেবা। ভাবে মনে আমা সম সুখী আছে কেবা ॥ দিবারাত্রি লক্ষ্মী মায়ে করেন চিন্তন। মনে বলে তুমি মাগো করহ রক্ষণ ॥ জগত জননী মাতঃ হরিণ নয়নি। অতীব কাতরে ডাকে ব্রাহ্মণ ঘরণী ॥ দয়া কর দয়াময়ি এই অধীনেরে। তোমা বিনা বল মাতা কে রক্ষিতে পারে ॥ প্রতিদিন এইভাবে লক্ষ্মী মায়ে ডাকে। হৃষ্টমনে স্বামী চিন্তি দিবানিশি থাকে ॥ পুষ্পবতী কুটীরবাসী কভু না ভাবিত। সদানন্দে স্বামীসেবা করিয়া যাইত ॥ একদিন পুষ্পবতী স্বামীরে যে কয়। কিছু কথা বলি এবে শুন মহাশয় ॥ যেথানে যাওনা কেন শুন দিয়া মন। পথ হৈতে যাহা পাবে করিবে গ্রহণ ॥ যদি হের তৃণ মাত্র পথের উপর। তাহাও আনিবে যত্নে আপনার ঘর ॥ কন্যার বচনে দ্বিজ সম্মত হইল। সেই হৈতে যাহা পায় আনিতে লাগিল ॥ এইভাবে কিছুকাল গত যে গো হয়। পুষ্পবতী বলে লক্ষ্মী রক্ষ মা' আমায় ॥ একদিন দ্বিজবর মৃত সর্প আনে। লহ লহ বলি তাহা কন্যাকে প্রদানে ॥ অতি যত্নে পুষ্পবতী তাহারে যে লৈয়ে। যতন করিয়া রাখে মাচানেতে নিয়ে ॥

দৈবের লিখন কিছু নাহি বলা যায়। কিবা হৈতে কিসে দেখ কি হয় উপায়॥ সে রাজ্যের মহারাজ ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। নানা রূপ বৈদ্য আসি তাহারে দেখিল॥ কোনরূপে সে রোগের উপশম না হয়। তাহা দেখি আত্মীয় সবে চিন্তান্বিত রয়॥ দৈবযোগে একদিন সন্ন্যাসী আসিল। রাজারে দেখিয়া তিনি তখনি কহিল॥ ভাল করিবারে পারি আমি যে রাজায়। আছে যে নিশ্চিত রোগের বিহিত উপায়॥ মৃত কেউটে এক আন হৈয়া ত্বরান্বিত। করিব আরোগ্য রাজে আমি যে নিশ্চিত॥ পাইক পেয়াদা করি নানা দিকে ধায়। কোথাও না মৃত কেউটে খুঁজিয়া না পায়॥ খুঁজিয়া না পেয়ে সবে যুকতি করিল। চারি ধারে দেশ মধ্যে ঢ্যাঁড়া পিটাইল॥ পুষ্পবতী সেই শব্দ মন দিয়া শুনে। দ্বিজবরে ডাক দিল আনন্দিত মনে॥ ডাকি দ্বিজে নফরে যে সর্প দিতে কয়। ডাকি আনি দ্বিজ তারে মৃত সর্প দেয়॥ সেই সর্প হৈতে রাজা জীবন লভিল। দ্বিজে পুরস্কার দিতে মনে যে ইচ্ছিল॥ মন্ত্রী দিয়া মহারাজ সে দ্বিজেরে ডাকে। কিবা পুরস্কার লবে বলহ আমাকে॥ রাজ-বাক্যে দ্বিজবর চিন্তা যে করিল। বলে গৃহে জিজ্ঞাসিয়া কহিব সকল॥ রাজা কহে শীঘ্র করি জিজ্ঞাসিয়া এসো। যাহা চাও তাহা পাবে আমার সকাশ॥

রাজ-বাক্য শুনি দ্বিজ গৃহেতে যাইল। রাজকথা প্রকাশিয়া পুষ্পে যে কহিল॥ এত শুনি পুষ্পবতী স্বামী-প্রতি কন। বৃত্তি-আদি নাহি কিছু লবে ধান্য ধন॥ এক অনুরোধ স্বামী তুমি যে করিবে। যাহাতে মোদের পরে মঙ্গল হইবে॥ কার্ত্তিকী অমানিশায় রাজ্য মধ্যে তাঁর। কেহ না জ্বালিবে বাতি রবে

অন্ধকার॥ এই এক বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। ত্বরা তুমি যাও সেথা বলহ রাজায়॥ এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল। পূর্ব্বাপর সব কথা রাজায় বলিল॥ প্রতিশ্রুতি রক্ষা তরে সেই নৃপবর। নিজ রাজ্যে আজ্ঞা রাজা করিল প্রচার॥ কার্ত্তিকী অমানিশায় লক্ষ্মীপূজা তরে। পুষ্পবতী গৃহ-দ্বার পরিষ্কার করে॥ অতীব যতনে এক সিংহাসন আনিল। যতনে তাহার উপর আলপনা দিল॥ ফল-ফুল-মিষ্ট-আদি নানা-দ্রব্য লৈয়া। নৈবেদ্য সাজায়ে বসে উপবাসী হৈয়া॥ সন্ধ্যা হৈলে আসে মাতা লক্ষ্মীঠাকুরাণী। দেশমধ্যে নানাস্থানে ফিরিলেন তিনি॥ প্রতি গৃহ ঘুরি ফিরি আলো নাহি পায়। ভাবে মনে এক্ষণেতে কি করি উপায়॥ না পাইয়া আলো লক্ষ্মী দুঃখিত হইল। কোন গৃহে নিজ পূজা দেখিতে না পেল॥ এত ভাবি লক্ষ্মী মাতা আগুবাড়ি যায়। গ্রামের সে শেষ প্রান্তে উপনীত হয়॥

পুষ্পবতী গৃহমধ্যে আলো যে দেখিল। তাহা দেখি লক্ষ্মীদেবী তথা প্রবেশিল॥ সেইকালে পুষ্পবতী ধ্যানে মগ্ন রয়। লক্ষ্মীদেবী সেইকালে প্রবেশ করয়॥ প্রবেশিয়া লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে বসে। পুষ্পবতী প্রতি চাহি মৃদু মৃদু হাসে॥ ধ্যান-ভঙ্গে পুষ্পবতী সম্মুখে নেহারে। তাহাতেই আনন্দাশ্রু দু'নয়নে ঝরে॥ পুষ্পবতী লক্ষ্মীমায়ে প্রণমি তখন। কহে পূর্ব্ব পুণ্যফলে তব আগমন॥ এত বলি লক্ষ্মীমায় স্তব-স্তুতি করে। সাষ্টাঙ্গেতে রহে পড়ি মাটির উপরে॥ তাহা দেখি লক্ষ্মীমাতা আনন্দিত হন। পুষ্পবতী হস্ত ধরি কোলে তুলি লন॥ পুষ্পবতী বলে মাগো অতি দুঃখী আমি। কৃপা করি কর দয়া মোর প্রতি তুমি॥ তুমি না করিলে কৃপা রক্ষা

নাহি আর। কি ছিলাম কি হয়েছি দেখো একবার ॥ কন্যা-স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কহে সিন্ধুসুতা। বলে বাছা ভয় নাই যাবে মন ব্যথা ॥ হইয়া অচলা আমি হেথায় থাকিব। দুঃখ কষ্ট যাহা কিছু সব নিবারিব ॥ চরণ নূপুর রাখো করিয়া যতন। ইহা হৈতে পাবে তুমি কুবেরের ধন ॥ আর এক কথা বলি আমার চরিত্র। ভাদ্র কার্ত্তিক অগ্রাণ পৌষ আর চৈত্র ॥ ভক্তি করি মোর পূজা নিশ্চয় করিবে। তাহাতেই মোর মন সন্তুষ্ট থাকিবে ॥ ইহা বলি লক্ষ্মীদেবী গমন করিল। পুষ্পবতী মাতৃ-বাক্য পালিতে লাগিল ॥ লক্ষ্মীর দয়ায় তার সুখ উপজিল। সদানন্দে অন্ন-ছত্র তখুনি যে দিল ॥ লক্ষ্মী-ভাগ্যে পুষ্পবতীর শ্রীবৃদ্ধি হৈল। অধিকন্তু ধন হেতু রাজ্যপদ পেল ॥

এদিকেতে কৌণ্ডিল্য রাজার কষ্ট হয়। কন্যা ত্যজি ভাগ্যধর করে হায় হায় ॥ রাজ্য যায় ধন যায় আর যায় সুখ। নানাদেশ ঘুরি ফিরি পায় মহা দুঃখ ॥ লক্ষ্মীর স্বরূপা কন্যা হয় পুষ্পবতী। তাহারে ত্যজিয়া রাজা পায় যে দুর্গতি ॥ খাইতে না পায় রাজা ভ্রমে দেশান্তর। ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়ে ভাবে নিরন্তর ॥ কি বা করি কোথা যাই কি হবে উপায়। কোথা গেলে খেতে পাব মনেতে চিন্তয় ॥ নানাদেশে এইভাবে ভ্রমিতে লাগিল। তৎপর কন্যার রাজ্যে উপনীত হ'ল ॥ আসে রাজা অন্নছত্রে ভোজন কারণ। দূর হৈতে দ্বিজবর দেখিল তখন ॥ ত্বরান্বিত হ'য়ে দ্বিজ গৃহে মধ্যে গেল। রাজকথা গিয়া দ্বিজ পত্নীরে কহিল ॥ এতেক শুনিয়া পুষ্প পিতারে আপন। গৃহমধ্যে আনি করে অতীব যতন ॥ রত্ন-ঝারি করি তাঁর পা ধোয়াইয়া দেয়। রজত সিংহাসনে বসিবারে কয় ॥ কৌণ্ডিল্য

রাজা কন্যায় চিনিতে না পারে। বার বার পুষ্পবতী বদন নেহারে॥ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁর মনে হয় ভয়। কেবল কন্যার পানে চাহিয়া যে রয়॥ অতঃপর পুষ্পবতী করিলা রন্ধন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করি করাল ভোজন॥ এক গ্রাস অন্ন তুলি কৌণ্ডিণ্য-ঈশ্বর। কন্যা-প্রতি চাহি তবে করিলা উত্তর॥ রাজা বলে শুন মাতা আমার বচন। না ভাণ্ডিয়া সত্য করি করহ বর্ণন॥ এতেক বলিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল। বলিবে বলিয়া কিছু বলিতে নারিল॥ রাজাকে কান্দিতে দেখি কন্যা তবে কয়। কিবা হেতু কান্দ তুমি ওহে মহাশয়॥ মহারাজ বলে বুক ফাটিছে আমার। তব সম কন্যা এক ছিল যে আমার॥ তারে হেয় করি আমি দ্বিজে দানিয়াছি। সে কারণে আমি দেখো এতো দুঃখে আছি॥ না বুঝিয়া ক্রোধে আমি ত্যজেছি তাহারে। তাই এত কষ্ট পাই মনের ভিতরে॥ আছে কি না আছে বেঁচে আমি তো জানিনা। বিদায় অবধি তার খবর রাখি না॥ কহিয়া এতেক বাণী কান্দে মহারাজ। কন্যারে স্মরিয়া তাঁর কষ্ট হয় আজ॥

পিতাকে কান্দিতে দেখি পুষ্পবতী কয়। আমি তব সেই কন্যা পিতা মহাশয়॥ ভাগ্য পরীক্ষিতে যারে ব্রাহ্মণে দানিলে। এখন তাহার সুখ নয়নে হেরিলে॥ শান্ত হও পিতা তুমি করহ আহার। সব কথা কহিতেছি গোচরে তোমার॥ দেখ পিতা মনুষ্য নিমিত্ত মাত্র হয়। লক্ষ্মীমাতা যাহা কিছু বৈভব যোগায়॥ নিজ নিজ ভাগ্যে পিতা সকলেই খায়। এ জগতে লক্ষ্মী বিনা নাহিক উপায়॥ পেলে কি প্রমাণ তার কহ গো এখন। এই হের সেই বিপ্র এবে যে রাজন॥ অতীব গরীব যারে পূর্ব্বে দেখেছিলে। এখন তাহার পুনঃ বৈভব

দেখিলে ॥ কি হইতে কিবা হয় বলা নাহি যায়। এক মনে ধ্যান পিতা কর লক্ষ্মীমায় ॥ করিলে পূজন তাঁরে সুখ যে হইবে। যাহা কিছু অরিষ্ট তব দূরে পলাইবে ॥ এত বলি পুষ্পবতী বহু ধন দিল। মহারাজ দেশে গিয়া মা'লক্ষ্মী পূজিল ॥ লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁর পুনঃ সুখ হয়। শতবর্ষ কৌণ্ডিল্যের রাজত্ব করয় ॥ হেথা পুষ্পবতী পূজা করিয়া প্রচার। স্বামী পুত্র রাখি গেলা বৈকুণ্ঠ আগার ॥ বৈকুণ্ঠধামেতে তার বসতি যে হয়। তিন-কল্প কাল তথা সখীরূপে রয় ॥ এই গীত যেবা শুনে প্রতি গুরুবারে। ধন ধান্য বাড়ে তার লক্ষ্মীমার বরে ॥ ইহ জন্ম সুখে থাকে দুঃখ না পায় চিতে। দেহ-অন্তে করে বাস গিয়া বৈকুণ্ঠেতে ॥ হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়। কার্ত্তিকী ব্রতকথা বৈকুণ্ঠ মাজি গায় ॥

ইতি কার্ত্তিকমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ অগ্রহায়ণমাসের ব্রতকথা ॥

(ব্রাহ্মণ শিশুর পালা)

মাড়বারে ছিল এক গরীব ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করি কষ্টে-সৃষ্টে যাপিত জীবন ॥ প্রতি গৃহ ঘুরি ফিরি ভিক্ষা যাহা পায়। আনিয়া ব্রাহ্মণ তাহা ব্রাহ্মণীরে দেয় ॥ ব্রাহ্মণী লইয়া তাহা যতনে রাঁধয়। ব্রাহ্মণের ভোজন শেষে আহার করয় ॥ এইভাবে কিছুকাল চলিয়া যে গেল। দৈবযোগে এক পুত্র তাহার যে হৈল ॥ অন্নমণ্ড অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে। পুত্রে খাওয়াইয়া

উভে বাঁচাইয়া রাখে॥ কালচক্র ফেরে পরমায়ু বুঝা ভার। অঘটন ঘটে এক উপর তাহার॥ তিন দিনের জ্বরে সে দ্বিজ মারা যায়। ইহা দেখি সে ব্রাহ্মণী করে হায় হায়॥ ধান্য ভানি পৈতা কাটি খাটিতে লাগিল। এইরূপে বহু কষ্টে পুত্রেরে পালিল॥ সপ্তবর্ষে পদার্পণ পুত্র যবে করে। সেইকালে জিজ্ঞাসিলা আপন মাতারে॥ কহ মাগো আমাদের আর কেবা আছে। যথায় যাইলে এই মহা দুঃখ ঘুচে॥ অর্দ্ধ পেট না খাইয়া থাকিতে না পারি। কহ কি উপায় আছে জননী তাহারি॥

ব্রাহ্মণী এতেক শুনি শিশু-প্রতি কয়। আছে মাত্র তব মামা অতি দূরে রয়॥ কহিল আনন্দে শিশু তুমি এবে চল। নিশ্চয় এ দুঃসময়ে দেখিবে মাতুল॥ পুত্র বাক্যে বিধবা সে ভাই গৃহে আসে। কহে যে কষ্টের কথা ভাই-এর সকাশে॥ বিধবার ভাই হয় বড়ই দুর্জ্জন। নিজ মনে ভাবিয়া সে কহিল তখন॥ আমার অবস্থা ভগ্নি বড় ভাল নয়। কোনরূপে অতি কষ্টে দিন চলি যায়॥ এমন সময় বল কি করিতে পারি। যুক্তি করি দেখি আমি উপায় তাহারি॥ এত বলি ভিতর মহলে সে যাইল। পত্নী ডাকি ভগ্নি কথা তাহারে কহিল॥ দুইজনে যুক্তি করি ভগ্নি কাছে এলো। ডাকিয়া ভগ্নিকে ভাই কহিতে লাগিল॥ কহি ভগ্নি মম বাক্য করহ শ্রবণ। যাতে হয় সর্ব্বদিক রক্ষা যে এখন॥ দেখিতেছ মোর গৃহে লোকাভাব রয়। যাহাতে সাহায্য কিছু দেখ তায় হয়॥ তব ভাজ চিররুগ্না কিছু নাহি পারে। গৃহের সারিয়া কাজ দেখো তুমি তারে॥ ভগ্নি প্রতি ইহা বলি ভাগ্নে প্রতি কয়। এক কাজ প্রদানিব তোমারে নিশ্চয়॥ মাঠে গিয়া জমি চাষ করিবে যে তুমি। কল্যই

হালের গরু কিনে দিব আমি ॥ নাহিক উপায় দেখি উভে দিল সায়। দাসদাসী হয়ে উভে রহিল তথায় ॥ বিধবা সে ভাই গৃহে রান্ধিতে লাগিল। সময়ান্তে ভাজের সেবা করিতে লাগিল ॥ ইহাতে ভাজের মন তুষ্ট নাহি হয়। সদাই রাগিয়া ভাজ কটু কথা কয় ॥ খিট-খিট গিজ-গিজ সর্ব্ব কার্য্যে করে। কভু বা ননদে ভাজ প্রীতি চোখে হেরে ॥ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণী তাহে মনোকষ্টে রয়। নির্জ্জন পাইলে তিনি রোদন করয় ॥ হেথায় বিধবা পুত্র হাল চাষ করে। দিবসান্তে খুদসিদ্ধ দেয় সে উদরে ॥ এতই খাটুনি তার কভু নাহি ছিল। ক্রমে ক্রমে জীর্ণ-দেহ কঙ্কাল হইল ॥ শিশুরে খাটায়ে উভে সুখে লাগে খেতে। দিনান্তে ব্যঞ্জন কভু না দেয় ভাগে পাতে ॥ বিধবার পুত্র সে যে শান্ত মতি হয়। নিজ মনে কাজ সে যে মামার করয় ॥

একদিন মামা তার বাজার হইতে। ক্ষীর-সর-নবনী-আদি আনিল গৃহেতে ॥ গোপনে লুকায়ে রাখে অতীব যতনে। দেখিল ভাগ্নে তাহা হইয়া যে গোপনে ॥ খাইবার কালে শিশু মার প্রতি কয়। শুধু ভাত আজ কেন দাও মা আমায় ॥ আনিয়া রেখেছে মিষ্ট মামা ঐ হাঁড়িতে। আজিকার মত মাগো দাও কিছু পাতে ॥ শিশুর বচনে মাতা চিন্তান্বিত হয়। মনে ভাবে দিলে পরে যদি কিছু কয় ॥ পুত্র স্নেহ বশে কিন্তু থাকিতে না পারে। সামান্য লইয়া মিষ্ট দিল যে তাহারে ॥ তাহাতে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। দিইবার কালে মামী দেখিল যে তায় ॥ তাড়াতাড়ি গিয়া কয় স্বামীকে তাহার। গিয়া দেখ তব ভাগ্নে করে অনাচার ॥ বিবরিয়া সব কথা তাহারে কহিল। শুনি রাগে লাঠি লয়ে মামা যে চলিল ॥ থর থর কাঁপে মামা কথা নাহি সরে। তোতলার মতো মামা জিজ্ঞাসিল তারে ॥

ভায়েরে রাগত দেখি বিধবা চিন্তিত। মিনতি করিয়া বলে জুড়ি দুই হাত॥ ক্ষুধায় কাতর বাছা ব্যঞ্জন না পায়। সে কারণে কিছু মিষ্ট দিয়াছি উহায়॥ হ'য়ে থাকে অপরাধ ক্ষমা কর তুমি। পুনঃ না এমন কর্ম্ম করিব যে আমি॥ মিনতি শুনিয়া ভাই ক্ষান্ত নাহি হয়। দূর হও বাড়ী হৈতে ভগ্নি-প্রতি কয়॥ মনে হয় রোজ রোজ এই ভাবে কর। বলিয়াছে সবকথা পত্নী যে আমার॥ চুপ যদি করে ভাই ভাজের না সয়। উভয়ের গলে ধরি উভয়ে তাড়ায়॥

গুরুবার সেইদিন তায় অগ্রাণ মাস। মাতা-পুত্র মাঠে গিয়া করে দেখো বাস॥ সেইকালে ক্ষেত্রলক্ষ্মী হইয়া দুঃখিত। বৃদ্ধাবেশ ধরি তিনি হন উপনীত॥ বলে বাছা নাহি ভয় ত্যজহ রোদন। আমি যাহা দিই তাহা করহ গ্রহণ॥ এত বলি শিশু হস্তে কিছু কড়ি দেয়। মুড়ি কিনি আন বলি দোকানে পাঠায়॥ অপূর্ব্ব ভাগ্যের গতি কে বুঝিতে পারে। হেরিয়া শিশুরে মুদি তারে দয়া করে॥ চিড়া মুড়ি আদি করি দধি মিষ্ট দিল। আনন্দিত হৈয়ে শিশু সকলি লইল॥ আনিয়া সকল দ্রব্য মার হাতে দেয়। কেবা হয় বৃদ্ধা মাতা জিজ্ঞাসা করয়॥ ক্ষেত্রলক্ষ্মী বলে বাছা যেবা হই আমি। অচিরায় পরিচয় পাবে যে গো তুমি॥ এক্ষণেতে যাহা বলি শুন দিয়া মন। হেরিতেছ কুঁড়ে হোথা করহ গমন॥ লহ এই ধান্যগুলি ধর যত্ন করি। প্রভাতে ছড়ায়ে দিও ক্ষেত্রের উপরি॥ বৃদ্ধার কথায় উভে কুটিরেতে গেল। সকালে উঠিয়া শিশু ধান্য যে ছড়াল॥ তারপর চিড়া মুড়ি যাহা কিছু ছিল। সেই দিন দুইবেলা আহার করিল॥ রাত্রিকালে দুইজনে করিল শয়ন। পুনঃ প্রাতে উঠি শিশু করিল গমন॥ মাঠ প্রতি চাহি

শিশু আনন্দিত হয়। ত্বরা করি গিয়া শিশু মাতা প্রতি কয়॥ শীঘ্র করি এসো মাগো কর দরশন। রাত্র মধ্যে ধান্য ফলে দেখো সে কেমন॥ শিশুর বচনে মাতা তাড়াতাড়ি আসে। হেরিয়া ধান্যের গাছ আনন্দেতে ভাসে॥ ভাবে মনে ওই বৃদ্ধা অন্য কেহ নয়। নিশ্চয়ই ক্ষেত্রলক্ষ্মী হয়েছে সদয়॥ এত বলি আগুবাড়ি ক্ষেত্রমধ্যে যায়। স্বর্ণ ধান্য ফলিয়াছে দেখিবারে পায়॥ ভকতিতে গদগদ হইয়া ব্রাহ্মণী। বলে মোরে দেখা দাও ক্ষেত্রঠাকুরাণী॥

ভকতে কাতর দেখি দৈববাণী হয়। ক্ষেত্রলক্ষ্মী বলে আমি হয়েছি সদয়॥ ভয় নাই এবে দোঁহে সুখেতে থাকিবে। কিছুকাল পরে তুমি রাজমাতা হবে॥ আর কিছু বলি আমি শুন গো তোমায়। এই দিনে এই মাসে পূজিবে আমায়॥ এতেক শুনিয়া বাণী বিধবা তখনি। ছিঁড়ি কিছু স্বর্ণ-ধান্য চলিল বিপণি॥ বেচি তাহা সে বিধবা বহু তঙ্কা পায়। পূজিবারে ক্ষেত্রলক্ষ্মী দ্রব্য করে ক্রয়॥ আপন কুঁড়েতে আসি করিয়া যতন। ক্ষেত্রলক্ষ্মী পূজে তিনি করি যে যতন॥ সেই হৈতে সুখ তার কহনে না যায়। ইহা দেখি প্রতিবেশী রাজ কাছে কয়॥ সে কথা শুনিয়া রাজা তথায় আসিল। নিজ চোখে দেখি তাহা বিস্ময় মানিল॥ বিশেষ শুনিল রাজা বিধবার পাশে। পুণ্যবতী মানি তিনি বসেন সকাশে॥ পরেতে পাঠান যত সে পার্শ্বদগণে। যতন করিয়া আনে বিধবা সন্তানে॥ আপনার বাড়ী আনি যজ্ঞসূত্র দেয়। আপন কন্যারে দানি জামাতা করয়॥ যৌতুক স্বরূপ সেই ধান্য-ভূমি দিল। রাজবাটী সম বাটী করিতে কহিল॥ রাজ বাক্য শুনি সে যে নিজ বাটী আসে। সমস্ত বৃত্তান্ত কয় মাতার সকাশে॥ হেন বাক্য শুনি মাতা আনন্দেতে কয়। বাটী করিবার তরে

অনুমতি দেয়॥ মাতৃ বাক্য শুনি সে যে গমন করিল। যত সব রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া আনিল॥ গঠন করয়ে তথা রাজমিস্ত্রীগণ। তাহা দেখি বিধবা সে আনন্দিত হন॥

কূটবুদ্ধি মামা-মামী ভাগ্নে ত্যাগ কৈল। সেই হৈতে সব দুঃখ তারে উপজিল॥ নানা স্থান ঘুরি ফিরি ভিখারীর বেশে। ভাগ্নের দেশেতে পরে আসে অবশেষে॥ রাজমিস্ত্রী স্থানে তারা মজুর খাটয়। মজুরি করিয়া উভে জীবন যাপয়॥ কষ্টের অবধি উভের নাহি দেখি আর। অতি কষ্টে মামা-মামী মাখিছে তাগাড়॥ ঘাড় বেঁকে গেছে মামীর ইঁট বোয়ে বোয়ে। চোখে জল বহে তার কেবা দেখে চেয়ে॥ ভাগ্যের লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে। কষ্ট পায় তারা উভে নিজ কর্ম্ম ফেরে॥ কিছুকাল এভাবে মামা-মামীর যায়। একদিন ভাগ্নে উভে দেখিবারে পায়॥ ত্বরা গিয়া নিজ বাটী মাতারে কহিল। আসিয়া দেখহ মাতা মামা-মামী এলো॥ পুত্রের বচনে মাতা বাহিরেতে আসে। হেরিয়া উভের দুঃখ চক্ষু জলে ভাসে॥ বলে বাছা যাও তুমি অতি শীঘ্রগতি। যতনে আনহ উভে করিয়া ঝটিতি॥ মাতৃ বাক্য শুনি সে যে গমন করিল। মামা-মামী উভে অতি যতনে আনিল॥ দ্বিজ শিশু যত্ন দেখি ভাবে দুইজন। কেন বা আনিল এরা করিয়া যতন॥ হয় তো বা দুইজনে নরবলি দিবে। নতুবা ইহারা কেন যতন করিবে॥ এতেক ভাবিয়া দোঁহে চিন্তাযুক্ত হয়। কি করা উচিত এবে মনেতে ভাবয়॥ হেনকালে বিধবা সে আসে সেই স্থান। তারে হেরি উভয়েতে হেঁটমুণ্ডে রন॥ বিধবা ডাকিয়া তবে বলিল ভ্রাতায়। চেয়ে দেখ চিনিতে কি পার গো আমায়॥ ভগ্নীর বচনে ভাই মৌন হয়ে রয়। কি কহিবে কোন বাক্য সন্ধান না পায়॥ ভাজ

গিয়া ননদের ধরিল চরণ। বলে ভগ্নি দয়া করি ক্ষম গো এখন॥ যত কিছু দোষে দোষী সকলি যে আমি। না রুষিয়া তুষ্ট এবে হও দেখি তুমি॥ ভাজের বচনে ননদ সন্তুষ্ট হয়। তখনি তাহারে টানি বক্ষে তুলি লয়॥ সেই হৈতে উভয়েতে থাকে কিছুদিন। অতঃপর দেশে যেতে দেখিল সুদিন॥ সকলি জানিয়া ভাজ দেশেতে চলিল। দেশে গিয়া যত্ন করি লক্ষ্মীরে পূজিল॥ লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁর ধন রত্ন হয়। উভয়েতে কিছুকাল মরতে বঞ্চয়॥ সেই হৈতে লক্ষ্মীপূজা কলিকালে হয়। যত সব নর-নারী লক্ষ্মী আরাধয়॥ অতএব হরি হরি বল এবে সবে। ধরাতে আসিল লক্ষ্মী ভয় কিবা তবে॥ যেইজন ক্ষেত্রপূজা সভক্তিতে করে। ইহকালে সুখ পায় পরকালে তরে॥ দেহ-অন্তে সেই ভক্ত বৈকুণ্ঠেতে যায়। শত কল্প কাল তথা বসতি করয়॥ এই পালা যেইজন সন্ধ্যাকালে পড়ে। সর্ব্বদুঃখে মুক্ত হৈয়ে যায় ভবপারে॥ লক্ষ্মীর মহিমা বৈকুণ্ঠ মাজি যে গায়। সবে মিলি হরি বল পালা হৈল সায়॥

ইতি অগ্রহায়ণমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ পৌষমাসের ব্রতকথা ॥

(সময়ের ভ্রাতার পালা)

নদেতে আছিল এক বিধবা ব্রাহ্মণী। দিন আনে দিন খায় সেই ধান্য ভানি॥ পাঁচ ছেলে এক মেয়ে তাহার যে ছিল। তাহাতেও এক মুঠা অন্ন না জুটিল॥ এ হেন দুঃখেতে দিন হয় যে গো গত। কিরূপে পালিবে সবে বিধবা চিন্তিত॥ এইরূপে

কতকাল দুঃখে দিন যায়। দৈবক্রমে একদিন খাইতে না পায়॥ পুত্র-কন্যা সবে মিলি কান্দিতে লাগিল। বড় কন্যা প্রতি চাহি ব্রাহ্মণী কহিল॥ মাতার বচনে কন্যা কহিলা তখন। মামা বাড়ী একবার কর মা গমন॥ কন্যার বচনে মাতা চিন্তান্বিত হয়। যাই কি না যাই তাহা ভাবিতে লাগয়॥ বহুদিন বহু-কষ্টে পড়েছি যে মোরা। কই তো কোনদিন খবর লয় নি তারা॥ এক্ষণে যাইলে কিবা হবে ফলোদয়। হয় ওরা অপমান করিবে নিশ্চয়॥ এতেক ভাবিয়া সে যে স্থির নাহি হয়। পুত্র-স্নেহ হেতু সেথা গমন করয়॥ কোলের পুত্রটি লয়ে গমন করিল। ভায়ের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল॥ ননদে হেরিয়া ভাজ হাসি তারে কয়। কিবা হেতু আগমন জিজ্ঞাসা করয়॥ বিধবা বলিল মোরা খাইতে না পাই। সেই হেতু আসিয়াছি এবে তব ঠাঁই॥ দাদাকে বলিয়া তুমি কিছু উপায় কর। ইহা ছাড়া আমি কিছু দেখি না যে বড়॥ ননদের বাক্য শুনি ভাজ তার কয়। তোমার দাদার নাহি প্রয়োজন হয়॥ আমি যা করিব তাহ হইবে নিশ্চয়। হেন শক্তি নাই তার কিছু কথা কয়॥ তোমা এক কাজ ভাই করিতে হইবে। রোজ আসি তুমি মোর সংসার দেখিবে॥ ঘর সংসারের কাজ যাহা কিছু রয়। প্রতিদিন আসি তাহা করিবে নিশ্চয়॥ দোঁহাকার আহারান্তে যাহা কিছু রবে। লয়ে তাহা পুত্রগণে তুমি খেতে দিবে॥ ভাজ বাক্য শুনি ননদ মর্ম্মে ব্যথা পায়। কি করিবে উপায় তার কিছু নাহি রয়॥ সেই হৈতে কত কাল বিধবা ব্রাহ্মণী। ভায়ের গৃহেতে রয় হয়ে চাকরাণী॥ প্রতি দিন চাল ঝাড়ি খুদ যাহা রয়। লয়ে উহা সিদ্ধ করি নিজে তাহা খায়॥ খুদ সিদ্ধ ছাড়া কভু নুন নাহি জোটে। কিবা করে তাহা খায় চাপড়ি ললাটে॥ ভাই ভাজ খাওয়ার পর যাহা রয়। তাহা

আনি পুত্র কন্তায় খাইবারে দেয়॥ অতি কম হয় অন্ন পেট নাহি ভরে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ছট্‌ফট্‌ করে॥ এই ভাবে সকলের দিন চলি যায়। খাওয়ার অভাবে তারা জীর্ণ-শীর্ণ কায়॥ একদিন বিধবায় ননদ বলে তাঁর। এঁটো ভাত তুমি আর পাইবে না আর॥ কুকুর পুষেছি এক সেই তাহা খাবে। শুধু মাত্র খুদ তুমি লইয়া যাইবে॥ বিধবা যে কি করিবে নাহিক উপায়। খুদ যাহা রহে তাহা গৃহে লয়ে যায়॥ খুদ সিদ্ধ করি তাহা দেয় পুত্রগণে। খাইতে না পারে তারা ব্যঞ্জন বিহনে॥

একদিন ননদ তার ভাজ প্রতি কয়। গোটাকত লাউপাতা দাও গো আমায়॥ আজিকার মতো রাঁধি পুত্রগণে দিব। বল যদি কিছু কাজ বেশী করে দিব॥ ননদ বচন শুনি ভাজ তার কয়। কিবা করি বল বোন নাহিক উপায়॥ যাহা কিছু পাতা দেখ গাছের উপরে। সবগুলি তব ভ্রাতা গুনেছে তাহারে॥ গোনা গাঁথা পাতা আমি দিব কি প্রকারে। তোমা পাতা দিয়া দোষ কেন নিব ঘাড়ে॥ এমন তো হৈতে পারে গালি আমি খাব। ক্ষমা কর তুমি বোন দিতে না পারিব॥ যদি এক কাজ তুমি পার করিবারে। তবে আমি পাতা দিতে পারিব তোমারে॥ অবশ্যই মিথ্যা আমি কহিব যে তারে। গোটাকত পাতা সই লইয়াছে ধারে॥ ভাজের এতেক বাক্য শুনিয়া তখন। বলে আমি কি করিব বলহ এখন॥ ভাজ বলে যদি তুমি নিকি বেছে দাও। তার বিনিময়ে তুমি পাতা কিছু নাও॥ শুনিয়া ভাজ বাক্য বিধবা কয় তারে। উকুন বাছিতে কভু নাহি গুরুবারে॥ বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর হইয়াছে আজ। রাঁধিতে-বাড়িতে মোর আছে বহু কাজ॥ কাল এসে বসে বসে মাথা বেছে দিব। যাহা কিছু নিকি থাকে সকলি মারিব॥ এতেক শুনিয়া ভাজ

ক্রোধিত যে হৈল। আঁচলের বাঁধা খুদ কাড়ি সে লইল॥ নিজের মঙ্গল তুমি বুঝিবারে পার। ভায়ের অমঙ্গল তবে কি কারণে কর॥ যাও নিজ ঘরে যাও অতি মন্দ তুমি। আসিতে দিব না কভু আর তোমা আমি॥ এত বলি ঠেলা মারি বাহিরেতে দেয়। যাহা মুখে আসে তাহা কটুবাক্যে কয়॥ অতি কষ্টে মনোদুঃখে চলিল ব্রাহ্মণী। বলে মোরে রক্ষা কর লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী॥ দীর্ঘশ্বাস ফেলি সে যে বাড়ী মুখে যায়। মনে ভাবে আজিকার কি হবে উপায়॥ যাইলে বাড়ীতে আমি যত পুত্রগণ। কহিবে কি খাব মাতা দাও গো এখন॥ প্রতিকার ইহার বুঝিতে নাহি পারি। যদি বিষ পাই আমি খেয়ে যে গো মরি॥ এত ভাবি ত্বরা করি পথ চলি যায়। পথের উপরে সর্প দেখিবারে পায়॥ বিষধর মৃত সর্প হেরি মনে মনে। যা হোক্ উপায় এক দেখি যে এক্ষণে॥ ইহা লৈয়া এবে আমি বাড়ীতে যাইব। এরে সিদ্ধ করি সবা মিলিয়া খাইব॥ সকল জ্বালার তবে হবে অবসান। অন্ন তরে নাহি হব আর অপমান॥ এত ভাবি পথ হৈতে সর্প তুলি লয়। বাড়ী আসি কাটি-কুটি সিদ্ধ যে করয়॥ বিধবার পুত্র-কন্যা সেখানে যা ছিল। সকলে আসিয়া তারা মাতারে ঘেরিল॥ সবে বলে মাতা তুমি দাও গো খাইতে। আর না থাকিতে পারি ক্ষুধার জ্বালাতে॥ শুনি বিধবার তায় মনে কষ্ট হয়। আঁচলে ঢাকিয়া মুখ রোদন করয়॥ বলে যে বিধবা লক্ষ্মী মোর কি করিলে। আত্মঘাতী পুত্রঘাতী পাপে মজাইলে॥

ডাক শুনি বৈকুণ্ঠেতে লক্ষ্মীঠাকুরাণী। কাতর হেরিয়া ভক্তে চাহেন তখনি॥ কৃপাদৃষ্টি দেন মাতা হাঁড়ির উপর। মৃত সর্প স্বর্ণ হয় স্বর্ণের আকর॥ বিধবা দেখিয়া তাহা আশ্চর্য্য যে

হয়। তখনি সে জল দিয়া উনান নিভায়॥ ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র স্বর্ণ জমিয়া যে গেল। কিছু কাটি লৈয়া তাহা বেচিয়া আসিল॥ তাহা হৈতে বহু তঙ্কা সেইকালে পায়। পূজিবারে লক্ষ্মীমাতা তার সাধ হয়॥ বিশেষতঃ গুরুবার সেইদিন হয়। ফল ফুল মিষ্ট আনি লক্ষ্মীরে পূজয়॥ পূজা শেষে প্রসাদ লৈযা পল্লীতে বিলায়। যাহা কিছু রহে তাহা সকলেতে খায়॥ প্রসাদ খেয়ে তাদের সেইদিন গেল। পরদিন বহুবিধ রাঁধিয়া খাইল॥ সেই স্বর্ণ হৈতে তার বহু সুখ হয়। পরেতে রাজার ন্যায় বাটী যে করয়॥ পাঁচ পুত্রে ঘটা করি বিভা সবে দিল। লক্ষ্মীর মতো যে বধূ ঘরেতে আনিল॥ তার কন্যার বিভা যে রাজপুত্রে দেয়। লক্ষ্মীর কৃপায় সবে আনন্দেতে রয়॥

বিধবার সেই কথা ভাজ যে শুনিল। যাইতে ননদ বাড়ী ইচ্ছা তার হৈল॥ আপন স্বামীরে ডাকি সকলি বলয়। ভগ্নিরে নিমন্ত্রণ করি এসো মহাশয়॥ অতএব এবে তুমি করহ গমন। সকলেরে সমাদরে আনহ এখন॥ পত্নী বাক্য শুনি পতি গমন করিল। ভগ্নির বাড়ীতে গিয়া তারে নিমন্ত্রিল॥ বিধবা হেরিয়া ভায়ে অতি যত্ন করে। নানাবিধ রেঁধে বেড়ে খেতে দিল তারে॥ এইরূপ যতনেতে কতকাল থাকে। পরেতে যাইব বলি কহিল তাহাকে॥ গাড়ী পাল্কী লোক আদি সঙ্গেতে লইল। পঞ্চ বধূ সাথে লয়ে পাল্কীতে চড়িল॥ নানাবিধ অলঙ্কারে সাজি বধূগণ। শাশুড়ী সহিত সবে করিল গমন॥ ভাজের বাড়ীতে গিয়া বিধবা পৌঁছিল। হেরি ভাজ বধূগণে কোলে তুলি নিল॥ অতিব যতন করি রন্ধন করিল। খাইবারে সবাকারে পাত করি দিল॥ পাতেতে বসিয়া তবে যত বধূগণ। সোনার উপর করে অন্ন সমর্পণ॥ বলে সোনা হীরা মুক্তা

তোমাদেরি মান। তোমাদের হেতু দেখ পাইনু সম্মান॥ যতন করিয়া এবে খাও পিঠা ভাত। সতত স্মরণ রেখো সেই লাউপাত॥ বধূগণ বাক্যে ভাজ মর্ম্মে ব্যথা পায়। কিবা বলে বধূগণ পুনঃ জিজ্ঞাসয়॥ হাসি মুখে বলে তায় বিধবা তখন। অসময়ে কভু কি করিছ নিমন্ত্রণ॥ এবে যেই হেতু তুমি ডাকিয়াছ মোরে। মোর বধূ অন্ন দেয় সমাদরে তারে॥ ননদ বচনে ভাজ বড় লজ্জা পায়। ক্ষম যত অপরাধ ধরি তব পায়॥ আনন্দে বিধবা তারে কোলে তুলি নিল। সকল মনের কষ্ট তখনি ভুলিল॥ একত্রে বসিয়া তবে সকলেতে খায়। আসিবার কালে ভাজে উপদেশ দেয়॥ শুন বধূ লক্ষ্মীপূজা যতনে করিবে। তাহাতেই মম সম সুখী হয়ে রবে॥ সেই হৈতে পৌষমাসে লক্ষ্মীপূজা হয়। যেবা পূজে তার সুখ হইবে নিশ্চয়॥ যে জন করায় গীত যে করে শ্রবণ। তাহারে করেন দয়া লক্ষ্মীনারায়ণ॥ লক্ষ্মীমার পদ যেবা লিখে রাখে ঘরে। জন্মে জন্মে লক্ষ্মীদেবী না ছাড়েন তারে॥ সন্ধ্যাকালে বিধিমত করি আচরণ। থাকেন সেখানে উভে লক্ষ্মীনারায়ণ॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম বৈকুণ্ঠ মাজি গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি পৌষমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ চৈত্রমাসের ব্রতকথা ॥

(তিলফুলের পালা)

একদিন বৈকুণ্ঠেতে বসি নারায়ণ। ইচ্ছিলেন লক্ষ্মীসহ করিতে ভ্রমণ ॥ পুষ্পরথে বসি উভে করিল গমন। ভ্রমিতে ভ্রমিত এলো এ মর্ত্ত্য ভুবন ॥ যাইবার কালে লক্ষ্মী উঁকি মারি চায়। ক্ষেত্রমধ্যে তিলফুল দেখিবারে পায় ॥ ফুটন্ত তিলের ফুল বায়ুভরে দোলে। দেখি তাহা লক্ষ্মীমার মন গেল ভুলে ॥ লক্ষ্মী কহে শুন প্রভু করি নিবেদন। এই স্থানে রথ রাখো তুমি নারায়ণ ॥ রাখ রথ বলি লক্ষ্মী কহিলেন বাণী। নারায়ণ বলে কিবা প্রয়োজন শুনি ॥ লক্ষ্মী কহে তিল ফুল করিব চয়ন। কিছুক্ষণ রাখো রথ তুমি নারায়ণ ॥ নারায়ণ বলে লক্ষ্মী উচিত কভু নয়। গরীব ব্রাহ্মণ এর ক্ষেত্রস্বামী হয় ॥ দেখিবারে যদি পায় সেই সে ব্রাহ্মণ। তোমারে কহিবে কটু রাগেতে তখন ॥ বিশেষ প্রতিজ্ঞা এক ব্রাহ্মণ করিছে। যেবা হরি লবে পুষ্প দাসী হবে পিছে ॥ রন্ধন করিতে তোমা বাড়ীতে রাখিবে। বার বর্ষ কাল তোমা খাটিতে হইবে ॥ নিজ মনে বুঝি কাজ করহ এখন। নতুবা খাটিতে হবে তোমা বার সন ॥ অতএব এ বাসনা ছাড় প্রিয়তমে। মর্ত্ত্যে আসি কেন গো পড়িতে চাও ভ্রমে ॥ নারায়ণ-বাক্যে লক্ষ্মীর মন না চায়। পুনঃ কহে রাখো রথ তুমি মহাশয় ॥ গরীব ব্রাহ্মণ তার ক্ষতি না করিব। সামান্য ফুলেতে সাজি এখনি আসিব ॥ একান্ত লক্ষ্মীর ইচ্ছা দেখি নারায়ণ। ক্ষেত্রের পাশেতে রথ নামাল তখন ॥ ত্বরা করি লক্ষ্মীমাতা ক্ষেত্রমধ্যে যায়। সর্ব্ব-অঙ্গে তিলফুল ভূষণ

করয় ॥ সেইকালে ক্ষেত্রস্বামী গরীব ব্রাহ্মণ। ক্ষেত্র দেখিবার তরে করে আগমন ॥ আসিয়া সে লক্ষ্মীমায় দেখিতে যে পায়। কেবা তুমি কিবা হেতু জিজ্ঞাসা করয় ॥ লক্ষ্মী কহে ব্রাহ্মণের মেয়ে হই আমি। কিছুফুল পরিয়াছি তুষ্ট হও তুমি ॥ আশীর্ব্বাদ করি বাছা হউক মঙ্গল। ক'রো না ব্রাহ্মণ তুমি কোন গণ্ডগোল ॥ এতেক বলিয়া লক্ষ্মী যাইতে যে চায়। ব্রাহ্মণ সম্মুখে গিয়া আগুবাড়ি রয় ॥ তারপর লক্ষ্মীপ্রতি বিপ্র যে কহয়। যে করিবে মম ক্ষেত্রে ফুল অপচয় ॥ তারে বার বর্ষকাল আমার ঘরেতে। রাঁধুনীর কার্য্য করি হইবে থাকিতে ॥ প্রতিজ্ঞা আমার যাহা পূর্ব্বেতে আছিল। দেখিতেছি তব ভাগ্যে এবে যে ফলিল ॥ এবে তুমি মোর গৃহে কর যে গমন। রন্ধনের কার্য্য কর হৈয়ে হৃষ্টমন। লক্ষ্মী কহে শুন তুমি ওহে বিপ্রবর। ভুল যাহা করিয়াছি উপায় কি তার ॥ অবলা সরলা বুঝি করোনাক রাগ। নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর পরিত্যাগ ॥ শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী বিপ্র তবে কন। চাতুরী ছাড়িয়া তুমি এসো যে এখন ॥ ব্রাহ্মণের কথা শুনি লক্ষ্মী লজ্জা পায়। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধীর পদে লক্ষ্মী যায় ॥ তাহা হেরি নারায়ণ মনে দুঃখ পায়। রথ লৈয়ে বৈকুণ্ঠেতে গমন করয় ॥ লক্ষ্মামাতা থাকিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে। তাহার যে দুঃখ-দশা নাশিবার তরে ॥ লক্ষ্মীর দয়ায় বিপ্র অতি সুখী হয়। ধন ধান্য আদি করি বহু ধন পায় ॥ ধনবান হৈল বিপ্র সবে আনন্দিত। দাস দাসী হাতী ঘোড়া দুয়ারে পতিত। মনে মনে তবে বিপ্র বুঝিতে পারিল। ইহারে আনিয়া মোর এত সুখ হৈল ॥ লক্ষ্মীকে তবেত বিপ্র বহু যত্ন করে। প্রাণাধিক যত্ন করে ব্রাহ্মণী তাহারে ॥ সকলে মিলিয়া করে তাঁহার সেবন তাহা হেরি লক্ষ্মীমার প্রীত হয় মন ॥ প্রতিদিন রাঁধি-বাড়ি

সকলে খাওয়ায়। নিজ ভাগ ল'য়ে লক্ষ্মী বাগানেতে যায়॥ ছিল এক ডালিম গাছ ঐ বাগানেতে। পুঁতিতেন নিজ অন্ন তাহার তলেতে॥ এই ভাবে লক্ষ্মীমাতা রোজ রোজ করে। বাড়ীর কেহই তাহা জানিতে না পারে॥ সেই অন্ন রাশি হৈতে সুবর্ণ যে হয়। কিবা কব তার কথা গণনে না যায়॥ এইরূপে বার বর্ষ পূর্ণ হৈয়ে আসে। মনে মনে লক্ষ্মীমাতা আনন্দেতে ভাসে॥

একদিন কুম্ভযোগ তাহে দশহরা। গঙ্গাস্নান হেতু সবে চলিলেন ত্বরা॥ পূজা হেতু নানা দ্রব্য ফুল ফল লয়। ব্রাহ্মণী যাবার কালে লক্ষ্মীরে কহয়॥ চাতুরি করিয়া লক্ষ্মী ব্রাহ্মণীকে কন। দেহ ভাল নয় মোর না করিব স্নান॥ আমি যাহা কহি তোমা এক কর্ম্ম কর। যাহা দিই তাহা তুমি যতনেতে ধর॥ ইহা বলি পাঁচ কড়া কড়ি তারে দেয়। ব্রাহ্মণী যতন করি অঞ্চলে বান্ধয়॥ সবে মিলি গঙ্গাতীরে করিল গমন। ষোড়শোপচারে গঙ্গা করিল পূজন॥ সেইকালে লক্ষ্মী কথা মনেতে পড়িল। কিবা নিব কড়িতে তা ভাবিতে লাগিল॥ কোন কিছু কড়ি দিয়া কিনিতে না পায়। অগত্যা গঙ্গার জলে ফেলি তাহা দেয়॥ নিজ মূর্ত্তি ধরি গঙ্গা উঠে যে জলেতে। আগ্রহে লইল কড়ি লুফি নিজ হাতে॥ ব্রাহ্মণী দেখিয়া তাহা মানিল বিস্ময়। আমার ঘরেতে কন্যা সামান্য সে নয়॥ আপনি আসিয়া লক্ষ্মী রয়েছেন ঘরে। চিনিতে নারিনু মোরা সেই সে দেবীরে॥ ব্রাহ্মণী ডাকিয়া বলে কন্যা বধূ প্রতি। বিলম্ব না করি চল বাড়িতে ঝটিতি॥ বৈকুণ্ঠে বসিয়া তবে দেব নারায়ণ। দ্বাদশ বরষ পূর্ণ জানিল তখন॥ রথ লৈয়ে নারায়ণ অতি ত্বরা করি। উপনীত হন আসি ব্রাহ্মণের বাড়ী॥ হরি আগমন দেখি লক্ষ্মীঠাকুরাণী।

পড়সিগণেরে ডাকি কহিলেন তিনি ॥ আমি লক্ষ্মী বাঁধা ছিনু ব্রাহ্মণের ঘরে। এখনি করিব যাত্রা বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥ ব্রাহ্মণের কহিবে সবে করিয়া যতন। কারো সনে দ্বন্দ্ব যেন না করে কখন ॥ রুক্ষ মাথা ময়লা কাপড় কভু না পরিবে। সকালেতে ছড়া-ঝাঁট যতনেতে দিবে ॥ সন্ধ্যা হৈলে সন্ধ্যা দিবে জ্বালি ঘৃত-বাতি। বিশেষ করয়ে যেন আমার আরতি ॥ ইহাতেই সুখ তার নিশ্চয় থাকিবে। সকল অরিষ্ট কাটি ইষ্ট তার হবে ॥ আর কহি শুন সবে বিশেষ কথন। ডালিমের তলে পোঁতা আছে বহু ধন ॥ খনন করিয়া তাহা নিতে যে কহিবে। সেই ধনে ধনবান ব্রাহ্মণ হইবে ॥ ইহা ছাড়া মোর ঘট করি যে স্থাপন। করিবেক গুরুবারে আমার অর্চ্চন ॥ এতেক বলিয়া লক্ষ্মী গমন করিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আসি দেখিতে না পেল ॥ বলেন ব্রাহ্মণী কোথা লক্ষ্মীঠাকুরাণী। এসো মাগো হেরি তব শ্রীপদ দু'খানি ॥ এত কহি হায় হায় করয়ে সকলে। পেয়ে নিধি হারালাম বিপ্র তবে বলে ॥ সেইকালে গ্রামবাসী ছিল যত জন। ব্রাহ্মণের বাড়ী সবে করে আগমন ॥ সকলে বলিলা বৃথা কান্দি কিবা ফল। বলিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী শুন সে সকল ॥ রুক্ষ মাথা কালো বস্ত্রে কভু না থাকিবে। গৃহমধ্যে লক্ষ্মীঘট স্থাপনা করিবে ॥ প্রতি গুরুবারে তুমি পূজা কর তায়। তাহাতে নিশ্চয় তুমি পড়িবে না দায় ॥ আর এক বাক্য লক্ষ্মী বলিয়া যে গেছে। ডালিম তলেতে বহু ধন পোঁতা আছে ॥ খনন করিয়া তাহা করহ গ্রহণ। তাহাতে হইবে তব দুঃখ বিমোচন ॥ এত শুনি ব্রাহ্মণ আর দেরী নাহি করি। খুঁড়িতে ডালিম তলা যায় তাড়াতাড়ি ॥ কত যে পাইল ধন কে করে গণন। বাহকের মাথে ঘরে পাঠাল ব্রাহ্মণ ॥ উল্লাসে হইয়া মত্ত

তখনি ব্রাহ্মণী। গৃহমধ্যে লক্ষ্মীঘট পাতিলেন তিনি॥ সে হৈতে লক্ষ্মীদেবী রয় ব্রাহ্মণ ঘরে। লক্ষ্মীমার লীলা ইহা বুঝহ অন্তরে॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মর্ত্ত্যে রাজারাণী হয়। দেহ-অন্তে বৈকুণ্ঠেতে গমন করয়॥ চৈত্রমাস পালা এবে হৈল সমাপন। লক্ষ্মীর চরণে মতি রাখো সর্ব্বজন॥ বৈকুণ্ঠমাজির এক আশা আছে মনে। দেহ-অন্তে রাঙ্গা পদ দিও মা সন্তানে॥ কাতরে ডাকিছে যত ভারত সন্তান। সর্ব্বশক্তি দাও মাগো করহ কল্যাণ॥

ইতি চৈত্রমাসের ব্রতকথা সমাপ্ত।

॥ জগৎশেঠের পালা ॥

রতন পালঙ্কে বসি লক্ষ্মীনারায়ণ। আনন্দে মাতিয়া করে নানা আলাপন॥ কহিলেন নারায়ণ বল দেখি শুনি। ধরাধামে শ্রেষ্ঠ ভক্ত তব কেবা শুনি॥ ছলনা ত্যজিয়া প্রিয়া পুরাও বাসনা। তবে ত' হৃদয়ে পাবো অপার সান্ত্বনা॥ মৃদু হাসি কহে লক্ষ্মী শুন নারায়ণ। দিল্লী মাঝে আছে ভক্ত গুণেতে প্রধান॥ যজুশেঠ নাম তার শুদ্ধমন অতি। সদা দ্বিজে সেবা করে পরহিতে ব্রতী॥ নাহি কভু ভুলি করে কার কোন ক্ষতি। আমাতে অচলা ভক্তি তার হয় অতি॥ পত্নী তার পদ্মাবতী নামেতে কামিনী। পতিব্রতা সেই নারী সুস্থিরা রমণী॥ গুরুবারে লক্ষ্মীপূজা করে এক মনে। হইলেন গর্ভবতী প্রকৃতি নিয়মে॥ দশ মাস দশ দিনে প্রসব করিল। পূর্ণচন্দ্র সম পুত্র তাহাতে লভিল॥ ছয় মাসে মুখে অন্ন হইল যখন। জগৎশেঠ বলি নাম রাখে যে তখন॥ জগৎ করিল ধন্য কি বলিব আর।

পঞ্চবর্ষে হাতে খড়ি যত্ন দিল তার ॥ গুরুগৃহে পড়ে শিশু অতি শান্তমতি। নানা বিদ্যা শিখে শিশু করিয়া ভকতি ॥ হেরিয়া চরিত্র তার গুরুমহাশয়। হইলেন তার প্রতি তুষ্ট অতিশয় ॥ পুত্রসম ভাবি তারে স্নেহেতে পড়ান। চেষ্টায় হৈল জগৎ বিদ্যায় ধীমান্ ॥ জ্যোতিষাদি বিদ্যা যত সকলি শিখিল। গুরু পদধূলি লৈয়ে বিদায় লইল ॥ উপনীত হৈল আসি আপন আলয়। তারে হেরি পিতামাতা আনন্দ হৃদয় ॥ পিতামাতার শ্রীপদে প্রণাম করিল। দেখিয়া জননী তারে কোলে তুলে নিল ॥

এইরূপে থাকে শিশু আপন আবাসে। দিনে দিনে বিদ্যা তার সর্ব্বজনে ঘোষে ॥ তাহার বিদ্যার কথা শুনি দিল্লীশ্বর। পাঠাইলা এক দূত তাহার গোচর ॥ দূত আসি কহে কথা জগতের স্থানে। যাইতে হইবে তোমা রাজ বিদ্যমানে ॥ দূত মুখে শুনি শিশু এতেক বচন। দূতের সহিত তবে করিল গমন ॥ উপনীত হৈল আসি বাদশা বিদ্যমান। আভূমি হইয়া তাঁরে করিল প্রণাম ॥ ক্রমেতে বাদশা সঙ্গে হয় পরিচয়। দেখিয়া শিশুর প্রতি তাঁর দয়া হয় ॥ সদয় হইয়া বাদশা কহিল যে তায়। আজ হৈতে থাক বাছা আমার আলয় ॥ শুনি শিশু স্বীকার করিল সেইক্ষণে। বাদশা সভাতে থাকে আনন্দিত মনে ॥ শাস্ত্রালাপ করে যত পণ্ডিত সংহতি। দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল তায় মহীপতি ॥ বলে কিবা চাহ তুমি আমার সদন। যাহা চাবে তাহা পাবে কহিনু এখন ॥ জগৎ কহিল তবে বাদশা গোচর। ক্ষণকাল তরে মোরে দিন অবসর ॥ জনক-জননী মোর আছে বিদ্যমান। তাদের জিজ্ঞাসি পরে লব আসি দান ॥ বাদশা জগতে তবে অনুমতি দিল। জগৎ যে ত্বরা আসি বাড়ীতে পৌঁছিল ॥ জনক-জননী তার ছিল মুখ চেয়ে। পুত্রে হেরি উভে তবে আইল যে ধেয়ে ॥

ফল মিষ্ট আনি তারা জল খেতে দিল। দিল্লীর সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল॥ যোড় করে জগৎ মাতাপিতায় কয়। আসিয়া অন্য সময় বলিব সবায়॥ এখন এসেছি কিছু জানিবার তরে। কহ মাতা কহ পিতা উভে ত্বরা করে॥ বাদশা বলিলা মোরে হৈয়ে হৃষ্টমন। যাহা চাহ তাহা দিব না হবে খণ্ডন॥ কিবা দান লব আমি বাদশা গোচরে। সেই কথা বল মোরে উভে ত্বরা করে॥ মাতা তার পদ্মাবতী চতুরা কামিনী। চিন্তিয়া জগতে কহে সম্বোধিয়া বাণী॥ শুন পুত্র যদি ভিক্ষা দেন দিল্লীপতি। সত্যপাশে বদ্ধ করি কহিবে ভারতী॥ কোজাগরীঃ পূর্ণিমাতে রাজ্যের ভিতর। কেহ না জ্বালিবে বাতি তা সবার ঘর॥ লক্ষ্মীব্রতে ব্রতী ছিল সতী পদ্মাবতী। কহিল যে কথা তার কে জানে ভারতী॥ জননীর কথা শুনি জগৎ চলিল। ত্বরান্বিত হৈয়া পুনঃ দিল্লীতে পৌঁছিল॥ বাদশা কহিল জগৎ কি কহ এখন। বল কিবা দান লবে আমার সদন॥ শুনিয়া জগৎ কহে মিনতি করিয়া। যদি দান দেন মোরে প্রসন্ন হইয়া॥ যেইদিন কোজাগরী পূর্ণিমা হইবে। দিল্লীধামে বাতি কেহ জ্বালিতে নারিবে॥ জগৎ বাক্যেতে বাদশা সন্তুষ্ট হৈল। তখনি দূতেরে ডাকি সকল কহিল। কর সবে নগরেতে ঘোষণা প্রদান। কোজাগরী নিশা যেই দিনেতে প্রমাণ॥ কেহ না পারিবে বাতি জ্বালিতে সে দিনে। আমার হুকুম সবে মানিবে যতনে॥ ইহা শুনি দূতগণ ত্বরা করি যায়। নগর মধ্যেতে গিয়া ঢ্যাঁড়া যে পিটায়॥ কহিল সবার প্রতি এসব বচন। কোজাগরী পূর্ণিমা যে দিনেতে শোভন॥ কেহ না জ্বালিবে বাতি পূর্ণিমার দিনে। জ্বালিলে মরিবে সেই নিশ্চয় পরাণে॥ এত শুনি সব লোক চমকিত হৈল। কোন দিন কোজাগরী পঞ্জিকা দেখিল॥

কোজাগরী যেই দিন পেয়ে মনে ভয়। কেহ নাহি জ্বালে বাতি অন্ধকারে রয় ॥

এখানেতে পদ্মাবতী জগতের মাতা। লক্ষ্মীর পদেতে হয়ে ভক্তি-অনুব্রতা ॥ জ্বালিল ঘৃতের বাতি লক্ষ্মীর ভবনে। গলে বস্ত্র যোড় করে চিন্তে লক্ষ্মী মনে ॥ দ্বার আগুলিয়া সতী জাগি বসি রয়। একান্তে লক্ষ্মীর পদ হৃদয়ে চিন্তয় ॥ এবে মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীদেবী দিল দরশন। প্রতি গৃহে গৃহে তিনি করেন ভ্রমণ ॥ দেখিলেন সব গৃহ অন্ধকারময়। আলো মাত্র জ্বলিতেছে জগৎ আলয় ॥ দ্রুতগতি গিয়া তথা করেন প্রবেশ। দেখিলেন সিংহাসন সাজায়েছে বেশ ॥ হৃষ্টমনে লক্ষ্মীদেবী তথা দাণ্ডাইল। হেরিয়া বিশুদ্ধ গৃহ সন্তুষ্ট হইল ॥ ডাকিয়া তখন কয় পদ্মাবতী প্রতি। আজিকে তোমার গৃহ করিব বসতি ॥ দ্বার ছাড়ি দেহ পদ্মা আমার কারণ। বসিয়া তোমার গৃহে জুড়াই জীবন ॥ শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী পদ্মাবতী কয়। হেরিতেছি আজ মোর বড় ভাগ্যোদয় ॥ তেকারণে বৈকুণ্ঠ-আরাধ্য দেবী যিনি। আসিয়াছে মোর গৃহে স্বয়ং সেই তিনি ॥ দয়া করে যদি মোরে দিলে দরশন। তবে এক সত্য দেবী করহ পালন ॥ লক্ষ্মী কহে কিবা তব মনের বাসনা। কহ বাছা মোর কাছে তাহে নাহি মানা ॥ যাহা কবে তাহা আমি না করিব আন। কহি যে ত্রিসত্য আমি তব বিদ্যমান ॥ লক্ষ্মী বাক্যে পদ্মা তবে দ্বার ছাড়ি দিল। গলে বস্ত্র দিয়া মায়ে প্রণাম করিল ॥ লক্ষ্মী কহে শুন পদ্মা আমার বচন। মনোমত বর তুমি চাহ গো এখন ॥ শুনি পদ্মা কহে আমি এই বর চাই। যতদিন নাহি আসি আমি এই ঠাঁই ॥ ততদিন এই গৃহে থাকিবে আপনি। এই বর মম প্রতি দেহ নারায়ণী ॥ তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মী দিল

তাহে সায়। বিদায় লইয়া পদ্মা চলিল গঙ্গায়॥ সজ্ঞানে গঙ্গায় পদ্মা জীবন ত্যজিল। রথ আসি তারে লৈয়া বৈকুণ্ঠে চলিল॥ সত্যপাশে লক্ষ্মীমাতা আবদ্ধ রহিল। জগৎশেঠ গৃহ ছাড়ি যাইতে নারিল॥ জগৎশেঠের তুল্য কেবা হয় ধনবান। যার গৃহে সদা রহে লক্ষ্মী বিদ্যমান॥ জগৎশেঠ পরে সব শুনিতে পাইল। মাতৃহারা হৈয়ে সে যে কান্দিতে লাগিল॥ বলে মাতা এবে তুমি কি কাজ করিলে। আমার সৌভাগ্য হেতু নিজ প্রাণ দিলে॥ তব সম পুত্র স্নেহ দেখি নাহি কভু। কত সুখী হইয়াছি কান্দি আমি তবু॥ তোমারে কভু না আমি ভুলিতে পারিব। যত কাল মর্ত্তভূমে জীবিত রহিব॥ এইভাবে কতকাল শোকে দুঃখে যায়। প্রতি গুরুবার দেখি লক্ষ্মীরে পূজয়॥ পদ্মাবতী হৈতে পূজা জগতে যে হয়। ক্রমে ক্রমে সকলেতে লক্ষ্মীরে পূজয়॥ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা যেইজন করে। দেহ-অন্তে যায় চলি বৈকুণ্ঠ নগরে॥ সধবা শুনিলে হয় স্বামী পদে মতি। বিধবা শুনিলে হয় গোবিন্দে ভকতি॥ বৈকুণ্ঠ মাজি মাগে শ্রীচরণের ছায়া। করগো করুণাময়ি অধমেরে দয়া॥

ইতি জগৎশেঠের পালা সমাপ্ত।

॥ বিনন্দ রাখালের পালা ॥

নমঃ নমঃ লক্ষ্মীমাতা নমো নারায়ণী। সেবকে করহ দয়া সমুদ্র নন্দিনী ॥ তোমার দয়ায় মাগো আমি অভাজন। বিনন্দ রাখাল পালা করি যে কীর্ত্তন ॥ বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে। বাস করি থাকে সেই কুঁড়ের ভিতরে ॥ জল পাত্র বিহনেতে ভাণ্ডে জল খায়। শনি-পীড়া হৈল জেনো শ্রীবৎস রাজায় ॥ বার দিন পুত্র রাখি জনক মরিল। পুত্রে লৈয়া মাতা তার দুঃখ কষ্টে ছিল ॥ পৈতা বেচি জন খা'টি ভানাভানি কভু। অন্ন বলি অদ্যাবধি নাহি জানে তবু ॥ উপায় না দেখি মাতা বিনন্দে লইল। ত্বরা করি মাতা তার ভাই ঘরে গেল ॥ বিনন্দ যাইল তবে মাতুল আলয়। মাতা তার ধান্য ভানি খুঁদ যাহা পায় ॥ বাড়ী আনি মাতা তায় সিদ্ধ যে করয়। অতীব যতন করি তারে খেতে দেয় ॥ যাহা থাকে মাতা তার খায় যত্ন করি। এই ভাবে কাটে কাল লক্ষ্মী মাযে স্মরি ॥ বিনন্দ রাখাল যবে হইল সেয়ান। সেইকালে মাতৃ দুঃখে হয় তার জ্ঞান ॥ মনে মনে বহু চিন্তা করিতে লাগিল। বহু ভাবি মালাকার গৃহে চলি গেল ॥ আপন দুঃখের কথা মালাকারে কয়। দুঃখ হেরি তারে গরু চরাতে যে দেয় ॥ অর্দ্ধ কঁচা খুদ পায় কড়ি একপণ। তথাপি না হৈল তার দুঃখের মোচন ॥

বৈকুণ্ঠে বসিয়া দোঁহে লক্ষ্মীনারায়ণ। সেইকালে নারায়ণে লক্ষ্মী কিছু ক'ন ॥ আশ্বিনমাসের শেষে সংক্রান্তি দিনেতে। যেতে হবে শুন প্রভু আমায় মর্ত্ত্যেতে ॥ ধরা মাঝে যত নারী মোরে সাধ দিবে। সে কারণে সংক্রান্তিতে যাইতে হইবে ॥

লক্ষীপতি কহে তবে লক্ষীরে তখন। কিবা দ্রব্য দিয়া সাধ দিবে নারীগণ॥ নারায়ণ-বাক্য শুনি লক্ষীঠাকুরাণী। মৃদু হাসি বলে কিছু সংক্ষেপেতে বাণী॥ কাঁচা হলুদ নিমপাতা মানকচু আর। এই সব দ্রব্য দিবে নারী আর নর॥ তাই বলি ওহে প্রভু থাকি কি প্রকারে। যেতে হবে শীঘ্রগতি ধরণী মাঝারে॥ অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ মরতে থাকিব। অতঃপর পুনঃ আাস বৈকুণ্ঠে মিলিব॥ ম-ব পের আশা মেয়ে করে অনুক্ষণ। আশীষ করিতে যাব ও মর্ত্ত্য ভুবন॥ এতেক কহিল যদি লক্ষীঠাকুরাণী। অনুমতি দিলা তবে প্রভু যে আপনি॥ বিদায় লইয়া তবে কিঙ্করীর সনে। অবনীতে এলো বর দিতে ভক্তগণে॥ অবনীতে এলো লক্ষী নরে দয়া করি। একবার সর্ব্বলোকে বল হরি হরি॥ এই গীত যেই শুনে প্রতি গুরুবারে। ধনে পুত্রে বাড়ে তার লক্ষীমার বরে॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে গায় লক্ষীর চরিত্র। ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দেন গীত॥

অবধানে শুন নর, নিবেদি তাহার পর, পরম পবিত্র হয়ে মনে। বিরাট দেশের রাজা, প্রথমে করিতে পূজা, ইচ্ছিলেন নিজ মনে মনে॥ শুক্রবারে হয় অষ্টমী, তাহে শুক্লা তিথি জান, অতাব ভকতি সহকারে। শুভক্ষণে শুভলগ্নে, লৈয়ে রাজা প্রজাগণে, করিল পূজন লক্ষীমারে॥ রাজার পূজার পর, প্রজাগণ পূজা করে, শঙ্খ হুলু বাদ্য-আদি করি। সবে মিলি প্রজাগণ, আনন্দেতে নিমগণ, মনো-সুখে বলে হরি হরি॥ গলে বস্ত্র কৃতাঞ্জলি, দেয় মায়ে পুষ্পাঞ্জলি, আনন্দের নাহি পরিসীমা। ফিরে মাতা ঘরে ঘরে, পূজাদি লইবার তরে, কি কহিব তাহার মহিমা॥

একে একে প্রতি ঘরে, পূজা পেয়ে তদন্তরে, ভক্তপ্রতি করিতে কল্যাণ। পথে লক্ষ্মীদেবী যায়, বিনন্দে দেখিতে পায়, দুঃখ হেরি যান সন্নিধান॥ কহে লক্ষ্মী বিনন্দেরে, শুন বাছা বলি তোরে, কেন তুই এত কষ্ট পাস। আমার বচন ধর, লক্ষ্মীমার পূজা কর, ব্রতী হয়ে থাক উপবাস॥ বৈকুণ্ঠ কহেন মাতা, তুমি গো সমুদ্র সুতা, চরণেতে করোনা বঞ্চিত সাধ্য আছে যাহা মোর, লিখি আমি গুণ তোর, যাহা জানি কহি যে কিঞ্চিৎ॥



লক্ষ্মীর শুনিয়া কথা বিনন্দ তখন। করযোড় করি তবে করে নিবেদন॥ কেমন সে লক্ষ্মীমাতা দেহ পরিচয়। কাহার করিব পূজা বল মা আমায়॥ কিবা বর দিবে তিনি কেমন প্রকার। কখন নাহিক পূজা জন্ম জন্মান্তর॥ দয়া করি কহ মাতঃ জান যদি তুমি। নিশ্চয় পূজিব তবে লক্ষ্মীমায় আমি॥ চাষবাস ক্ষেত্রকর্ম্ম না জানি কখন। রেঁধেছে কুঁড়ার জাউ দুসন্ধ্যা ভোজন॥ দুঃখ কষ্টে মাতা পুত্রে দিন চলি যায়। কেমনে তরিব দুঃখ বল মা আমায়॥ লক্ষ্মী কহে দুঃখ শুনে

দয়া বাড়ে চিতে। আছে মম বাঞ্ছা তোরে ইন্দ্রপদ দিতে॥ লক্ষ্মীপূজা কর বাছা প্রতি গুরুবারে। কালি পাবে রাজ্য-পাট লক্ষ্মীমার বরে॥ ধন ধান্য বৃদ্ধি হবে বাড়িবে বিস্তর। জগতে থাকিবে যশ তব নিরন্তর॥ বিনন্দ রাখাল বলে শুন ওগো মাতা। রাজ্যপাট নাহি চাহি থাকি যথা তথা॥ দুবেলা দুসন্ধ্যা যেন উদর পুরিয়া। অন্ন খেতে পাই আমি গৃহেতে যাইয়া॥ লক্ষ্মী বলে রাজ্যপাট তোরে আমি দিব। ধন ধান্য আদি দিয়া সুখেতে রাখিব॥ বিনন্দ রাখাল বলে বর মাগি আমি। দারিদ্র খণ্ডাহ মোর দয়া করে তুমি॥ করিব তোমার পূজা প্রতি গুরুবারে। নবাৎ সরস চিনি আনি ভারে ভারে॥ লক্ষ্মী কহে ওরে বাছা আজ গুরুবার। পূজা করি মাগি লহ মনোমত বর॥ এত বলি বিনন্দ বসিয়া সেইখানে। করিল লক্ষ্মীর পূজা অতীব যতনে॥ বর দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া হন অন্তর্দ্ধান। লক্ষ্মীর চরিত্র গীত কবিবর গান॥

অবসান হৈল বেলা অস্ত গেল ভানু। চলিল বিনন্দ ঘরে চরাইয়া ধেনু॥ গৃহীদের গরু দিল প্রতি ঘরে ঘরে। বিনন্দ রাখাল চলে বাড়ী তার পরে॥ বাড়ীতে আসিয়া শীঘ্র হাত পা ধুইয়া। খাইতে বসিল সেই আনন্দিত হৈয়া॥ সেই দিন রেঁধেছে মা সরু চালের ভাত। ঝালে ঝোলে ব্যঞ্জন রেঁধেছে গোটা সাত॥ মাতা পুত্রে ভোজন করিল সেই রাতি। জানিল লক্ষ্মীর দয়া হৈল আমা প্রতি॥ তারপর উভয়েতে শয়ন করিল। সকালে উঠিয়া পুনঃ গরু লয়ে গেল॥ আশ্চর্য্য হৈয়া সেদিন বিনন্দ নেহারে। যুগান্তর ঝড় বৃষ্টি মাথার উপরে॥ গরু বৎস কোথা গেল লক্ষ্মীর মায়ায়। সিংহলে শ্রীমন্ত যেন ঠেকিলেন দায়॥ কপট করিল লক্ষ্মী বিঙ্করীর বোলে।

বড় বড় বৃক্ষলতা যায় ভেসে জলে॥ তাহা হেরি বিনন্দের মনে ভয় হৈল। বিপাকে পড়িয়া মায় ডাকিতে লাগিল॥ ডাকা মাত্র লক্ষ্মী আসি তারে কোলে নিল। এ সঙ্কটে হেন তারে উদ্ধার করিল॥ মিছা হৈল ঝড় বৃষ্টি মিছা হৈল কাল। লক্ষ্মীমাতা বলে শুন বিনন্দ রাখাল॥ তোমা মন বুঝিবারে করিলাম আমি। যথার্থ ভকত কিনা দেখিলাম তুমি॥ চিরকাল দুঃখ পেলে চরায়ে গোধন। মম বাক্য এবে তুমি করহ শ্রবণ॥ চাকুরি করিলে কভু দুঃখ নাহি যায়। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী জানিবে নিশ্চয়॥ সর্ব্বলোকে কয় কৃষিধর্ম্ম অর্দ্ধ তার। চাষের সমান বাছা কিছু নাহি আর॥ তাই বলি বাছা তুমি কৃষিকর্ম্ম ধর। উহাতে পাইলে তঙ্কা বাণিজ্য যে কর॥ ঘৃত অন্ন ভোজন করিবে বার মাস। অভাগা কপাল যার নাই চাষ বাস॥ ইহা হৈতে হবে তুমি নিশ্চয় যে রাজা। থাকিবে না কোন কষ্ট কুলে দিবে ধ্বজা॥ লক্ষ্মী কহে শুন বাছা এই কথা সার। এবে ধর কৃষি কর্ম্ম ভাবনা কি আর॥ এই গীত যেই শুনে প্রতি গুরুবারে। ধনে পুত্রে সুখে থাকে লক্ষ্মীমার বরে॥ কবিবর গায় গীত লক্ষ্মীর চরিত্র। ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দেন গীত॥

বিনন্দ রাখাল বলে শুন ওগো মাতা। অসাধ্য যে কৃষিকর্ম্ম অসম্ভব কথা॥ কোথা পাব বীজ ধান কোথা পাব গরু। আমার পক্ষেতে চাষ অতীব যে গুরু॥ লক্ষ্মী বলেন বাছা মোর বাক্য যে ধর। দিব আমি বীজ ধান নাহি ডর কর॥ এত বলি বীজ ধান আড়াই হালা লৈয়ে। বিনন্দের হাতে দিল হরষিত হৈয়ে॥ লক্ষ্মী বলে এই বীজ যেখানে সেখানে। ছড়াইয়া দিয়া এসো আমার বচনে॥ কার্ত্তিকের বৃহস্পতি অ.জ্ঞ

দিন ভাল। শ্মশান ভাগাড় আছে মরা নদী খাল॥ একে একে বুনে এসো এই বীজ ধান। লক্ষগুণ পাবে ইথে নাহি কর আন॥

প্রণমি বিনন্দ তবে লক্ষ্মীর চরণে। ঈশানে ছড়ায় বীজ ব্যাপ্ত সর্ব্বঙ্গনে॥ ক্রমে ক্রমে ছড়ায় সে গো-ভাগাড়ে বিলে। বন কাটি বিঘা বিশ ছড়াল জঙ্গলে॥ এততেও রহে সেই দুই হ'লা ধান। লক্ষ্মীমার ধান ইহা না হয় ফুরাণ॥ পতিত জমি যে আর নাই কোন খানে। ছড়াল পর্ব্বতে ধান লক্ষ্মীর বচনে॥ ভক্তের অধীনা দেবী ভক্তে বাড়াইতে। সেই বীজ লইয়া ছড়ায় শ্রীক্ষেত্রেতে॥ আজিও সেথায় দেখো নিত্য ধান হয়। ক্ষেত্রবাসী যত সব লক্ষ্মীজলা কয়॥ সেবকের তরে লক্ষ্মী সর্ব্ব কর্ম্ম করে। প্রসাদ রাখিল লক্ষ্মী ক্ষেত্রের ভিতরে॥ চারি মাসে চাষ বুনা চারি দণ্ডে হৈল। বদনেতে সকলেতে হরি হরি বল॥ চাষ করা আশীর্ব্বাদ কৈলা ভগবতী। কিছু হৈল হীরা পলা কিছু হৈল মতি॥ বিনন্দ রাখালে লক্ষ্মী করিল কল্যাণ। আড়াই দিনের পর কেটে আনে ধান॥ বিনন্দ রাখাল বলে এই চিন্তা বড়। দেখা দিয়া আমা প্রতি পাছে দয়া ছড়॥ গৃহীদের গরু দিল প্রতি ঘরে ঘরে। বিনন্দ রাখাল গেল তার পর ঘরে॥ মায়ে পোয়ে খায় দেখ লয়ে ঝালে ঝোলে। লক্ষ্মীর করুণা হৈলে এইরূপে মিলে॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম যার মনে রয়। ধনে পুত্রে বাড়ে তার লক্ষ্মীমায় কয়॥ বৈকুণ্ঠ মাজি মাগে ও চরণের ছায়া। করগো করুণাময়ি অধমেরে দয়া॥

অবধানে শুন নর, নিবেদি তাহার পর, বিনন্দ রাখাল ভাগ্যবান। গোঠে মাঠে ভাগাড়েতে, কেবল লক্ষ্মী বরেতে,

পর্ব্বত পাহাড়ে পাকে ধান ॥ আড়াই দিবসে ধান, ময়ূরলতা মতিমান, শ্বেত পীত নানা বর্ণ হয়। গন্ধতুলসী গয়াবলি, মুক্তগিরি অঙ্গুকলি, মাথা তুলে উঠে শীষ তায় ॥ কলামচা কালিকয়া, দেখিল লক্ষ্মীর মায়া, কুণ্ডরি কলমিলতা ধান। লক্ষ্মীকলা নীলাবতী, কনকচূর গবাসুদি, বৃষালিয়া কি কব বাখান ॥ রাখালিয়া ভাগ্যবান, পেকেছে বহুৎ ধান, গোঠে মাঠে মরাই বাঁধয়। আর পাকে নানা জাতি, কৃষ্ণা হীরা সে মালতী, মুকুতা গাঁথনি শীষ প্রায় ॥ চেয়ে পেতে গাড়ী আনে, ধান চাপায়ে টানে, ধান আনি বাড়ী মধ্যে পুরে। শক্তিময়ীর পেয়ে শক্তি, বাড়য়ে তাহার শক্তি, আপনিই কিছু কাজ সারে ॥ তারপর দুঃখ মনে, ভাবয়ে আপন মনে, কিবা হৈল কিছু ত' বুঝি না। মোর শক্তি কোথা গেল, আমার একি হইল, বুঝি না এ কেমন ছলনা ॥ না দেখি উপায় তার, বিলম্ব না সয় আর, আনি ডাকি যত কৃষাণগণে। তারা আসি কাস্তে হাতে, কাটুক ধান্য যে তাতে, সার এই ভাবে মনে মনে ॥ তাহা দেখি লক্ষ্মী মাতা, করিল করুণা তথা, কৃপাময়ি বিষ্ণুর বনিতা। লক্ষ্মীমা করিয়া ধ্যান, বৈকুণ্ঠে যে গীত গান, নায়কে সদয় হও মাতা ॥

বিনন্দ রাখাল গেল গোশুড়ার বিলে। ভুবন মোহন ধান্য দেখে সেইকালে ॥ মুকুতা মাণিক্য কত হীরা নীলাবতী। ভূমিষ্ট হইয়া ক্ষেত্রে করিছে প্রণতি ॥ লক্ষ্মীপদ স্মরি সে যে করিল গমন। কৃষাণের বাড়ী গিয়া দিল দরশন ॥ দ্বিগুণ দাম যে দিব দুয়ারে আসিয়া। দয়া করি গোটা দশ জন দেহ ভায়া ॥ ধরণীতে কর্ম্ম কর ধান্য কাটি দেহ। সকলেতে তোমরা নগদ দাম লহ ॥ কৃষাণেরা বলে ভেড়ে বিপরীত বলে। বাপের জন্মেতে চাষ নাই কোন কালে ॥ কেহ বলে

কোথা ধান্য বুনেছিলে কবে। কামাই করালে সবে তঙ্কা দিতে হবে॥ বিনন্দ রাখাল বলে বিলক্ষণ বল। বিড়া মাড়ি সকলেতে দাম নিবে চল॥ কৃষাণ সকল গেল বিনন্দের বোলে ভুবন মোহন ধান্য দেখে সেইকালে॥ ডাইন বর্ত্তের ক্ষেত্রে দেখাল দক্ষিণে। কাটিতে লাগিল ধান্য ঈশানের কোণে॥ ধান্য দেখি ধন্য ধন্য করে সবে তথা। কেহ বলে কবে ধান্য বুনেছিলে হেথা॥ গায় গায় বিড়াগুলি রাখিতে না পারি। রাখালিয়া হয় দেখো রত্ন অধিকারী॥ কেহ বলে ধান্য কার কপালেতে ফলে। লক্ষ্মীর করুণা হৈলে কিবা নাহি মিলে॥ বিনন্দ রাখাল যায় আপনার বাড়ী। মাকে বলে মণ দশ ভাজ চিড়া মুড়ি॥ খামার করিল বিড়া তুলিবার তরে। ছড়া ঝাঁট খামারে দিল যত্ন করে॥ অতি বুড়া হয় সেই বিনন্দের মাতা। তিনকাল হৈল পূর্ণ পাড়ি ছেড়া কাঁথা॥

বিনন্দ রাখাল পুনঃ বাগানেতে গেল। তথায় সম্পূর্ণ কার্য্য দেখিতে পাইল॥ তবে সে কৃষাণ মাথে ধান্য তুলি দেয়। নিজেও অধিক কিছু গাড়ীপরি লয়॥ এইরূপে ধান্য লয়ে বাড়ীতে আইল। মরাই বান্ধিয়া সবে ধান্য তুলে দিল॥ খাটিয়াছিল যে যতেক কৃষাণগণ। যতনে সবারে দিল প্রচুর ভক্ষণ॥ পরেতে চলিল যত কৃষাণগণ। পথি মাঝে বৃক্ষ-তলে বসে যে তখন॥ কূট বুদ্ধি হয় তারা অতীব যে দুষ্ট। পরের দেখিতে নারে কখনই ইষ্ট॥

আপনা আপনি চাহি পরস্পরে কয়। ছিল যে গরীব বেটা বড়লোক হয়॥ বনভূমি ছিল যত সকলি ভাঙ্গিল। এক কড়া কড়ি নাহি রাজারে সে দিল॥ যা হোক্ বিহিত এর করিতে হইবে। চল যাই দরবারে বলি মোরা সবে॥ এত

কহি সকলেতে রাজবাড়ী গেল। পূর্ব্বকার সব কথা রাজাকে কহিল॥ রাজা বলে এই কিবা অন্যায় তাহার। বান্ধিয়া আনহ তারে করি ধুন্ধমার॥ ধান্য সব খামারেতে রাখহ তুলিয়া। পিঠে বেত মারি পরে দেহ তাড়াইয়া॥ এতেক কহিল যদি রাজা যে তখন। পাইক পেয়াদা আদি আসে সর্ব্বজন॥ কৃষাণ সকলে তারা সঙ্গেতে চলিল। কিছুদূর থাকি তারা বাড়ী দেখাইল॥ বিনন্দ কুড়েতে তবে পেয়াদারগণ মার মার বলি সবে প্রবেশে তখন॥ বিনন্দ নেহারি সবে ভয় যে পাইল। কিবা হেতু আগমন জিজ্ঞাসা করিল॥ রুষিয়া আসিল যত রাজ-পেয়াদাগণ। গলে ধরি সকলেতে করিল বন্ধন॥ বাহান্ন বটি ধান্য ছিল বিংশতি খামার। লুটিয়া লইল সব রাজার সরকার॥ গাড়ী যুটে বলদেতে বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সব খালি যে করিল॥ এইরূপে লুটে পুটে যত পেয়াদাগণ। বিনন্দেরে লৈয়া সবে করিল গমন॥ রাজদরবারে তারে হাজির করিল। বিনন্দে দেখিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিল॥ রোষভরে মহারাজ কটু বাক্য কয়। পিঠে বেত মারি তারে তাড়াইয়া দেয়॥ অতীব কাতর হয়ে বাড়ীতে আসিল। দু'নয়নে জল তার ঝরিতে লাগিল॥ হেরিয়া মাতার তার বুক ফেটে যায়। পুত্রে কোলে লৈয়া বুড়ি রোদন করয়॥ দুঃখ ক্রোধ ভুলি বুড়ি বলয়ে তখন। বৃথা আর কেন পূজি লক্ষ্মীর চরণ॥ মায়ে পোয়ে বসি আছে মলিন বদনে। হা কৃষ্ণ বলিয়া ডাকে সুদামা ব্রাহ্মণে॥ ভকত অধীনা মাতা ভক্তে বড় দয়া। দেখিয়া বিনন্দ কষ্ট আইলেন ত্বরা॥ ভকতে লইয়া কোলে বলেন বচন। কেন ওরে বাছা তুমি করিছ ক্রন্দন॥ আজি হৈতে মাতা-পুত্রের যাবে যে দুঃখ। হবে তব নানা সুখ

দেখাব কৌতুক ॥ আনিয়াছি গোটাকত ধান্যের যে নাড়া। এই নাড়া লৈয়া সবে কর তোরা মাড়া ॥ আমার বরেতে হৈবে ধান্য অপ্রমিত। হবে তব ইন্দ্রসুখ দুঃখ তিরোহিত ॥ মরাই করিয়া রাখ ধান্য সমুদয়। চুরি ডকা নাহি হবে করোনাকো ভয়। ওই ধান্য অফুরান হৈবে চারি যুগে। সাধ্য কার কে লুটিবে মোর অনুযোগে। ধান্য নিল তব রাজা মদমত্ত হৈয়া। দুহিতা করাব দান গলে বস্ত্র দিয়া ॥ জ্বলন্ত অগ্নিতে হাত দিয়াছে যেমন। সেই মত পাবে শাস্তি বুঝিবে তখন ॥ এ রাজ্যের রাজা আমি তোমায় করিব। তবে লক্ষ্মীমাতা নাম জগতে রাখিব ॥ যাহা হৈছে ভাল তাহা কষ্ট নাহি কর যাহা করি দেখে যাও মোর বাক্য ধর ॥ লক্ষ্মীর বচনে উভে হয়ে আনন্দিত। কবিবর সুখে গায় লক্ষ্মীর চরিত্র ॥

বিনন্দ বলিল মাগো ভাগ্যহীন আমি। হেমছত্র মোরে দিবে কেমনেতে তুমি ॥ বাসনা আমার কিছু নাহি আছে আর। এই মাত্র পদতরি মনে ভাবি সার ॥ দেখিয়া সেবক মোরে করিলে কল্যাণ। মম গৃহে থাক মাতা হৈয়ে অধিষ্ঠান ॥ লক্ষ্মী কহে সত্য যাহা অবশ্য পাইবে। পরকালে বৈকুণ্ঠেতে তব স্থান হবে ॥ এবে আমি যাহা কহি শুন দিয়া মন। এই সব ধান তোল মরায়ে এখন ॥ বিনন্দ বলিল মাতা মরাই কোথা পাব। ছিল যাহা ভাঙ্গিয়া নিয়াছে পেয়াদা সব ॥ লক্ষ্মী বলে বাছা তুমি আগে বান্ধ মাচা। তাহার উপরি তোল বড় বড় কচা ॥ বিনন্দ বলিল মাতা তঙ্কা কোথা পাব। যাহা দিয়া আমি দড়ি কিনিয়া আনিব ॥ লক্ষ্মী বলে কেন তুমি ভাব এত বাছা। হের গৃহে দড়ি তব আছে দুই গাছা ॥ উহার দ্বারায় তুমি মাচা আগে কর।

বিচালির বেড় করি ধান্য তাহে ভর॥ এতেক শুনিয়া দড়ি বাহির করিল। যেমন ঘর তেমনি মাচা বিনন্দ বান্ধিল॥ লক্ষ্মীর মরাই হৈল লক্ষ্মার ভাণ্ডার। কার্ত্তিকের দ্বাদশী তিথি আজ গুরুবার॥ গণিয়া দিলেন লক্ষ্মী গোধূলির কালে। মায়ে পোয়ে মাড়ি ধান্য মরায়েতে তোলে॥ রাখালিয়া আনি দেয় লক্ষ্মী তোলে ধান। চারি যুগে চারি কোণে হবে অফুরান॥ ঘরে ধান্য বাহিরে ধান্য ধরে নাহি আর। বিনন্দ নিশক্তি হৈল লক্ষ্মী বান্ধে সার॥ সোনা রূপা আদি বান্ধে অতি ত্বরা করে। ধরণীতে নাহি ধরে ধনে গেল পুরে॥ ডাঙ্গা হৈল গভীর গভীর হৈল উঁচা। রাখালের ঘর হৈল সুবর্ণের মাচা॥ বিনন্দ রাখাল বলে ওগো লক্ষ্মীমাতা। বাহিরের ধান্য-গুলি রাখি বল কোথা॥ লক্ষ্মী বলে ওরে বাছা বসে থাক তুমি। গুরুবার পরদিন বেচে দেব আমি॥ যে জন লক্ষ্মীরে চিনে লক্ষ্মী চিনে তারে। কোন চিন্তা নাহি থাকে যুগ যুগান্তরে॥ লক্ষ্মী বলে বাছা তুমি করহ গমন। একা থাকি কিছু আমি করিব চিন্তন॥ এতেক শুনিয়া সে যে গমন করিল। নিভৃত নির্জ্জনে লক্ষ্মী কুবেরে ডাকিল॥ ডাকামাত্র সে কুবের উপনীত হয়। লক্ষ্মীপদে প্রণমিয়া দাণ্ডাইয়া রয়॥ লক্ষ্মী বলে ওগো কুবের বলি যে বচন। বেপারিয়া লৈয়ে তুমি কর আগমন॥ এতেক শুনিয়া কুবের গমন করিল। যত সব বেপারিয়া সঙ্গেতে আনিল॥ যাহার যেমন ধন সে তেমন চায়। কবিবর মাগে লক্ষ্মী দেহ পরিচয়॥

লক্ষ্মীমার কথামত কুবের তখন। বেপারিয়া সহ আসি দিল দরশন॥ শকট বলদ সঙ্গে লইয়া বেপারী। ধান্য কিনিবারে সবে করে তাড়াতাড়ি॥ ক্রমে ক্রমে আসে লোক কিনিতে

যে ধান্য। আইল কত যে তারা নাহি হয় গণ্য ॥ বেপারী সকলে বলে বিনন্দ গুণমণি। ধান্য কিছু দিতে হবে লোকমুখে শুনি ॥ বলিলা কুবের ধান্য চাই মোর বেশী। লক্ষ্মী কহে তাই দিব তঙ্কা দাও রাশি। সোনাগুলা সাত রতি রূপা মাষা দরে। করিয়া ওজন লক্ষ্মী দিল তার পরে ॥ বিনন্দ রাখাল বেচে বাহিরের ধান। যত বেচে তত বাড়ে হৈল অফুরাণ ॥ হন্দ হৈল সে কুবের হাত দিল কাণে। আমা হৈতে রাখালিয়া বাড়িল যে ধনে ॥ সেইদিন বেচিলেক দশ কোটী তঙ্কা। কত লোক কিনে তাহা নাহি লেখা জোখা ॥ খরিদ করিয়া সব যায় সন্ধ্যাকালে। বায়না করিয়া কত বেপারিয়া চলে ॥ যত বেচে তত বাড়ে লক্ষ্মীমার বরে। নিরূপণ কি করিব লক্ষ্মী যার ঘরে ॥ এইমত অতঃপর বেচা কেনা হয়। ইন্দ্র হৈতে অধিক হইল মহাশয় ॥ আড়াই হালা ধান্যের শস্য নাহি ধরে ক্ষিতি। লক্ষ্মীমার কীর্ত্তি দেখি কাঁপে বসুমতী ॥

বিনন্দ বলিল ওগো লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। আড়াই হালা ধান্য মূল্য এত নাহি জানি ॥ তঙ্কায় বোঝাই এবে হইল যে ঘর। কোথা রাখি বল এবে অল্প পরিসর ॥ লক্ষ্মী বলে ওরে বাছা কেন ভাব তুমি। সুবর্ণের পুরী তোমা গড়ে দিব আমি ॥ এত বলি বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ। ক্ষণমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা দিল দরশন ॥ বিশ্বকর্ম্মা বলে মাতা বল কি কারণ। আমারে করিছ মাতা তুমি যে স্মরণ ॥ লক্ষ্মী বলিল বিশাই তুমি ভাগ্যধর। দ্বাপরে গঠিয়াছিলে দ্বারকানগর ॥ এবে যাহা কহি তুমি শুনহ আদেশ। রত্নময় পুরী এক করি দেহ বেশ ॥ লক্ষ্মীবাক্য শুনি বিশ্ব করি তড়বড়ি ॥ গঠিল সেখানে এক রত্নময় পুরী ॥ রত্নের

প্রাচীর গড়ে রত্নময় ঘর। ঈশানে তুলিল লক্ষ্মী পূজার বাসর॥ সোনার কলস তাহে পতাকা চামর। দশ অবতার লিখে দেউল উপর॥ রাখালের ঘর হৈল স্বুবর্ণের পুরী। বিশ্বকর্ম্মে বিদায় কৈল লক্ষ্মী যে সুন্দরী॥ বিনন্দ রাখাল ছিল দুঃখিত অন্তরে। এবে দেখ কত শত নফর তার ঘরে॥ হয় হস্তী শত শত পড়িয়া দুয়ারে। কর্ণের সমান দাতা হৈল লক্ষ্মী বরে॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে মাগে চরণের ছায়া। করগো করুণাময়ি অধমেরে দয়া॥

অবধানে শুন নর, নিবেদি তাহার পর, বিনন্দ রাখাল ভাগ্যবান। পূজিয়া লক্ষ্মীর ঘটে, বসিলা স্বুবর্ণ খাটে, ঘোড়া দোলা রূপার সমান॥ হনুমানে দিয়া পান, লক্ষ্মী কৈল সম্প্রদান, বলে বাছা পবন নন্দন। বিরাট ভূপতি তেজা, বড়ুই অধর্ম্মি রাজা, বয়ে আন তার যত ধন॥ গোচর ভাগাড়ে চাষ, আমি কৈনু অভিলাষ, ভূপতি লুটিয়া নিল হাটে। ইহারে করিতে শাস্তি, যাহ বাছা শীঘ্রগতি, বিনন্দে বসাব রাজপাটে॥ আজ্ঞা দিলা লক্ষ্মীদেবী, যেন প্রভাতের রবি, হনুমান করিয়া গর্জ্জন। শতেক যোজন লম্ফ, দিয়া যায় করি দম্ভ, বৈয়া আনে ভাণ্ডারের ধন॥ হীরা নীলা মতি পলা, আর যে ধান্যের গোলা, সোনা রূপা শতেক ভাণ্ডার। শূন্য সকল হইল, খুদ মাত্র না রহিল, বৈয়া আনে পবন কুমার॥ বসন ভূষণ গায়, রত্নাসনে নিদ্রা যায়, রাজা রাণী হইয়া মোহিত। বিষম লক্ষ্মীর হাটে, হনুমান বীর লুটে, কাল নিদ্রায় হইল নিদ্রিত॥ রাজা রাণী নিদ্রাগত, পুরোন বসন যত, পরাইয়া ফেলায় ধূলায়। শনিগ্রহ দিল পীড়া, সেই হৈতে লক্ষ্মীছাড়া, শ্রীবৎস চিন্তার দুঃখ প্রায়॥ সেই

হৈতে এই রাজা, পায় দেখ মহা সাজা, নাহি পায় খাইতে পরিতে। যায় সেই নানা দেশে, পায় দুঃখ অবশেষে, রহে সদা মনের কষ্টেতে ॥

বহিল সকল ধন হনুমান বীর। হইল রাজার ঘর হাটের মন্দির ॥ বিদায় করিল লক্ষ্মী হনুমান বীরে। রাজার বিপদ কিছু শুন তার পরে ॥ পোতা ছিল যত ধন সেই গুপ্তভাবে। মাটি ক টি সেই ধন দেখা দিল এবে ॥ গুপ্তধন উঠিলে দেখিল আচম্বিতে। অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি উঠিল মহীতে ॥ পড়িল রাজার গৃহ ভাঙ্গিল প্রাচীর। অন্ন বিনা রাজা রাণী ক্ষুধায় অস্থির ॥ করঙ্গ কৌপিন হৈল কোটীর সম্বল। দেশে দেশে ভিক্ষা মাগে চলিতে দুর্ব্বল ॥ ইন্দ্র হৈয়া এই দশা ঈশ্বরের বরে। দ্বাদশ বছর রাজ দুঃখ ভোগ করে ॥ সতত কুঁড়ার জাউ দুষ্কর্ম্মা ভোজন। অন্ন বলে অদ্যাবধি না মিলে কখন ॥ প্রতিদিন ভিক্ষা মাগে পূর্ণ হৈল দশা। অন্ন চিন্তা বার বর্ষ জীবনে কি আশা ॥ একদিন রাজা তবে রাণী প্রতি কয়। শুনেছি বিনন্দরাজ অতিথি সেবয় ॥ চল দোঁহে আজি মোরা সেইখানে যাই। ক্ষুধায় কাতর আজি অন্ন যদি পাই ॥ এত বলি রাজা রাণী করিল গমন। বিনন্দের বাটী গিয়া দিল দরশন ॥ বাহিরে বসিল উভে বড়ই দুর্ব্বল। অন্ন বস্ত্র বিবর্জিত বদন চঞ্চল ॥ ক্ষুধায় কাতর উভে বাক্য নাহি সরে। দুই চারি ডাক্ দিয়া ক্লান্ত হৈয়া পড়ে ॥ বসিতে না পারি উভে শুইল তথায়। তাহা হেরি লক্ষ্মীদেবী হইল সদয় ॥ হাসিয়া হাসিয়া লক্ষ্মী দিলেন উত্তর। কি কর্ম্ম করিছ এবে ভাব এর পর ॥ বিনন্দ রাখাল মোর বরপুত্র বাড়া। নিন্দা করি রাজা তুমি হৈলা লক্ষ্মীছাড়া ॥ পরিচয় পেয়ে রাজা পড়িল চরণে। তোমার সেবক বলি জানিব

কেমনে॥ সর্ব্ব দোষ ক্ষমা কর দেহ পদছায়া। ভুমিত করুণাময়ি মোরে কর দয়া॥ ভক্তের অধীনা হয় সকল দেবতা। স্তুতিমাত্র লক্ষ্মী তুষ্ট হৈয়া কন কথা॥ বিনন্দ রাখালে তোমা কন্যা দেহ দান। অপরাধ ক্ষমিলাম ছাড়ি অভিমান॥ অর্দ্ধ রাজ্য দেহ দান দুহিতা সহিত। কবিবর গায় গীত লক্ষ্মীর চরিত॥

অঙ্গীকার করে রাজা কথা নাহি আর। লক্ষ্মীমা গণিল রাশি লগ্ন যে বিভার॥ বিদায় করিলা লক্ষ্মী বসন ভূষণে। পূর্ব্ব ভাগ্যে মহারাজ বসে সিংহাসনে॥ লক্ষ্মীমার আজ্ঞা পেয়ে বিশাই সত্বর। গঠন করিয়া দিলা ভূপতির ঘর॥ পাত্র-মিত্র আদি করি সকলে আসিল। পূর্ব্বাপর সর্ব্বকথা সকলে কহিল॥ রাজা কহে শুন সব পাত্রমিত্রগণ। বিবাহের তরে সবে কর নিমন্ত্রণ॥ রাজার আজ্ঞায় সবে যায় নানা দেশ। যেথা যত ভূপে করে নিমন্ত্রণ শেষ॥ এবে রাজা পুরোহিতে ডাকিয়া এখন। বিবাহের সর্ব্বকথা কহিল তখন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র কথা কহে নারায়ণ। মন দিয়া শুন সবে যত এয়োগণ॥ অধিবাস আনন্দ করিল তার পরে। বৈকুণ্ঠ যে গায় গীত লক্ষ্মীমার বরে॥

ভূপতির অভিলাষ, কন্যার যে অধিবাস, করে সবে শুভক্ষণ বেলা। আরোপিয়া হেম ঘটে, যুগলেতে করপুটে, মণ্ডিত করিল যে মণ্ডলা॥ সবে হৈয়া আনন্দিত, আছে যাহা শাস্ত্র মত, কন্যার যে হয় অধিবাস। মহারাজ হরষিত, মঙ্গলেতে গায় গীত, শুনিয়া সবার যে হুতাশ॥ কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, চৌদিকে দ্বিজের ঘটা, সঘনেতে বেদ উচ্চারণে। আনন্দেতে রূপবতী, হরিদ্রা সংযুত ধুতি, পরিয়া বসিলা যে যার স্থানে॥ শঙ্খ ঘণ্টা

বাদ্য করি, সবা জিহ্বা বাদ্য পুরি, মঙ্গল করয়ে এ কারণ। ছিল যত পুরঙ্গনা, তাম্বূল আর গোরচনা, শিরেতে চামর ঘনে ঘন॥ সবে সীমন্তে সিন্দুরে, অঙ্গুলিতে দিয়া করে, আশীষ করে যে দ্বিজগণ। নৈবেদ্যেতে থালা পুরি, মাতৃকা যে পূজা করি, দিলেন যে বসুধারাগণ॥ বসুর যে পূজা আদি, করে সবে যথা বিধি, নান্দীমুখের সব বিধানে। ছায়ামণ্ডপেতে বর, বৈসে দেখ তার পর, শঙ্খধ্বনি হৈলা শুভক্ষণে॥ নাচে যত কন্যাগণ, দেখে সব পুরজন, মোহিত হইল সর্ব্বজনে। লক্ষ্মীমার শ্রীচরণ, করিয়া কবি স্মরণ, আনন্দে বৈকুণ্ঠ মাজি ভণে॥

শুন সব যত এয়ো হৈয়ে একমন। বিনন্দ বিবাহ কথা তারপর শুন॥ লক্ষ্মীদেবী বরপুত্র কুবের সমান। অখণ্ড পুকুরে করে আইবুড়ো স্নান॥ বরে স্নান করাইল বিধি অনুসারে। উঠিল মঙ্গলধ্বনি বিনন্দের পুরে॥ শঙ্খধ্বনি হুলাহুলি করে এয়োগণ। ভূষিত করিলা বরে বিবিধ ভূষণ॥ সকলে চড়ায় তারে চতুর্দ্দোলোপরি। হুলুধ্বনি দেয় সবে হাসি ঠাট্টা করি॥ পুষ্পমাল্য রত্নমাল্য পরিলা যে গলে। বিদায় হইলা বর গোধূলির কালে॥ বরযাত্রী কোলাহল বাজিল বাজনা। হেরিয়া বরের রূপ মোহিত অঙ্গনা॥ বাদ্যের নিনাদ হয় নগর ব্যাপিয়া। সর্ব্বজনে চাহি রহে তাক্ যে লাগিয়া॥ রাজার ভবনে গিয়া বসিল যে বর। ভুবন মোহন রূপে জিনে চরাচর॥ নারীর মিশালে আশে ভূপতির জায়া। পাসরিল দুঃখ যত চাঁদমুখ চায়া॥ বরে হেরি রাজকন্যা চাহে তার পানে। শুভক্ষণ দেখি রাজা কন্যা সম্প্রদানে॥

রাজা করে কন্যাদান নাচে বিদ্যাধরী। দ্বিজগণ বেদ পড়ে সঘনে উচ্চারি॥ ছাউনি করিলা ছায়া মণ্ডপের তলে।

বরমাল্য বরণ করিলা সেইকালে॥ চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি দ্বিজগণ গান। পূর্ব্ব তপে ভূপতি তনয়া কৈল দান॥ রথধ্বজ বহুবিধ দিল স্বর্ণহার। করে কুশ বরণ করিল জামাতার॥ বেদবিধি ব্রাহ্মণ করিলা সমুদয়। বিধিমতে বাক্য পড়ি শোভা হৈল সায়॥ করিলেন যজ্ঞ হোম অনলে প্রণতি। বর কন্যা বাসরেতে করিলেন গতি॥ শঙ্খধ্বনি হুলাহুলি করে এয়োগণ। বর কন্যা বাসরে চলিল দুইজন॥ বাসরেতে ছিল যত রাজাদের কন্যা। ঠাট্টার হররায় তারা তুলে দিল বন্যা॥

এইরূপে মনোসুখে রাত্রি যে পোহাল। সকালে উঠিয়া সবে বরণ করিল॥ ধীরে ধীরে তারপর রবির উদয়। বিনন্দ রাখালে লক্ষ্মী বিবরণ কয়॥ কালিকার গুরুবরে কমলার পূজা। নারায়ণ কাছে যাব ভোরে করি রাজা॥ বরপুত্র সঙ্গে করি বিষ্ণুর বণিতা। রাজারে কহিল লক্ষ্মী বিদায়ের কথা॥ রাজা মাথে নিলা লক্ষ্মীমার পদধূলি। গলে বস্ত্র দিয়া তিনি করিলা অঞ্জলি॥ লক্ষ্মীমার আজ্ঞা সত্য কথা নাহি আর। প্রভাতে বিদায় রাজা করে জামাতার॥ নানাবিধ রত্নে রাজা করেন যৌতুক। রাজ্যপাট হেমছত্র দেশের মুল্লুক॥ মা বাপের পদপূজা করেন অঞ্চলে। সজল নয়নে কান্দে গমনের কালে॥ রাণী বলে শুন মাগো না কান্দহ আর। মাসে মাসে তোমার আনিব সমাচার॥ কন্যা বলে শুন মাতা বলিলে কি হয়। চোখের আড়ালে গেলে কেহ কার নয়॥ প্রণাম করিল কন্যা বিদায়ের কালে। বিদায় হইয়া গিয়া বসিল চৌদলে॥ বরযাত্র বিস্তর যে বিদায়ের রোল। কান্নাকাটি কেবা কত শুনে কার বোল॥ বিয়াল্লিশ বাজনা বাদ্য বাজে ভোর সানি। কোলাহলে লক্ষ্মীমা করেন

শঙ্খধ্বনি॥ এইমতে বর কন্যা হইল বিদায়। বাপের দেশের দিকে ফিরে ফিরে চায়॥ আমার বাপের দেশ প্রণাম করে যাই। আসিব দেশেতে যদি আনে বড় ভাই॥ আড়াল হইল দেশ গেল এড়াইয়া। মায়া কাটি দিল বিধি মন্ত্রণা করিয়া॥ পাসরিল মাতা পিতা নাহি পড়ে মনে। চঞ্চল নয়নে ধনী বিনন্দের পানে॥ বিভা করি সে বিনন্দ আসে দেখ ঘর। বৈকুণ্ঠে যে মাগে লক্ষ্মী চরণেতে বর॥

পুত্রবধূ এলো ঘর, নচে বুড়ী উর্দ্ধকর, লক্ষ্মীর চরণ লৈয়া শিরে। সধবা কুমারী কত, নিতম্বনী শত শত, সঘনেতে শঙ্খধ্বনি করে॥ বেদবিধি পড়ে দ্বিজে, বরকন্যা নানা সাজে, বসিলেন কনক আসনে। কেহ নত কেহ শ্বেত, বলয় অঙ্গুরী কত, যৌতুক দিলেন বরকনে॥ ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে, দ্বিজ আশীর্ব্বাদ করে, বরকন্যা নোয়াইল মাথা। পূর্ব্ব তপস্যার ফলে, লক্ষ্মীমার অনু বলে, বিভা কৈলা রাজার দুহিতা॥ সুবর্ণ বলয় কত, মুকুতা মাণিক্য শত, ব্রাহ্মণে বিস্তর দিল দান। যত আতুর অতিথিরে, অন্ন বস্ত্র দান করে, নাহিক দানের অবসান॥ যে যাহা যাচিঞা করে, অকাতরে দেয় তারে, যেন দাতা কর্ণের সমান। লক্ষ্মীর চরণ সেবি, যেন প্রভাতের রবি, রাজা হৈল যুধিষ্ঠির সমান॥ ধবল চামর ছাতা, দিলেন যে লক্ষ্মীমাতা, রাজটীকা রাজ সিংহাসন। দেশে দেশে চর ফিরে, আসে লৈয়া দস্যু চোরে, রাজ শাস্তি উচিত যেমন॥ প্রজাগণে পালে রায়, যেমন পুত্রের প্রায়, দানে পুণ্যে কুবের সমান। লক্ষ্মীপদ করি ধ্যান, কবিবর গীত গান, নায়কেরে কর মা কল্যাণ॥

এইভাবে কতদিন কৈলা রাজধানী। কহিতে লাগিল ভূপে

লক্ষ্মী যে আপনি॥ চিরজীবি হও বাছা থাকহ কল্যাণে। নারায়ণ কাছে যাব কিঙ্করীর সনে॥ এত শুনি মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে। করুণা করিয়া লক্ষ্মী করিলেন কোলে॥ লক্ষ্মী কহে শুন বাছা বিনন্দ রাখাল। বিপদে স্মরিলে মোরে ঘুচিবে জঞ্জাল॥ প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা কর তুমি। ধরণীতে একছত্র রাজা হৈবে তুমি॥ বৃহস্পতিবারে কারে নাহি দিও ধার। পরের কিনিয়া দ্রব্য কর উপকার॥ মায়ে পোয়ে এত শুনি আনন্দিত মন। ষোড়শোপচারে পূজে লক্ষ্মীর চরণ॥ ইক্ষু রম্ভা আম জাম পিয়ারা কাঁঠাল। নানারূপ মিষ্ট আদি আনিল রাখাল॥ শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করে এয়োগণ। বেদবিধি পূজা সাঙ্গ করিল ব্রাহ্মণ॥ এইবার লক্ষ্মী কহে বিনন্দের প্রতি। যাই আমি বৈকুণ্ঠেতে রাখিয়া সম্প্রীতি॥ চিরজীবি হও বৎস আমার কল্যাণে। তিলেক না কষ্ট পাবে জেনো তুমি মনে॥ এতেক বলিয়া লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেতে যায়। মায়ে পোয়ে কান্দে উভে না দেখি উপায়॥ অতএব শান্ত উভে কতক হইল। চারিদিকে লক্ষ্মীপূজা মর্ত্ত্যে প্রচারিল॥ বিনন্দ রাখাল পালা হৈল সমাপন। কবিবর যাচে মাগো দেহ শ্রীচরণ॥ এই গীত যেবা শুনে প্রতি গুরুবারে। ধন ধান্য বাড়ে তার লক্ষ্মীমার বরে॥ ইহ জন্মে সুখে থাকে দুঃখ না পায় চিতে। অনন্তকালে বাস করে সেই বৈকুণ্ঠেতে॥

ইতি বিনন্দ রাখালের পালা সমাপ্ত।

॥ তিলোত্তমার পালা ॥

প্রণমহ নারায়ণ অখিলের পতি। ত্রিলোকের মাতা বন্দ দেবী সরস্বতী॥ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বন্দ গৌরীর নন্দন। উমা মহেশ্বর, বন্দ আর দেবগণ॥ ব্যাস-আদি মুনি বন্দ আর মুনিগণ। গুরু বৃহস্পতি বন্দ জগৎ জীবন॥ আদ্য গুরু মাতা বন্দ পিতার চরণ। ময়ূর বাহনে বন্দ দেব ষড়ানন॥ নবগ্রহ আদি বন্দ তারকাদিগণ। সভাসদ বন্দিলাম যত সমীরণ॥ দন্তে তৃণ ধরি বন্দ লক্ষ্মীর চরণ। তিলোত্তমা পালা এবে করিব কীর্ত্তন॥ গদাধর দাস নামে বৈদর্ভ নগরে। সাত পুত্র লৈয়ে সেই সুখে বাস করে॥ জ্যৈষ্ঠ পুত্র হীরানন্দ দ্বিতীয় সে নন্দ। তৃতীয় মুকুন্দ আর চতুর্থ রামানন্দ॥ পঞ্চম মদন আর ষষ্ঠ পদ্মলোচন। সপ্তম গোপাল এই হয় সাতজন॥ সাতপুত্র লৈয়া সে যে সংসারেতে থাকে। গদাধর কনিষ্ঠ গোপালে বিজ্ঞ দেখে॥ জীবনের শেষ জানি সেই গদাধর। অতি ব্যস্ত হৈয়া কন্যা দেখিল সুন্দর। হীরানন্দে বিভা দিল করি যে যতন। সেইকালে গদাধর ত্যজিল জীবন॥ হয়ে সবে পিতৃহীন করে হায় হায়। ছোট যে গোপাল কাঁন্দি বুক যে ভাসায়॥ এইভাবে শোকে দুঃখে কিছুকাল যায়। বড় হীরানন্দ মনে চিন্তা যে করয়॥ অনেক ভাবিয়া হীরা মনে বিচারিল। রূপসী দেখিয়া কন্যা পাঁচে বিভা দিল॥ বধূ গৃহে আনি হীরা সুখ নাহি পায়। সকলে মিলিয়া সদা কোন্দল করয়॥ গৃহকর্ম্মে ছয় জায় মন নাহি দিয়া। সদা করে পরচর্চ্চা পরের লাগিয়া॥

নিজ নিজ স্বামী নিন্দে পরে ভাল বলে। সদা নষ্ট পথে মতি সদা মন চলে॥ সন্ধ্যা বয়ে সন্ধ্যা দিবে বেলা হৈলে ছড়া। গুরুবারে ধান্য ভাজে খায় মাছ পোড়া॥ ধন ধান্য যত ছিল সবি বসি খেল। লক্ষ্মীছাড়া দশা এবে ক্রমে ক্রমে হৈল॥ মোহিনীর মায়া মোহে সকলে মোহিত। কেহ কারে নাহি পারে করিতে বিহিত॥ এইভাবে কতকাল গত হৈয়া যায়। গোপালের বিভা লাগি চিন্তে যে সবায়॥ এত ভাবি হীরানন্দ নানা দেশে যায়। কন্যা লাগি ঘুরে ফিরে সাধ্বী নাহি পায়॥ এইভাবে ঘুরি ফিরি কত দেশ গেল। সতী সাধ্বী কন্যা এক অবশেষে পেল॥ মগধের সন্নিকটে চণ্ডিকা যে গ্রাম। সেই খানে বসতি করে পদ্মলোচন নাম॥ এক মাত্র কন্যা তার নাম তিলোত্তমা। শ্রীকৃষ্ণের হয় যেন দেবী সত্যভামা॥ হীরানন্দ কন্যা দেখি আনন্দিত হয়। শুভদিন করি বিভা গোপালের দেয়॥ বিভা অন্তে বধূ মাতা নিজ গৃহে এলো। সেই হৈতে সকলের সুখ উপজিল॥ কার ভাগ্যে কেবা খায় দেখহ সংসারে। পিতৃ গৃহে যায় কন্যা কিছু কাল পরে॥ সেই হৈতে দুঃখ সবে বহুবিধ পায়॥ বড় ভাই হীরানন্দ চিন্তা যে করয়॥

ভাবে মনে ছোট বউ লক্ষ্মীবন্ত হবে। নহে সে যাইতে কেন হেন দশা হবে॥ আর ছয় বউ হেরি সংসার ভিতর। শ্রীহীন বলিয়া তারা দুঃখী নিরন্তর॥ প্রতিদিন সবে খাটে বলদের প্রায়। পেট ভরি তবু সবে খেতে নাহি পায়॥ এত ভাবি হীরানন্দ মনোদুঃখে রয়। আপন মনের কথা কারে নাহি কয়। পেটের জ্বালায় সবে হৈয়া জ্বালাতন। অন্ন নাহি কভু মিলে করে অনশন॥ শনি পীড়া যেন হয় শ্রীবৎস

রাজনে। সেইরূপ কষ্ট পায় এই তের জনে॥ তৈলাভাবে গায়ে খড়ি সবার উঠয়। অন্নাভাবে সকলের শীর্ণ হৈল কায়॥ ভিক্ষা করে সদা তারা প্রতি ঘরে ঘরে। নিজের উদর জ্বালা ভিক্ষার উপরে॥ এত কষ্টে পড়ি তবে ভাবে হীরানন্দ। তিলোত্তমা বউ আনি যদি যায় মন্দ॥ এত ভাবি হীরানন্দ চণ্ডিকায় যায়। ছোট বউ তিলোত্তমা সঙ্গে করি লয়॥ ছোট বউ যেই কালে সংসারে প্রবেশে। শ্রীহীন দেখিয়া সব আঁখিজলে ভাসে॥ গৃহ মধ্যে গিয়া সে যে করে নিরীক্ষণ। স্থানে স্থানে গর্ত্ত হয় গৃহের শোভন॥ নিজ পতি প্রতি চাহি জিজ্ঞাসা করয়। কিবা হেতু হেন দশা তোমাদের হয়॥ গোপাল বলিল তবে শুন দিয়া মন। একে একে কহি প্রিয়া তোমার সদন॥ এই তের গর্ত্ত হয় গৃহের মধ্যেতে। আহার করিতে সবে হয় যে উহাতে॥ এবে তুমি হেথা আসি কৈলে আগমন। তব তরে এক গর্ত্ত করিব খনন॥ বাসন বিহনে খাদ্য খাই এইখানে। আমাদের কর্ম্ম দোষ কি কব বাখানে॥ এত কহি গোপাল সে কান্দিতে লাগিল। আরও কহিব বলি তাহায় কহিল॥ কহিল সে দুঃখ কথা কিবা আর কই। প্রতিদিন ভিক্ষা তরে সাত ভাই যাই॥ খুদ কুঁড়া যাহা পাই আনিয়া গৃহেতে। পূর্ণ করি উদর যে অতি কষ্টে তাতে॥ এতে নাহি পেট ভরে শুন গুণবতী। হেনকালে তুমি এলে কিবা হবে গতি॥ তিলোত্তমা বলে শুন ওহে প্রাণনাথ। আমার মিনতি রাখ জুড়ি দুই হাত॥ ভিক্ষা করি যাহা কিছু আনিবে গৃহেতে। আনিয়া ধরিয়া দিবে আমার সাক্ষাতে॥ সেইসব দ্রব্য আমি করিব রন্ধন। এই সত্য কর সবে আমার সদন॥ তিলোত্তমা

বাক্যে গোপাল যে দেয় সায়। ছয় ভায়ে পূর্ব্বাপর সকলি কহয়॥ এত শুনি ছয় ভাই কহিল তখন। যাহা ভাল হয় তাহা কর যে এখন॥ বুদ্ধিসুদ্ধি আমা সবা চলিয়া গিয়াছে। গ্রহফেরে আমা সব মাথা নাহি আছে॥ গোপালের বাক্যে মত দিলা ছয়জন। আসিয়া গোপাল কহে প্রিয়ারে তখন॥ এত শুনি তিলোত্তমা কহিল তখন। তোমা প্রতি করি আমি এক নিবেদন॥ সকালেতে যাবে সবে ভিক্ষার তরেতে। সন্ধ্যায় আনিয়া দিবে সব মম হাতে॥ আজ আমি রান্ধিয়া খাওয়াব সবায়। যাহা চাবে তাহা দিব করিয়া উপায়॥ ভাল ভাল বলি সবে ভিক্ষায় চলিল। হেথা তিলোত্তমা সব ছড়া ঝাঁট দিল॥ গৃহের মধ্যেতে যেই গর্ত্তগুলি ছিল। মাটি আনি তাহা দিয়া ভরাট করিল॥ তার ছয় জায় এইসব যে দেখিয়া। ছোট জায়ে গালি পাড়ে যা ইচ্ছা বলিয়া॥ বলে তুই অভাগিনী এলি কোথা হৈতে। আমাদের আমানিয়া না দিবি খাইতে॥ খাইতে আমানি ভাল গর্ত্তগুলি ছিল। মৃত্তিকা লেপিয়া তাহা সমান করিল॥ তিলোত্তমা প্রতি সবে মহা গালি পাড়ে। ছোট বউ সেই কথা কানে নাহি করে॥ হৃদয় মাঝেতে করে লক্ষ্মীপদ ধ্যান। কোথা মাগো সিন্ধুসুতা হও কৃপাবান॥

পুকুরেতে স্নান করি তিলোত্তমা আসি। জপেন লক্ষ্মীর নাম বিরলেতে বসি॥ ভিক্ষা করি সাতভাই গৃহেতে আসিল। গোপাল লইয়া তাহা তিলোত্তমায় দিল॥ ছোট বউ তাহা পেয়ে মহা তুষ্ট হৈয়া। রন্ধন করিল যত্নে সব দ্রব্য লৈয়া॥ লক্ষ্মী স্মরি রন্ধন করিল গুণবতী। সবিনয়ে কহে কথা নিজপতি প্রতি॥ পাক মম সমাধান

শুন কহি নাথ। এবে যাহ কাটি আন কদলীর পাত॥ গোপাল পত্নীর বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনিয়া কলার পাতা দিলেন তখন॥ তিলোত্তমা সতী সেই লৈয়ে কলাপাত। তাহার উপরে সতী দিলেন যে ভাত॥ ঝালে ঝোলে সাত-ভাই হৈয়া হৃষ্টমন। করিল উত্তমরূপে সকলে ভোজন॥ পরে সতী ছয় জায়ে করিয়া যতন। যত্ন করি খাওয়াল সে অন্নাদি ব্যঞ্জন॥ অবশেষে নিজে সতী পতির পাতেতে। করিল ভোজন দেখ মনের সুখেতে॥

আহারান্তে বিশ্রাম যে সকলেতে লয়। সেকালে পতিরে সতী ডাকিয়া পাঠায়॥ তিলোত্তমা বলে স্বামী করি নিবেদন। যাতে ভাল হবে তাহা করহ শ্রবণ॥ সদাকাল ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া যে দেহ। উচিত যা কহি তাহা মনে মানি লহ॥ তঙ্কা কড়ি নাহি তব বাণিজ্য করিবে। অবশ্য করিলে তাহা সুফল ফলিবে॥ এক্ষণেতে নাহি দেখি অনন্ত উপায়। মজুরি করহ সবে সুখ হবে তায়॥ তিলোত্তমা বাক্য শুনি গোপাল ধাইল। ছয় ভায়ে গিয়া সব খুলিয়া বলিল॥ আহ্লাদিত হ'য়ে তবে কয় ছয় ভাই। ছোট বউ ভাগ্যে মোরা সুখে অন্ন খাই॥ ছোট বউ কথা মোরা অবশ্য পালিব। মোদের বিশ্বাস তাহে সত্য সুখী হব॥ এত বলি সাত ভাই মজুরিতে যায়। জন প্রতি অর্দ্ধ তঙ্কা মজুরি যে পায়॥ সবে মিলি তঙ্কা আনি তিলোত্তমায় দিল। ছোট বউ তঙ্কা লৈয়ে গোপালে কহিল॥ যাহ এবে বাজারেতে তুমি শীঘ্র করি। আন গিয়া চাল ডাল আর তরকারি॥ তিলোত্তমা কথামত বাজারে চলিল। হিসাব করিয়া সব বাজার আনিল॥ তিলোত্তমা দ্রব্য লৈয়া যতনে থুইল। যতন করিয়া সব রন্ধন করিল॥

আহারান্তে ছয় ভাই ভাবে মনে মনে। তিলোত্তমা গৃহলক্ষ্মী জানিনু এক্ষণে॥ ছোট বউ প্রতি সবে যতন করয়। ছোট বউ বলে যাহা সকলে শুনয়॥ সেই হৈতে সাত ভাই সুখী হৈয়া রয়। ছোট বউ বিরলে বসি লক্ষ্মীরে চিন্তয়॥ তিলোত্তমা ভক্তি দেখি লক্ষ্মীমা তখন। তার প্রতি দৃষ্টি রাখে সদা সর্ব্বক্ষণ॥ লক্ষ্মীকে যে জন চিনে লক্ষ্মী চিনে তারে। কোন চিন্তা নাহি থাকে লক্ষ্মীদেবী বরে॥ শুন শুন ওরে ভাই নিবেদি তোমারে। তিলোত্তমা গর্ভ কথা শুন এর পরে॥

।। তিলোত্তমার গর্ভ আর বনবাস ।।

তিলোত্তমার সুখ্যাতি ছয় ভাই করে। দেখি তাহা ছয় জায়ে জ্বলে পুড়ে মরে॥ বড়ই অশান্তি সবে মনে মনে হয়। কিবা করা যায় এবে মনেতে ভাবয়॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে উপায় না পায়। কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া যে যায়॥ কালচক্র ফেরে সবে শুন মন দিয়া। কূটবুদ্ধি মন্দ কর্ম্ম দেখ বিচারিয়া॥ ছোট বউ যবে হৈলা দেখ গর্ভবতী। ছয় জায় তবে তার শুনিল ভারতী॥ ছয় জায় মিলি করে গভীর মন্ত্রণা। কিসে দিবে ছোট জায়ে দারুণ যন্ত্রণা॥ সদা মন্দ চেষ্টা তারা করে ছয় জায়। দৈবেতে দৈবজ্ঞ এক আইল তথায়॥ তাহার সহিত ছয়ে যুকতি করিল। গণনা করিতে তারে উপদেশ দিল॥ বড়জা বলিল বিপ্র শুন দিয়া মন। এবে মোরা যাহা বলি করহ শ্রবণ॥ মোদের স্বামীর কাছে আপনি কহিবে। ছোট বউ গর্ভে যেইজন আছে এবে॥ জনমিলে হেথা দেখি বিপদ ঘটিবে। সর্ব্বজন তাহাতেই মারা সবে যাবে॥ অতএব ছোট বউ বনবাসে দাও। তব সকলের ফাঁড়া উহাতে কাটাও॥ এইভাবে বুঝাইয়া ছয়

জায়াগণ। দৈবজ্ঞেরে পাঠাইল বলিতে তখন॥ গোপনে আনিয়া তঙ্কা বড় বউ দিল। পেয়ে তঙ্কা দৈবজ্ঞ সে হাসিয়া চলিল॥ খেয়ে দেয়ে ছয় ভাই বাহিরে বসি ছিল। দৈবজ্ঞ গম্ভীর ভাবে সেখানেতে গেল॥ ব্রাহ্মণে প্রণমি তবে ছয় ভাই কয়। কিবা হেতু আগমন জিজ্ঞাসা করয়॥ দৈবজ্ঞ কহিল৷ আমি গণিতে যে পারি। হয় যদি ইচ্ছা সব কোষ্ঠী যে বিচারি॥ আনন্দিত হৈয়া সবে বসিবারে কয়। কোষ্ঠী আনিবার তরে বড় ভাই যায়॥ সাতখানি কোষ্ঠী তবে আনি বড় দিল। এক এক করি সব দৈবজ্ঞ দেখিল॥ কোষ্ঠী দেখা শেষ করি দৈবজ্ঞ তখন্। খড়ি পাতি পুনরায় করিল গণন॥ ভয়ে ভীত হৈয়া পরে কহে সর্ব্বজনে। হইবে অনর্থপাত দেখি যে এখনে॥ গণনে জানিনু ছোট বউ গর্ভবতী। তাহাতেই অলক্ষণ দেখি যে সম্প্রতি॥ এই গর্ভ যেই কালে হইবেক পাত। গৃহের সকল লোক হইবে নিপাত॥ সকলেতে একারণে ত্যজিবে জীবন। গণনে দেখিনু ইহা শুন বিবরণ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য ছয়ে হৈয়া ভীত। বলিল দৈবজ্ঞ প্রতি হইয়া বিনীত॥ নিজগুণে কৃপা কর গণক ঠাকুর। কহ কিসে অমঙ্গল শীঘ্র হয় দূর॥ কহ যদি স্ত্রীহত্যা যে এখনি করিব। বলহ নতুবা মোরা কেমনে বাঁচিব॥ গণক কহিল শুন পরামর্শ কই। নারী হত্যা মহাপাপ তাহে তুষ্ট নই॥ কহে কুলক্ষণা নারী গৃহে না রাখিয়া। বনবাসে দেহ ওরে মন্ত্রণা করিয়া॥ শুনিয়া এতেক বাণী সেই ছয়জন। ছয়েতে ভাবিল মনে কি করি এখন॥ অনেক ভাবিয়া ছয়ে গোপালে ডাকিল। কি করা উচিত বলি তারে জিজ্ঞাসিল॥ গোপাল চাহিয়া সবা মুখপানে রয়। এতেক শুনিয়া বাণী কথা নাহি কয়॥ তখন সে হীরানন্দ কহিলেক বাণী। বনবাসে রেখে

এসো তোমার গৃহিণী ॥ বাপের বাড়ীর নাম করি বউ নিয়া। বনে রাখি এসো ভাই ছলনা করিয়া ॥ শুনিয়া অগ্রজ বাক্য গোপাল তখন। তিলোত্তমা কাছে করে সত্বর গমন ॥

গোপাল কহিল প্রিয়ে শুন গুণবতী। তব পিত্রালয়ে চল আমার সংহতি ॥ তব শত্রু হেথা আমি দেখি সর্ব্বজনা। নাহি জানি কবে দিবে দারুণ যন্ত্রণা ॥ মনে আমি ভাবি হেথা রাখা ঠিক নয়। চল সতী পিতৃগৃহে না কর সংশয় ॥ তিলোত্তমা কহে আমি যাব পিতৃবাসে। আমার খবর তুমি নিও মাসে মাসে ॥ গোপাল কহিল তায় কোন চিন্তা নাই। তোমার লইব খোঁজ মাসে মাসে তাই ॥ তোমাতে আমাতে হই অভিন্ন হৃদয়। প্রাণপ্রিয়া তুমি মোর জীবন আলয় ॥ এত বলি তিলোত্তমা সঙ্গে করি নিল। বনের পথেতে উভে চলিতে লাগিল ॥ যেইরূপে পঞ্চমাস গর্ভবতী কালে। সীতাকে দিলেন রাম বনবাস ছলে ॥ পঞ্চমাস গর্ভবতী যায় ধীরে ধীরে। কেমনে ছাড়িব আমি বনের ভিতরে ॥ বিধাতা নিষ্ঠুর বড় দোষ দিব কারে। মন দুঃখে গেল উভে সরোবর তীরে ॥ ফল ফুলে পরিপূর্ণ আছে চারি ধার। উভে বসি ফল জল করিল আহার ॥ পথশ্রমে বৃক্ষতলে উভয়ে বসিল। আবেশ হইয়া ধনী স্বামীরে কহিল ॥ বলে নাথ আমি এবে যাইতে নারিব। ক্ষণেক বিশ্রাম করি তবে ত' চলিব ॥ তিলোত্তমা বাক্য শুনি গোপাল তখন। বলে প্রিয়ে তুমি এবে করহ শয়ন ॥ গোপাল উরুতে মাথা তিলোত্তমা দিয়া। পথশ্রমে নিদ্রা যায় আবেশ হইয়া ॥ যবে গাঢ় নিদ্রা তিলোত্তমার হইল। গোপাল যে সেইকালে ভাবিতে লাগিল ॥ চিন্তামত কার্য্য সে তখনি যে করে। তিলোত্তমা মাথা রাখে পাতার উপরে ॥ এইভাবে

রাখি মাথা ফিরে ফিরে চায়। অতি দুঃখে মনোকষ্টে গমন করয়॥ কিছু পরে তিলোত্তমা নিদ্রাভঙ্গ হৈল। পতি পাশে নাহি দেখি বিস্ময় মানিল॥ প্রাণনাথে না হেরিয়া বড়ই কাতর। আশে পাশে বনপথে খুঁজিল বিস্তর॥ এইরূপে দীর্ঘকাল বসিয়া রহিল। তবু না স্বামীর পুনঃ দেখা না পাইল॥ কান্দে সতী উভরায় না দেখি উপায়। বলে ওগো কোথা গেলে ফেলিয়া আমায়॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে। লক্ষ্মীনারায়ণ কথা বৈকুণ্ঠ মাজি করে॥

॥ বনবাসে তিলোত্তমার ক্রন্দন ॥

শুন শুন সর্ব্বজন, তিলোত্তমার রোদন, বুঝি প্রায় অনাথ কৈলা মোরে। বন মাঝে ধেয়ে যায়, গাছের উপরে চায়, বুঝি বিধি বাম হৈলে মোরে॥ কদম্ব কেতকী আর, চম্পক বকুল সার, দেখিয়াছ মোর প্রাণনাথে। বলগো তোমরা সবে, আমার কি গতি হবে, কেবা রক্ষা করে বনপথে॥ হা হা রবে কান্দে সতী, খোয়াইয়া প্রাণপতি, কোথা গেল মোর প্রাণনাথ। কাননে কেমনে রব, কোথা গেলে পতি পাব, এ বিজনে নাহি দেখি পথ॥ কৈকেয়ীর বাক্যে রাম, সীতা সঙ্গে বনে যান, ছলিয়া রাবণ লৈল সীতা। অশোক বনেতে বাস, চেড়ী করে উপহাস, দুঃখ পায় রামের বনিতা॥ তেমনি রোদন করে, পশুপক্ষি আঁখি ঝরে, ভূমে পড়ি তিলোত্তমা কান্দে। হা নাথ হা নাথ করি, দুনয়নে ঝরে বারি, বিরহেতে কেশ নাহি বান্ধে॥ দুকূল বহিছে নদী, অতি বেগে নিরবধি, ঝাঁপ দিতে তিলোত্তমা মন। তাহার ক্রন্দন ধ্বনি, নদী নিজকর্ণে শুনি, শুকাইয়া যাইল তখন॥ হয় তথা

দৈববাণী, শুন তিলোত্তমা তুমি, না ভাবিহ আপনার মনে। তোরে দিল বনবাস, না যাইবে গৃহবাস, থাক গিয়া কাঠুরে ভবনে॥ তোমার গর্ভেতে যেই, অমূল্য রতন সেই, হবে তুমি রাজার জননী। তারপর পতি পাবে, সকল আপদ যাবে, সাবধানে থাকিবে আপনি॥ শুনিয়া সে দৈববাণী, ত্যজে শোক সে তখনি, যায় সতী কাঠুরিয়া গৃহে। লক্ষ্মীমার পদ বন্দে, পয়ার রচিয়া ছন্দে, প্রকাশি বৈকুণ্ঠ মাজি কহে॥

॥ কাঠুরিয়ালয়ে তিলোত্তমার গমন ॥

দৈববাণী শুনি সতী আনন্দিত হৈল। উদ্দেশ্যে সভক্তিতে সে প্রণাম করিল॥ বলে সতী লক্ষ্মী মাগো দয়া কর তুমি। যথায় রহিব আমি দয়া ক'রো তুমি॥ এতেক বলিয়া সতী বনপথে ধায়। কিছুদূর গিয়া দেখে কাঠুরে আলয়॥ ভিতরে না যায় সতী বাহিরেতে বসে। সেইকালে কাঠুরিয়া আসে তার পাশে॥ কাঠুরে বলে যে তোমা কোন দেশে ঘর। কি লাগিয়া মনোদুঃখ দাও না উত্তর॥ কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী। কি কারণে বনে বনে ভ্রম একাকিনী॥ কিবা হেতু হৈয়া তুমি এরূপ দুঃখিত। এই বন মাঝে আসি হৈলা উপনীত॥ যদি নাহি থাকে বাধা বল মোরে তুমি। পারি যদি উপকার করি কিছু আমি॥ কাঠুরের হেন বাক্য শুনি তবে সতী। ধীরে ধীরে বলে তারে করিয়া মিনতি॥ বলিল শুনহ তুমি আমার বচন। সংক্ষেপেতে কহি কিছু মোর বিবরণ॥ মগধ নগরে বাস চণ্ডিকা যে গ্রাম। সেথা থাকে পিতা মোর পদ্মলোচন নাম॥ বিদর্ভ নগরে ঘর গদাধর নামে। শ্বশুর আলয় মোর জানে সর্ব্বজনে॥ ছয়টি ভাসুর মোর আছে সেইখানে। স্বামী সহ যাই আমি

পিতার ভবনে ॥ পথশ্রমে ক্লান্ত হৈয়া গাছের তলায়। সুখে নিদ্রা যাই মাথা রাখি পতি পায় ॥ কাল নিদ্রা যবে মোর ভঙ্গ হৈয়া গেল। নাহি হেরি স্বামী মোর পরাণ বিকল ॥ বনেতে ভ্রমিয়া খুঁজি আমি যে তাহারে। না পাইয়া আইলাম তোমার দুয়ারে ॥ তব ঘরে রহি আমি পতি অন্বেষিব। পতিকে পাইলে উভে দেশে চলে যাবো ॥ কাঠুরে কহিলা থাক আমার ভবনে। তব পতি অন্বেষিব গেলে আমি বনে ॥ জন্মাবধি এ বনের কাষ্ঠ কাটি আনি। বাজারে বেচিয়া আমি খাদ্যদ্রব্য কিনি ॥ এতেক বচনে সতী সন্তুষ্ট হইল। কাঠুরে আলয়ে তবে থেকে সে যে গেল ॥ কাঠুরের পত্নী হয় অতি গুণবতী। তার সনে তিলোত্তমা করে যে বসতি ॥ কাঠুরের পত্নী অতি মিষ্টভাষী ছিল। দুইজনে এক দিনে ভাব হৈয়া গেল ॥ উভে উভে মেলামেশা হয় পরিচয়। উভয়েতে মন-কথা উভয়েতে কয় ॥ কাঠুরাণীর গর্ভ সে তিলোত্তমা হেরে। মৃদু হাসি কহে সতী তবে যে তাহারে ॥ কয় মাস গর্ভ তব কহ কাঠুরাণী। কহিব আমিও সব জেনো মোর বাণী ॥ এইভাবে বলাবলি করি দুইজন। দোঁহার সংবাদ দোঁহে জানিলা তখন ॥ পঞ্চমাস গর্ভবতী দুইজনে ছিল। শুনিয়া তবে ত' দোঁহে সন্তুষ্ট হইল ॥ লক্ষ্মীমন্ত তিলোত্তমা দেখি সে কাঠুরে। পত্রের কুটীর করি দিল যে তাহারে ॥ কাঠুরিয়া দয়া করি গৃহ করি দিল। তিলোত্তামা সেই গৃহে বসতি করিল ॥ সুলক্ষণযুক্তা সেই তিলোত্তমা নারী। আচার বিচারে লক্ষ্মী হৈয়া সদাচারী ॥ লক্ষ্মী তার কাছে বান্ধা আছেন আপনি। যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ নাহি জানি ॥ দশমাস দশ দিন পূর্ণ হৈল তার। শুভদিনে শুভক্ষণে জন্মিল কুমার ॥ তিলোত্তমা

ছিল কষ্টে পতির লাগিয়া। হেরিয়া সে পুত্রমুখ গেল যে ভুলিয়া॥ পঞ্চম দিনের পূজা হৈল যবে তার। কাঠুরার হয় পুত্র সুন্দর কুমার॥ দুই সই দুই পুত্র একত্র করিল। বিধিমতে ছিল যাহা সকলি করিল॥ আশ্চর্য্য বিধান এক কর নিরীক্ষণ। উভয়ের পুত্র হয় একই বরণ॥ মুখাকৃতি অঙ্গের সৌষ্ঠব এক ছিল। তাহা হেরি উভে দেখ বিস্ময় মানিল॥ দুই শিশুর বয়স ছয় মাস হৈল। সেকালে দোঁহার মাতা মুখে অন্ন দিল॥ তিলোত্তমার পুত্রের নাম গুণাধর। কাঠুরে পুত্রের নাম সদানন্দবর॥ একত্রেতে দুই শিশু মিলিত হইয়া। খেলাধূলা করে দোঁহে আনন্দে মাতিয়া॥ তিলোত্তমা পুত্র প্রতি লক্ষ্মী দৃষ্টি করে। সদাই রক্ষা তিনি করেন তাহারে॥ এই গীত যেই শুনে প্রতি গুরুবারে। ধন ধান্য যশ কীর্ত্তি বাড়য়ে বিস্তরে॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে মাগে শ্রীচরণের ছায়া। দয়া ক'রে দয়াময়ি মোরে কর দয়া॥

॥ গুণাধরের নয়নজলে মুক্তা বর্ষণ ॥

লক্ষ্মীমার দয়া যদি হয় করোপরে। অঘটন কিছু নাহি ধরার ভিতরে॥ দৈবের শকতি যদি হয় নর পরে। সদা সুখী সেইজন মরত ভিতরে॥ শুন সব শ্রোতাগণ হৈয়া একমন। তিলোত্তমা কৈলা যবে পুত্র প্রসবন॥ গুণাধর কান্দিলে প্রবাল মুক্তা পড়ে। তিলোত্তমা তিল মাত্র পুত্রে নাহি ছাড়ে॥ প্রবাল মুকুতা যত রাখে সে পুঁতিয়া। নাহি কেহ জানে তাহা কাল গুজারিয়া॥ কদাচিত এক আধ বাহির করিয়া। বিক্রয় করিয়া আসে বাজারেতে গিয়া॥ তাহা হৈতে সুখে তার দিন কাটি যায়। কাঠুরিয়া ভাবে মনে কিসে দিন যায়॥ একদিন রাত্রিকালে পত্নীকে কহিল। আমার মনেতে বড় সন্দেহ

জন্মিল॥ কাঠুরিয়া বলে মোরা এত দুঃখ পাই। বনে বনে কাষ্ঠ কাটি নিত্য বেচি খাই॥ সই কি প্রকারে করে দিন গুজরান। কারণ বুঝিতে নারে ভাবে দুইজন॥ কাঠুরিয়া গৃহে রয় লয়ে অবসর। দেখে সে সইয়ের কার্য্য থাকিয়া অন্তর॥ এতেক কহিয়া সে যে সকাল বেলাতে। তবে যায় তিলোত্তমা গৃহের দ্বারেতে॥ সেইকালে তিলোত্তমা গৃহে নাহি ছিল। তাহা হেরি কাঠুরিয়া আনন্দে ভাসিল॥ মহানন্দে কাঠুরিয়া গৃহ মধ্যে গেল। হেরি তারে গুণাধর কান্দিয়া উঠিল॥ গুণাধর নয়নেতে বারি বরিষয়। অমনি মুকুতা প্রবাল ঝড়িয়া পড়য়॥ গুণাধর গুণ হেরি তবে সে কাঠুরে। ভূমি হৈতে তুলি লয় নিজ বক্ষোপরে॥ তাড়াতাড়ি করি সে যে কুড়ায় মুকুতা। দেখাইল গৃহিণীরে হৈয়া হর্ষযুতা॥ উভে মিলি সেই দ্রব্য করে দরশন। করিতে যে নাহি পারে লোভ সম্বরণ॥ নিশাকালে সেইদিন গুণাধরে লইয়া। সদানন্দে কোলে দিয়া গেল পলাইয়া॥ প্রভাতে উঠিয়া দেখে কাঠুরে নন্দন। গুণাধরে লৈয়া পলাইছে কোনজন॥ ত্বরা করি গেল সেই কাঠুরিয়া ঘরে। গৃহ মধ্যে প্রবেশিয়া শূন্য সব হেরে॥ তখনি জানিলা সতী আপনার মনে। কাঠুরিয়া লৈয়া গেছে তাহার নন্দনে॥ নিজ পুত্র রাখি মোর গৃহের ভিতরে। মোর পুত্রে লৈয়া গেছে ফেলিয়া পাথারে॥ ইহা হেরি শোকাকুল হৈয়া সতী কান্দে। অস্থির হইয়া ধনী কেশ নাহি বান্ধে॥ কাহারে হেরিয়া আমি রহিব হেথায়। এত বলি অচেতন ধূলাতে লুটায়॥ পরে উঠি ধায় সতী পাগলিনী প্রায়। হা পুত্র হা পুত্র বলি করে হায় হায়॥ অস্থির হইয়া সতী বলিতে লাগিল। হায় লক্ষ্মী কোথা তুমি এ মোর কি হৈল॥ কঠিন হইয়া স্বামী দিয়া

গেল বন। পুত্র ধনে লয়ে কিন্তু শান্ত ছিল মন॥ সাধিলেন বাদ বিধি তাহাতে আমারে। দিয়া নিধি এবে বিধি কেন লয় হ'রে॥ আর না রাখিব প্রাণ নিশ্চয় ত্যজিব। জীবন রাখিয়া বল কি ফল লভিব॥ এত বলি চলি যায় যমুনার তীরে। এক মনে স্মরে সতী দেবী লক্ষ্মীমারে॥ জীবন ত্যজিতে সতী হয় অগ্রসর। বলে লক্ষ্মী অপরাধ নিও না আমার॥ তিলোত্তমা কান্দে দেখ চোখে ফেলি জল। অতীব কাতরে ডাকে হইয়া বিকল॥ যবে হয় অগ্রসর ত্যজিতে জীবন। ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষ্মী দিল দরশন॥ তিলোত্তমায় বলে লক্ষ্মী কান্দ কি লাগিয়া। তোমার তরেতে মম সন্তাপিত হিয়া॥ তিলোত্তমা বলে মাগো কেবা তুমি হও। মোর লাগি কেন মনোকষ্ট তুমি পাও॥ কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী। কখনো তোমারে আমি এ বনে দেখিনি॥ হয়ত বা মম সম দুঃখী তুমি হবে। নতুবা এই বনপথে কেন বা আসিবে॥ লক্ষ্মী কহে শুন সতী আমি হরিপ্রিয়া। তব লাগি আসিয়াছি প্রকাশিতে দয়া॥ এত শুনি তিলোত্তমা চরণে পড়িল। মিনতি করিয়া সতী কহিতে লাগিল॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে মাগে চরণের ছায়া। করগো করুণাময়ি অধমেরে দয়া॥

॥ লক্ষ্মীর নিকট তিলোত্তমার খেদ ॥

শুন মাগো লক্ষ্মী তুমি, নিবেদন করি আমি, পতি মোরে দিলা বনবাস। সে দৈববাণীতে যাহা, আপনি কহিলে তাহা, কাঠুরিয়া ঘরে কৈনু বাস॥ গুণাধর পুত্র হৈল, কাঠুরে হরিয়া নিল, এই দুঃখে হিয়া মোর ফাটে। লক্ষ্মীপদে ধরি বামা, তুমি গতি তুমি উমা, বলিবার পাত্র তুমি বটে॥ তুমি গঙ্গা তুমি

গয়া, তুমি সৃষ্টি তুমি ছায়া, তুমি লক্ষ্মী বিষ্ণুর ঘরণী। তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম, সকল জীবের মর্ম্ম, সৃষ্টি স্থিতি পুরাণেতে শুনি॥ আকাশ পাতাল ভূমি, আমি কি বলিতে জানি, কুবের ভবনেতে অচলা। জীবে পালন করিতে, অবতীর্ণ অবনীতে, কৃপা কর ভকত বৎসলা॥ বৈকুণ্ঠে ঘরণী তুমি, তোমারে শাপিল বাণী, তাতে হৈলে ত্রিবিধ প্রকার। পদ্মাবতী নাম রাশি, বৃক্ষ রূপেতে তুলসী, দেব সভায় হৈলা হাহাকার॥ সম্বিত করিয়া পাল, ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'রে গেল, নাম হৈল সমুদ্র নন্দিনী। তুমি দেবী হিত করা, এ মহীমণ্ডলে সারা, হৈলা তোমাতে স্বরগ বাণী॥ তুমি দেবী সিন্ধুসুতা, দারিদ্র নাশিনী মাতা, সকল জীবের পরিত্রাণ। পতি পুত্রে মিলাইয়া, দেহ মাগো পদছায়া, এই ভিক্ষা মাগি তব স্থান॥ অনন্ত মাজি যে নাম, পাঁশকুড়া ধামে গ্রাম, বৈকুণ্ঠ মাজি তার নন্দন। তার পুত্র মহামতি, কয় এই লক্ষ্মী গীতি, করিল আনন্দেতে রচন॥

তিলোত্তমা বহু স্তব লক্ষ্মীর করিল। হেরি তাহা লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হইল॥ লক্ষ্মী কহে ওগো সতী না কান্দিহ আর। মম অংশে জন্ম তব জান এইবার॥ কলিঙ্গেতে তব পুত্র গুণাধর আছে। আমিই সংহতি আছি যাহ তার কাছে॥ এইখান হৈতে পথ পঞ্চম বরষ! সদানন্দ করি সঙ্গে যাহ তার পাশ॥ আমি তোমা সঙ্গে যাব হইয়া গোপন। অবশ্য মিলাব জেন' তব পুত্রধন॥ পরে গুণাধর হৈতে পতিরে পাইবে। সকল দুঃখের তাহে সমাধান হবে॥ এত যদি লক্ষ্মীমাতা তাহারে বলিল। সদানন্দে লৈয়া সঙ্গে তখনি চলিল॥

হেথা সে কাঠুরা গুণাধর করি চুরি। কলিঙ্গ নগরে আসি খেলিল চাতুরি॥ কলিঙ্গের রাজা হয় ধার্ম্মিক ভূপতি। তাঁর

রাজ্যে আসি তিনে করে যে বসতি ॥ ধনের অভাব তার কিছু নাহি ছিল। সওদাগর বেশ ধরি রাজ কাছে গেল ॥ এইভাবে যাতায়াতে ঘনিষ্ট হইল। মাণিকের মালা গাঁথি উপহার দিল ॥ পেয়ে মালা মহারাজ সন্তুষ্ট হইল। কাঠুরিয়া প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥ এই যে মাণিক দিলা সাত রাজা ধন। আমার ভাণ্ডারে নাই এমন রতন ॥ কাঠুরিয়া বলে আমি সওদাগর সুত। তব রাজ্যে বাণিজ্য করিতে সমাগত ॥ এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া আমি কিনে ছিনু। এক্ষণে নজর রাজা তোমা আমি দিনু ॥ মোর মনে আশা হয় থাকি এই স্থান। যদি রাজা দয়া করি করেন বিধান ॥ এত যদি কহে তবে সেই কাঠুরিয়া। সন্তুষ্ট করেন রাজা চারি গ্রাম দিয়া ॥ পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা যায় মাঠোপরি। রাজমিস্ত্রী ডাকাইয়া বানাইল পুরী ॥ দো-মহল তে-মহল কত প্রস্থ হৈল। বাহিরে দালান তার গঠিয়া যে দিল ॥ ফটকে প্রহরী কত রহে চোপদার। দাস-দাসী হাতী ঘোড়া কত হৈল তার ॥

এদিকে সে গুণাধর শশীকলা প্রায়। দিনে দিনে বয়স তার বাড়িয়া যে যায় ॥ পঞ্চম বৎসর যবে শিশুর হইল। পণ্ডিত ডাকিয়া তার হাতে খড়ি দিল ॥ অল্পকাল মধ্যে শিশু হইল সেয়ান। সকল বিদ্যায় সে হইল গুণবান ॥ চারি বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র শিখিল ক্রমেতে। গীতা সাংখ্য নানাশাস্ত্র পড়ে বিধিমতে ॥ অস্ত্রবিদ্যা মল্লবিদ্যা সকল শিখিল। সর্ব্বগুণে গুণান্বিত গুণাধর হৈল ॥ যখন বয়স তার ষোড়শে পড়িল। কলিঙ্গেতে তিলোত্তমা উপনীত হৈল ॥ পথশ্রমে তিলোত্তমা হয়েছিল ক্লান্ত। কোথা যাই বলি সতী চিন্তিল একান্ত ॥ সম্মুখে দেখিল এক মন্দির সুন্দর। ত্বরা গিয়া বসি রহে তাহার

ভিতর ॥ কিছুক্ষণ বিশ্রামেতে দেখিতে যে পায়। সেইখানে এক যুবা প্রবেশ করয় ॥ যুবা আসি কহে তবে তিলোত্তমা প্রতি। কোথা হৈতে এলে মাতা কহ গো ভারতী ॥ আমার পিতার রাজ্য এই শিবালয়। অতিথি আইলে তারে অন্ন দিতে হয় ॥ কোথায় নিবাস তব কহ বিবরণ। কিবা হেতু ম্লান হেরি তোমার বদন ॥ আমার পিতার আছে জেন' এই পণ। আসিলে অতিথি হেথা করিতে যতন ॥ এত শুনি তিলোত্তমা যুবা প্রতি কয়। কহ গো বালক তব কিবা নাম হয় ॥ নাম মোর গুণাধর জগতে বিখ্যাত। হের এই বাটী মোর রাজপুরী মত ॥ তবে ত' সে তিলোত্তমা যুবায় কহিল। পূর্ব্ব হৈতে বাস তব হেথায় কি ছিল ॥ গুণাধর শুনেছিল পূর্ব্বাপর যাহা। সকলি কহিল সে তিলোত্তমায় তাহা ॥ সেই কথা শুনি সতী বুঝিতে পারিল। মম পুত্র তুমি বলি কান্দিতে লাগিল ॥ তিলোত্তমা বলে বাছা শুন গুণাধর। তোমার কারণে ভ্রমি দেশ-দেশান্তর ॥ পঞ্চ মাস গর্ভ যবে আমার উদরে। পিতা তোর বনবাস দিলেন আমারে ॥ বনে বনে ভ্রমি আমি একাকিনী হৈয়া। কাঠুরিয়া গৃহে আমি রহিনু আসিয়া ॥ সে কাঠুরা পরে করি কালের ক্ষেপণ। ক্রমে পূর্ণ গর্ভকাল হইল যখন ॥ দশ মাস দশ দিনে তুমি বাছা হৈলে। তখনি রাখি যে নাম গুণাধর বলে ॥ কাঠুরিয়া পুত্র এক জন্মে সেই দিনে। সদানন্দ বলি নাম তার যে রাখানে ॥ আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন। যাহাতে প্রত্যয় তব হইবে এখন ॥ তুমি বাছা যে সময় আমার কাঁন্দিতে। ঝরিত মাণিক্য তব নয়ন জলেতে ॥ তোমায় ছাড়িয়া বাছা তিলার্দ্ধ না যাই। কেমনে জানিল তাহা কাঠুরিয়া সই ॥ সদানন্দে কোলে দিয়া তোমা ধনে লৈয়া। নিশিযোগে

দোঁহে মিলি আসে পলাইয়া॥ কত দেশে খুঁজিলাম হইয়া অনাথী। কলিঙ্গ দেশেতে আজি পাইলাম নিধি॥ কোলে করি গুণাধরে কান্দিতে লাগিল। না কান্দহ মাতা তুমি আজি দুঃখ গেল॥ গুণাধর বলে আজি এইখানে থাক। কালি প্রাতে জানিব যা করে জগন্নাথ॥ খাদ্যদ্রব্য দিয়া উভে যায় গুণাধর। আপনার গৃহে গেল দুঃখিত অন্তর॥ দ্বারেতে কপাট দিয়া গৃহে প্রবেশিল। ছিল এক দাসী সে যে কাঠুরে কহিল। কাঠুরে আসিয়া তবে দ্বার ঠেলি কয়। কেন বাছা গৃহ মধ্যে কহ তা আমায়॥ গুণাধর বলে পিতা জিজ্ঞাসি তোমায়। না কহিলে প্রাণ আমি ত্যজিব হেথায়॥ তুমি মোর এক পুত্র না কহিব কেনে। কোন চিন্তা নাহি তোর আছ এ ভুবনে॥ গুণাধর বলে তবে সত্য কর আগে। তবে ত জিজ্ঞাসা করি মোরে তুমি পাবে॥ কাঠুরা করিল তবে সত্য অঙ্গীকার। যদি নাহি কহি তবে ধর্ম্ম আছে সার॥ কোলে এসো গুণাধর কি বলিবে তুমি। গুপ্তকথা যদি হয় তা' কহিব আমি॥ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গুণাধর হৃষ্টমন। দ্বার খুলি কাঠুরিয়ায় করে জিজ্ঞাসন॥ পথেতে দৈবজ্ঞ মোরে অনেক কহিল। মিথ্যা সত্য হয় বা কি কহিবে সকল॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্মে নোয়াইয়া মাথা। বৈকুণ্ঠ মাজি যে কহে গুণাধরের কথা॥

শুন শুন পিতা তুমি, নিবেদন করি আমি, দৈবজ্ঞ কহিয়া গেল মোরে। আমার কে পিতা মাতা, কেবা কহ সত্য কথা, তবে তুমি পাইবে আমারে॥ না কহিলে সত্য কথা, প্রাণ তেয়াগিব হেথা, সত্য মিথ্যা কথার কারণ। শুন ওরে গুণাধর, তুমি মোর একেশ্বর, সত্য তোরে বলিব বচন॥ বনে একাকিনী নারী, আইল আমার পুরী, পঞ্চমাস যখন উদরে। নাহি জানি

তোর পিতা, জনম হইল সেথা, সেই হৈতে আছ মোর ঘরে ॥ অষ্টম মাসের তুমি, স্বামী শোকে মরে ধনী, সেই হৈতে আছ মোর ঘরে। পুত্র স্নেহে পালি মোরা, আজি কেন স্বতন্তরা, শুন বাছা কহিলাম তোরে ॥ সত্য মিথ্যা বুঝিবারে, জিজ্ঞাসিলে আমাকারে, দৈবজ্ঞের কথা মিথ্যা নয়। এত বলি প্রবোধিয়া, কোলেতে বসাল নিয়া, গুণাধর আনন্দের প্রায় ॥ আনন্দে ভোজন কৈল, তাম্বুল কর্পূর খাইল, রত্নাসনে করিল শয়ন। গুণাধরে নিদ্রা নাই, উঠে বৈসে কত ঠাঁই, মাতা বলি নিল মোর মন ॥ উঠিয়া প্রভাত কালে, যেখানে জননী চলে, মায়ে গিয়া করিল প্রণাম। বাছা এলি গুণমণি, কোলে এসো যাদুমণি, এতদিনে নিধি যে পেলাম ॥ গুণাধর বলে মায়, দুঃখ দিল যে তোমায়, সর্ব্বনাশ করিব এখন। তিলোত্তমা বলে বাছা, কেন হেন বল মিছা, পুত্র স্নেহে করিছে পালন ॥ আমার কর্ম্মের ফলে, দুঃখ পাই মহীতলে, এবে দুঃখ ঘুচিল আমার। সদানন্দে তারে দিয়া, যাব বাছা তোরে নিয়া, কেন তারে দুঃখ দিব আর ॥ সেথা এক ছিল দাসী, কাঠুরেরে কহে আসি, উভযেতে আসে তার ঠাঁই। তিলোত্তমা দুঃখ দেখি, দোঁহে হয় অধোমুখি, এতদিনে এলো মোর সই ॥ দেখিয়া উভে কাকুতি, উভে করে শত নতি, কহে কিছু তিলোত্তমা তারে। সদানন্দে লহ তুমি, গুণাধরে লৈয়ে আমি, চলি যাব আপনার ঘরে ॥ এত শুনি হর্ষ হৈয়া, গুণাধরে তারে দিয়া, আপনার পুত্র নিল কোলে। কাকুতি করিয়া বাণী, তিলোত্তমা সই তুমি, পুত্র নিয়া দোঁহে ঘরে চলে ॥ লক্ষ্মীদেবী কৃপাবলে, গুণাধরে পায় কোলে, দেখি লক্ষ্মী হাসে মনে মনে। বসতি পাঁশকুড়া গ্রামে, মহকুমা তমলুক নামে, বৈকুণ্ঠ মাঝি ইহা ভণে ॥

তিলোত্তমা পুত্রে লৈয়া গমন করিল। পথে আসি লক্ষ্মী সনে মিলন হইল॥ লক্ষ্মী সনে যায় দোঁহে আনন্দে মাতিয়া। বনের মধ্যেতে তিনি উত্তরিল গিয়া॥ সন্ধ্যা সমাগত দেখি বৃক্ষতলে বসি। বিচার করিল লক্ষ্মী মনে মনে হাসি॥ কিঙ্করীকে ডাকি লক্ষ্মী দিল অনুমতি। বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আন অতি শীঘ্রগতি॥ লক্ষ্মীমাতা ডাকে তুমি চলহ ত্বরিতে। বিশ্বকর্ম্মা চলি যায় কিঙ্করীর সাথে॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্মে নোয়াইয়া মাথা। আশীর্ব্বাদ করে লক্ষ্মী বিষ্ণুর বনিতা॥ লক্ষ্মীমা বলেন শুন বিশ্বকর্ম্মা তুমি। গুণাধর তরে পুরী গঠহ আপনি॥ ত্রেতাযুগে গঠন কৈলে রামচন্দ্র পুরী। বানাইয়া দিলে চিত্র বুদ্ধের ভাণ্ডারী॥ দ্বাপরে গঠন কর দ্বারকা-নগর। ইন্দ্রের অমর পুরী জিনি শশধর॥ বিরাট-নগরে দিলে বিনন্দের পুরী। বানাইয়া ছিলে কত চিত্র বিচিত্র করি॥ প্রসাদ দিলেন লক্ষ্মী তারে দিয়া পান। অষ্টাদশ ক্রোশ জুড়ি করে যে নির্ম্মাণ॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্মে নোয়াইয়া মাথা। প্রণমিয়া গঠন আরম্ভ কৈল তথা॥ পাহাড় পর্ব্বত আনে পবন-কুমার। বিশ্বকর্ম্মা প্রাচীর গড়িল চারিধার॥ ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি শশধর। গড়িল অনেক মেলা মহল ভিতর॥ ঈশানে তুলিল লক্ষ্মী পূজার বাসর। দশ অবতার লিখে দেউল উপর॥ দ্বারেতে কপাট দিল পরশ করিয়া। লক্ষ্মী মার পুরী দিল নিমিষে গঠিয়া॥ সপ্তদ্বার মধ্যে কাছারী মহল খান। সিংহাসনের করিল বিচিত্র গঠন॥ নগর বাজার গঠি দিল নানা পুরী। বানাইয়া দিল চিত্র তাহার উপরি॥ সোনা রূপা মরাই বান্ধিল কত ঠাঁই। লক্ষ্মী যার ঘরে থাকে বলিহারি যাই॥ বিশ্বকর্ম্মে বিদায় কৈল শ্রীলক্ষ্মী সুন্দরী। পুরী মধ্যে রহে তিনি হইয়া

ভাণ্ডারী ॥ দ্বারেতে প্রহরী রাখে নানা চোপদার। সৈন্য সামন্তের বহু করিল ব্যাপার ॥ হাতী ঘোড়া দোলা কত পরে সে দুয়ারে। কর্ণ সম দাতা হয় লক্ষ্মীমার বরে ॥ শুভদিন করি লক্ষ্মী দিলা রাজটীকা। গুণাধর রাজার নামে পড়ে যায় ঘটা ॥ কত রাজার মুল্লুক কাড়ি লয় বলে। পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা বসে কুতূহলে ॥ এইরূপে রাজনীতি সকল শিখিল। তিলোত্তমা প্রতি লক্ষ্মী ডাকিয়া কহিল ॥ সরোবর দেহ এক বাহিরে তোমার। তব পতি আনি দিব কহিলাম সার ॥ গুণাধরে ডাকি তিনি কহিল বচন। মন্ত্রী ডাকি আজ্ঞা দিলা করিতে খনন ॥ গুণাধর রাজা এবে সরোবর দিবে। শুনিয়া রাজ্যের লোক ধায় অতিবেগে ॥ শুভদিন দেখিয়া আরম্ভ কৈল তথা। নগরে নগরে ঢ্যাঁড়া পিটাইল যথা ॥ কত দেশ হৈতে লোক আসে অগণন। তেমহলায় বসি সতী করে নিরীক্ষণ ॥ দেশ দেশান্তর লোক আইল ধাইয়া। নিরানন্দে আনন্দ সে বারতা পাইয়া ॥ ছয় ভাই বলে হেথা দুঃখে দিন চলে। ছোট বধূ যে অবধি বনবাসে গেলে ॥ পূর্ব্বের অধিক দুঃখ মোদের ঘটিল। অন্নহীন জীবনেতে সকলি বিফল ॥ গুণাধর রাজা নাকি সরোবর দিবে। চল ভাই সবে যাই উদর পুরিবে ॥ বিচারিয়া সাত ভাই গমন করিল। সরোবর তীরে গিয়া উপনীত হৈল ॥ মজুর হাজির হৈল তাহার সহিতে। সাত ভাই মাটী কাটি লাগিল বহিতে ॥ হেথা বধূ তিলোত্তমা তেমহলে বসি। আপন স্বামীরে দেখি মনে মনে হাসি ॥ সাত ভাই দেখি সতী হরষিত হয়। দাসী দিয়া গুণাধরে ডাকিয়া যে কয় ॥ গুণাধরে ডাকি বলে শুনরে বারতা। ওই সাত জনে তুমি আন ত্বরা হেথা ॥ রাজ-আজ্ঞা পেয়ে সেনা সাত জনে ধরি। গুণাধর

কাছে আনে করি জারি-জুরি ॥ সাত ভাই রাজসভা দেখি চমৎকার। দেহে প্রাণ আছে মাত্র কি বলিবে আর ॥ গুণাধর দেখিল যে দীন সাতজন। অন্নহীন বস্ত্রহীন থাকয়ে যেমন ॥ নাপিত ডাকাইয়া সে খেউরী করাইল। তৈল ও হরিদ্রা দিয়া মলিন তুলিল ॥ স্নান করাইয়া বস্ত্র দিল সাত জনে। মিষ্টান্ন ভোজন সবে করায় যতনে ॥ এই পালা যেবা শুনে প্রতি গুরুবারে। ধন ধান্য বাড়ে তার লক্ষ্মীমার বরে ॥ ইহ জন্মে সুখে থাকে দুঃখ বিমোচন। একান্তে বসিয়া যেবা করয়ে স্মরণ ॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম ধরিয়া মস্তকে। পয়ার প্রবন্ধে বৈকুণ্ঠ মাজি পালা লিখে ॥

সাত জনে বলে ভাই, পালাবার পথ নাই, সবাকার বধিবে জীবন। এলাম রাজার বাসে, ঘর হৈল দূর দেশে, বুঝি রাজা দিবে বলিদান ॥ কেবা আছে পিতা মাতা, কাহারে বা কহি হেথা, বিপাকাতে হারলাম প্রাণ। সঙ্গে আছে সেনাগণ, পুছে তারে সারাক্ষণ, ধরে আন কিসের কারণ ॥ সেনাগণ বলে ভাই, মোরা কিছু জানি নাই, জিজ্ঞাসিতে নাহিক শকতি। মনে ভাবে সাতজনে, ধরে আনে তবে কেনে, নাহি বুঝি কি হইবে গতি ॥ ঋষি মুখে শুনি আমি, যক দিবে নৃপমণি, সরোবর খনিয়া তাহাতে। রজনীতে শাস্ত্রমত, নানা সুখে ভুঞ্জায় কত, শেষে প্রাণ লইবে পশ্চাতে ॥ শ্রীমন্ত সিংহলে যেন, রাজা সেই শালিবান, মশানে কাটিতে আজ্ঞা দিল। দাসী পুত্র মহাতেজা, রক্ষা কৈল দিয়া পূজা, রাজা তারে কন্যা দান দিল ॥ আমরা যে সাত ভাই, দেব দেবী পূজি নাই, এ বিপদে রক্ষা করে কেবা। শ্রীমধুসূদন বলি, ডাক দেখি বাহু তুলি, তাহা বিনে আর আছে কেবা ॥ অজামিল পাপী ছিল, দীনবন্ধু তরাইল, কোলে করি

মুক্তিপদ দিল। আছি যে পাতকী মোরা, দুঃখেতে জীবন সারা, এ বিপদে রক্ষা যে করিল॥ তিলোত্তমা মনে গণি, গুণাধরে ডাকি আনি, কহিলেন সব বিবরণ। আসিয়াছে তব পিতা, ব্রাহ্মণ ডাকিয়া হেথা, করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন॥ কারে কিছু না কহিবে, এ কথা গোপন রবে, শেষে আমি দিব পরিচয়। কোন মতে তব পিতা, নাহি জানে এ বারতা, গোপনেতে রেখো সমুদয়॥ তোলা জলে করে স্নান, মিষ্ট আদি জলপান, অন্ন যোগাইতে ব্রাহ্মণেরে। পায়স পিষ্ঠক আদি, ক্ষীর সর ছানা দধি, অফুরন্ত খাইবারে নারে॥ রতন পালঙ্কোপরে, নিদ্রা যায় অকাতরে, রতন প্রদীপ তাহে জ্বলে। আপনার কাছে আনে, বসায়ে রাখে সেখানে, মনোদুঃখে ভাসে নয়ন জলে। এসব দেখিয়া মনে, ভাবে তারা সাতজনে, কি হবে উপায় নাহি দেখি। গোপাল যে একজন, চতুর সে বিচক্ষণ, প্রাতঃকালে ধর্ম্মে করি সাক্ষী॥ গুণাধর আগে গিয়া, করপুটে দাণ্ডাইয়া, নিবেদন শুনহ রাজন্। নাহি করি কাজকর্ম্ম, নিত্য নাহি খাই অন্ন, এই হেতু চঞ্চলিত মন॥ শুনিয়া সে সব কথা, তিলোত্তমা আছে যথা, গুণাধর কয় বিবরণ। তিলোত্তমা বলে বাণী, শুন বাছা গুণমণি, অন্দরেতে করাহ ভোজন॥ আচরণ করে যেই, ধন ধান্য পায় সেই, তারে নাহি ছাড়ে লক্ষ্মীমাতা। লক্ষ্মীপদ করি ধ্যান, বৈকুণ্ঠ রচিলা গান, দোষ ক্ষম সমুদ্র দুহিতা॥

গুণাধর রাজা তবে বাহিরে আসিয়া। নিমন্ত্রণ করে বিপ্র অতি ব্যস্ত হৈয়া॥ অতীব যতনে লক্ষ বিপ্রে যে খাওয়ায়। জন প্রতি দশ তঙ্কা দক্ষিণা যে দেয়॥ পরে পিতা জ্যেঠাগণে ডাকিয়া আনিল। খাইবার তরে সবে যত্নে বসাইল॥ গোপালে পৃথক করি অন্দরে বসায়। যতন করিয়া সবে খাইবারে দেয়॥ মুখামুখি

ছয়জনে করেন ভোজন। সেইকালে তিলোত্তমা আইল তখন॥ পতির পাতেতে সতী অন্ন দিয়া যায়। আর সব পাতে অন্যজনে অন্ন দেয়॥ গোপাল হেরিয়া তারে মনে মনে ভাবে। একি বিপরীত দেখি তিলোত্তমা হবে॥ অঙ্গে অলঙ্কার আছে বলিতে না পারি। চরণের চিহ্ন তার এই ব্যবহারি॥ রাজার অন্দর এই রাজার অন্দর। কেমনে বলিতে পারি দেখি মনোহর॥ তিলোত্তমা বনবাস মনেতে পড়িল। গোপালের হাতে অন্ন অন্নি রৈয়া গেল॥ তিলোত্তমা বলে মোর কি দোষ দেখিয়া। হাতে অন্ন করি তুমি রহিলে বসিয়া॥ গোপাল বলেন শুন আমার বচন। আমার সে পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ॥ এক ভার্য্যা ছিল যে গো আমার মন্দিরে। নিত্য নিত্য অন্ন লৈয়া খেতে দিত মোরে॥ ভ্রাতৃ-জায়াদের কথায় ভুলায়ে আমারে। কর্ম্মদোষে বনবাস দিলাম তাহারে॥ যে অবধি বনবাস দিলাম তাহারে। রাঁধা ভাত নাহি মিলে দ্বাদশ বছরে॥ দেখিয়া তোমায় মোর হইল স্মরণ; এতেক ভাবনা করি এই সে কারণ॥ তিলোত্তমা বলে আর না ভাবিহ তুমি। বনবাস দিলে মোরে অভাগিনী আমি॥ পঞ্চমাস গর্ভবাস আমার যে ছিল। গুণাধর মহারাজ তাহাতে জন্মিল॥ পরের কথায় ভুলে আমারে ত্যজিলে। অর্দ্ধ অঙ্গ হই আমি মোরে না পুছিলে॥ দেখহ চৈতন্য বৃক্ষে সর্প আছে বেড়ি। পবন আহারে থাকে সঙ্গ নাহি ছাড়ি॥ গোপাল বলিল যদি গরুড় ব্যাজ করে। চৈতন্যের বৃক্ষ ছাড়ি সে পলায় দূরে॥ তিলোত্তমা বলে দেখ পদ্ম বিকসিত। অলিগণ মধুপানে ধায়েন ত্বরিত॥ দিবাভাগে মধু খায় মত্ত হৈয়া তাতে। রবি অস্তে মুদিত সে ভ্রমর সহিতে॥ ভ্রমর হইয়া বসি পদ্মের

ভিতরে। তুমি ত ত্যজিলে মোরে না ত্যজিলে তারে॥ হেমের উদয় কাল যবে হৈল আসি। পত্রের সহিত পদ্ম যায় ত' বিনাশী॥ ভ্রমর লাগিয়া ছিল কি করিল তার। সে স্থান ত্যজিয়া যায় দেখ স্থানান্তর॥ হরিশ্চন্দ্র রাজা ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া। স্ত্রীকে বেচিল সেই দক্ষিণা লাগিয়া॥ তেমন তোমার আমি কথা না শুনিয়া। দৈবযোগে তোমায় আমি বনবাস দিয়া॥ নলরাজা ছিল দেখো পাশাকে হারিয়া। দময়ন্তী সহিত সে অরণ্যে আসিয়া॥ দময়ন্তী ত্যাগ করি করিল চাকরী। একাকিনী হৈয়া বামা বনে বনে ফিরি॥ কত না পাইল দুঃখ ভারত পুরাণে। দময়ন্তী পাইল পতি অনেক যতনে॥ এত শুনি পতিবাক্য নতি স্বরে বোলে। গুণাধর আসিয়া দাণ্ডায় সেইকালে॥ তিলোত্তমা বলে বাছা এই তব পিতা। ইহার কারণে আমি সদা করি চিন্তা॥ পিতার চরণে শিশু করিল প্রণাম। কোলে বসাইয়া কৈল বদন চুম্বন॥ ছয় ভাই আসি উপনীত সেইকালে। আনন্দিত হৈয়া লয় গুণাধরে কোলে॥ তিলোত্তমা প্রতি চাহি মিনতি করিয়া। বলে আমা পাল মাতা পূর্ব্ব বিস্মরিয়া॥ ছয় ভার্য্যা সবে যদি পার ত্যজিবারে। তবে তো পালিব আমি শুন করাবরে॥ সেই বাক্য শুনি সাত পত্নী ত্যাগ কৈল। পুনরায় সবাকার বিভা সে যে দিল॥ গুণাধর রাজ্য করে আনন্দিত মন। প্রজার পালন করে পুত্রের সমান॥ দোষ গুণ দেখি সবে করে বিবেচনা। যার যে উচিত শাস্তি দেয় সর্ব্বজনা॥

গুণাধরে ডাকি লক্ষ্মী বলেন তখন। বর মাগ যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ গুণাধর বলে তুমি যদি বর দিবে। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে সর্ব্বক্ষণ রবে॥ বিভীষণে পদাঘাত রাবণ করিল। তার স্কন্ধ ত্যজিতে রাবণ বধ হৈল॥ এমত প্রকার বাপু না কর কখন।

তোমার স্কন্ধেতে সদা আছি সর্ব্বক্ষণ॥ প্রতি গুরুবারে পূজা আমার করিবে। আচার ত্যজিয়া তুমি কভু না থাকিবে। অতিথি বিমুখ আর কুটুম্ব সেবন। কাতর না হৈবে তুমি শুন বিবরণ॥ গুরুবারে সবে মিলি নিরামিষ খাবে। প্রতি মাসে একাদশী কভু না ছাড়িবে॥ প্রাতঃকালে ছড়া ঝাট নিত্য সন্ধ্যা দিবে। গুরুবারে মাছ পোড়া কভু নাহি খাবে॥ রজঃস্বলা নারী কভু না কর গমন। রাত্রে দধি অন্ন কভু না কর ভোজন॥ এই সব কথা তুমি করো না হেলন। সতত থাকিব আমি তোমার ভবন॥ গুরুবারে এই পালা যেইজন পড়ে। সে জনার অপরাধ ক্ষমি বারে বারে॥ আমার চরিত্র যেবা লিখে রাখে ঘরে। অবশ্য না ছাড়ি আমি সেই ত' জনারে॥ এই পালা যেবা নারী করিবে স্মরণ। তখনি করি যে তার দুঃখ বিমোচন॥ সধবা শুনিলে হয় সাবিত্রী পদে মতি। বিধবা শুনিলে হয় গোবিন্দে ভকতি॥ ব্রাহ্মণে শুনিলে ব্রহ্মকর্ম্মে থাকে মন। ক্ষত্রিয় শুনিলে জয় করে গিয়া রণ॥ বৈশ্য সে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মন। শূদ্র হৈয়া শুনে যদি লক্ষ্মী অধিষ্ঠান॥ এই কথা শুদ্ধ মনে শুনে যেইজন। তাহারে করেন কৃপা লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ গুণাধর রাজা তবে করিলা প্রণাম। বর দিয়া লক্ষ্মীমাতা হৈলা অন্তর্ধান॥ এই পালা যেইজন সন্ধ্যাকালে পড়ে। সর্ব্ব দুঃখে মুক্ত হৈয়া যায় ভবপারে॥ লক্ষ্মীর মহিমা বৈকুণ্ঠে মাজি যে গায। সবে মিলি হরি বল পালা হৈল সায়॥

ইতি তিলোত্তমার পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মীদেবীর দ্বারকা পালা ॥



বৈকুণ্ঠ ধামেতে বসি লক্ষ্মীনারায়ণ। নানাবিধ বাক্যালাপে হন নিমগন॥ এইরূপে আলাপনে কিছুকাল যায়। অতঃপর নারায়ণ লক্ষ্মী-প্রতি কয়॥ কহ লক্ষ্মী কোন স্থানে করহ গমন। কার প্রতি সদা তব অতীব যতন॥ সবিশেষ করি এবে কহ দেবী তুমি। যতনেতে তব কথা শুনিব যে আমি॥ এতেক কহিলা যদি দেব নারায়ণ। এত শুনি লক্ষ্মীদেবী হৃষ্ট হয় মন লক্ষ্মী কহে আমি থাকি সদাচারি কাছে। কু-আচারীগণে আমি সদা রাখি পিছে॥ উহাদের কাছে আমি কভু নাহি থাকি। তিলেক ওদের প্রতি দৃষ্টি নাহি রাখি॥ যেই নারী ভক্তিমনে সেবযে পতিরে। তাহারে বৈকুণ্ঠে রাখি যুগ-যুগান্তরে॥ এতেক বলিলা যদি দেবী নারায়ণী। শুনিয়া কহিল তবে দেব চক্রপাণি॥ নারায়ণ কহে লক্ষ্মী শুন দিয়া মন। কহিতেছি এক কথা তোমারে এখন॥ তিন-কল্প রবে তুমি ভক্তের মন্দিরে। এক-কল্প রবে আসি দ্বারকা নগরে॥ ইহার অন্যথা প্রিয়ে কভু না

করিও। ভুলিয়া আমারে তুমি দুঃখ নাহি দিও॥ নারায়ণ বাক্যে লক্ষ্মী দিলা প্রতিশ্রুতি। তিন-কল্প আসি করে মরতে বসতি॥

প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী গোবিন্দের পায়। চঞ্চল সারদা লক্ষ্মী মরতে যে যায়॥ প্রবেশ করিলা দেবী বৈভব নগরে। গেলেন সে লক্ষ্মীদেবী বিপ্রের মন্দিরে॥ দ্বারেতে প্রবেশ কৈলা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী। জড় হৈয়া খই ভাজে যতেক ব্রাহ্মণী॥ লক্ষ্মী বলে মরতেতে কেন দিলাম পা। ব্রাহ্মণীদের রঙ্গ দেখি জ্বলে উঠে গা॥ দ্বারে দ্বারে গিয়া লক্ষ্মী দেখে সর্ব্ব ঠাঁই। কার দ্বারে ছড়া ঝাট কিছু পড়ে নাই॥ ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মী ফিরে পুনঃ পুনঃ। ছিরাচণ্ডালিনীর কথা মন দিয়া শুন॥ রচিল বৈকুণ্ঠ গীত লক্ষ্মীর চরণে। সেবকে সদয় লক্ষ্মী হইবে আপনে॥

জাতি চণ্ডালিনী সেই কিছুই না জানে। এক চিত্তে ভজে দেখ লক্ষ্মী-নারায়ণে॥ তৈল বিহনেতে তার গাত্রে উড়ে খড়ি। অন্ন বিনা দেখ তার অঙ্গ শুষ্ক দড়ি॥ পরিধান মাত্র তার বস্ত্র দুইখানি। বহু দুঃখে কাল কাটে ছিরাচণ্ডালিনী॥ তঙ্কা বিনা চণ্ডালিনী অন্ন নাহি পায়। পূর্ব্বেতে সুদামা যেন ব্রাহ্মণ তনয়॥ পানিফল কেশুর আনিয়া সন্ধ্যাকালে। অর্দ্ধগুলি দেয় ছিরা অতিথির থালে॥ তিন পুত্র লৈয়া সুখে করয়ে ভোজন। তৃণ পাতি ভূমিতলে করে যে শয়ন॥ রবির কিরণ নাই গগন-মণ্ডলে। অতি প্রাতঃকালে ছিরা ছড়া ঝাট দিলে॥ লক্ষ্মী পাদপদ্ম দ্বারে রাখিছে লিখিয়া। সেইকালে লক্ষ্মীদেবী দাঁড়ান আসিয়া॥ হাত ধুইবারে গেছে ছিরাচণ্ডালিনী। দাঁড়ালেন সেইখানে লক্ষ্মীঠাকুরাণী। আচরণ দেখি লক্ষ্মী তৃপ্ত কলেবর। যেমন গোবিন্দ গেলা চণ্ডালের ঘর॥ সেইখানে লক্ষ্মীদেবী

জুড়াইল দেহ। চণ্ডালিনী বিনা মর্ত্ত্যে ভক্ত নাহি কেহ॥ সভা করি বসিলেন লক্ষ্মীঠাকুরাণী। সেইকালে আসে গৃহে ছিরা-চণ্ডালিনী॥ রূপ হেরি চণ্ডালিনী আশ্চর্য্য মানয়। কোথা ঘর কিবা নাম মাগে পরিচয়॥ লক্ষ্মী বলে ভয় নাই ছিরাচণ্ডালিনী। কৃপা করি আসিয়াছি আমি নারায়ণী॥ সদাকাল দুঃখ পাও দেখিতে না পারি। আজ হৈতে এসো সই তোমা কোলে করি॥ এসো সই আগে তুমি মেগে লহ বর। তোমা বর দিয়া যাব বৈকুণ্ঠ-নগর॥ ছিরা বলে তঙ্কা কড়ি কিছু নাহি চাই। মরিলে যে তব পদ আমি যেন পাই॥ এই বর মাগি আমি ও চরণতলে। মরিবার কালে জিহ্বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥ দয়া করি দুঃখিনীরে যদি দিবে ধন। তবে আর হবে নাই কৃষ্ণের ভজন॥ দৃষ্টি করে পুনর্ব্বার সমুদ্র-ঝিয়ারী। কৃপা করি দিল মাতা কুবেরের গাড়ি॥ সুবর্ণের পীড়া দিল আর সিংহাসন। বলে এতে বসি কর শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥

এইরূপে আছে লক্ষ্মী চণ্ডালের ঘরে। দৈবযোগে বলরাম দেখিলেন তাঁরে॥ ক্রোধে কম্পমান অঙ্গ জগন্নাথে কয়। লক্ষ্মী রঙ্গ দেখি মোর অঙ্গ জ্বলে যায়॥ লক্ষ্মীর চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি। তোরে ছাড়ি যায় লক্ষ্মী চণ্ডালের বাড়ী॥ দ্বারকার যত ধন করি নিছে চুরি। কুবের জিনিসা কৈল চণ্ডালের বাড়ী॥ লক্ষ্মী লৈয়া সুখে ঘর কর গোবিন্দাই। গৃহবাসে কাজ নাই বনবাসে যাই॥ বলরাম হাত ধরি নারায়ণ কয়। আমাদের হৈতে ভাই ভার্য্যা বড় নয়॥ তার তরে মনে কেন গণিব হুতাশ। ঘরে বসি থাক তুমি দিব বনবাস॥ এইরূপে দুইজনে ক্রোধে বসি থাকে। লক্ষ্মীদেবী এলো ঘরে প্রভু সে যে দেখে॥ ধরিয়া লক্ষ্মীর করে মারে দেখ ছড়ি। ছিড়ে গেল শাড়ী লক্ষ্মী

ধুলায় গড়াগড়ি ॥ কতক্ষণ ভূমে পড়ি করিল রোদন। উঠিলেন লক্ষ্মীমাতা মুছি সে নয়ন ॥ বলে কি কারণে প্রহারিলে দামোদর। কৃষ্ণ বলে কেন গেলে চণ্ডালের ঘর ॥ চণ্ডালের বাড়ী কেন গিয়াছিলে লক্ষ্মী। দেখিল ভাশুর তোর লজ্জা হৈল নাকি ॥ লক্ষ্মী বলে মুখে যদি এঁটে কথা কয়। তবে সে মেয়ের বুকে জেগে থাকে ভয় ॥ অকারণে আমাকে মারিলে ভাশুর মার খেলে মেয়ের বুকে নাহি থাকে ডর ॥ আমারে মারিলে নাহি ভয় তাতে কই। তুমি যেমন লম্পট আমি তেমন নই ॥ বৈকুণ্ঠ ছাড়ি যে বলে তুমি দাও বর। রচিল লক্ষ্মীর ব্রত সুখে কবিবর ॥

বাতুল হইয়া ছিলে রাধিকার দায়। পীতধড়া দিয়া গলে ধরেছিলে পায় ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই ব্রহ্মা তব তারে আমি জানি। অঙ্গ হৈতে জাত তার করিল মোহিনী ॥ কোনগুণে লোক তারে প্রজাপতি কয়। আপনার কন্যা দেখি আপনি মোহয় ॥ শিব নামে ভাই তব বস্ত্র নাহি পরে। তাহারে দেখহ সদাই কুচনীর ঘরে ॥ ব্রজে তুমি লীলা কৈলে লইয়া গোপিনী। শ্রীরাধিকা কেবা তব আয়ান গৃহিণী ॥ কোন লাজে কথা কও কিছু বুঝি নাই। না রাখ সম্বন্ধ কিছু বলিহারী যাই ॥ রাম অবতারে আমি হয়েছিনু সীতা। গুহক চণ্ডাল সনে করেছিলে মিতা ॥ ঐ তোমার বলরাম ভাই ছিল সাথে। ফলমূল খাইলেন গুহকের হাতে ॥ শুনি শ্রীগোবিন্দ কন এত হৈল ভাল। রাবণ হরিল তোমা তার কথা বল ॥ লক্ষ্মী বলে কহ তুমি কিবা না করিলে। অগ্নিতে পরীক্ষা করি তবে সঙ্গে নিলে ॥ ঐ তোমার বলরাম রেবতীরমণ। তোমারে সে অন্ন দিল করিয়া রন্ধন ॥ আপনাকে

চিন নাই শুন জগন্নাথ। ক্ষত্রকুলে জন্মি খেলে গোয়ালার ভাত ॥ উচিত কহিতে লক্ষ্মী না করিবে রোষ। কেবল দেখাও তুমি মোর যত দোষ॥ এতেক শুনিয়া প্রভু লক্ষ্মীকে বৈমুখ। দূর হও লক্ষ্মী তোর না দেখিব মুখ॥ লক্ষ্মী বলে তবে কেন বিভা কৈলে মোরে। কি দোষ দেখিয়া প্রভু মারিলে আমারে॥ এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র দিলেন উত্তর। এই দোষ গিয়াছিলে চণ্ডালের ঘর॥ লক্ষ্মী বলে বটে প্রভু কি আর বলিব। জানা গেল তোমার বিপত্তি এই সব॥ কান্দিয়া কৃষ্ণের পায় মাগেন বিদায়। লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম বৈকুণ্ঠ মাজি গায়॥

বড় সাধ ছিল এই অভাগিনী মনে। অভাগিনী হৈল দাসী গোবিন্দ চরণে॥ অঙ্গ আভরণ লহ গোবিন্দ গোঁসাঞি। যোগিনীর বেশ ধরি বনবাসে যাই॥ লহ সব অলঙ্কার মোর কার্য্য নাই। তব নাম গাহি আমি ভিক্ষা মাগি খাই॥ যেই দিকে যাবে চক্ষু সেই দিকে যাব। ইহাতে বাঁচিব না হয় মরিয়া যাইব॥ অঙ্গ আভরণ দিল গোবিন্দের হাতে। লক্ষ্মীদেবী যায় বনে কান্দিতে কান্দিতে॥ আসি যত দ্বারকার লোক লক্ষ্মীকে ধরে। বলে দেবী চল তুমি মোদের এ ঘরে॥ কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মী বলেন তখন। আর না দেখাব আমি গোবিন্দে বদন॥ তোমা সবে দুঃখ পাও মোর কথা রেখো। দুঃখ পেলে একবার গোবিন্দ বলে ডেকো॥ যথা থাক কৃষ্ণ নাম করিবে স্মরণ। আনন্দে থাকিবে বৈসে দুঃখ পাবে কেন॥ এতেক বলিয়া লক্ষ্মী করিল গমন। হরিশ্চন্দ্র কাননেতে দিল দরশন॥ বিমলা ব্রাহ্মণী ছিল লক্ষ্মীমার দাসী। লক্ষ্মীর বিপদ কালে মিলিলেক আসি॥ বিশ্বকর্ম্মে ডাকি লক্ষ্মী দিল অনুমতি। এই বনে বাড়ী গঠি দেহ শীঘ্রগতি॥ আশীর্ব্বাদ

লৈয়া বিশ্ব করিল গঠন। ডাক দিয়া আনিলেন পবননন্দন॥ রাম অবতারে বাছা ছিনু আমি সীতা। এত শুনি হনুমান নত করে মাথা॥ রাম অবতার কথা জানহ সকল। চৌদ্দ বছর বনবাসে পরেছি বাকল॥ আমার দুঃখের কথা হনুমান লহ। দ্বারকার সব ধন আনি মোরে দেহ॥ হনু বলে যাব নাহি দ্বারকা-নগরে। ঠক সে ঠাকুর মোরে ঠেঙ্গা লৈয়া মারে॥ নিদ্রারে ডাকিয়া লক্ষ্মী দিলা অনুমতি। রাম কৃষ্ণ দুই ভায়ে ধর শীঘ্রগতি॥ এত শুনি নিদ্রা গিয়ে করে আক্রমণ। লৈয়ে আনে যত ধন পবন-নন্দন॥ জগন্নাথ বলরাম পর্ব্বত প্রমাণ। ধগলে দ্বারকা নিল বীর হনুমান॥ হীরা নীলা মতি আর পরশ পাথর। বোঝা বোঝা বান্ধি লৈল পবন-কুমার॥ ক্রমে ক্রমে কতদিনে আনিল সকল। যাইতে না পারে বীর হইল দুর্ব্বল॥ লক্ষ্মী বলে হনুমান বলিরে তোমারে। একবার যেতে হবে দ্বারকা-নগরে॥ হাঁড়ি ফেলি খেয়ে এসো যত পান্তা ভাত। সুবর্ণ-পালঙ্ক আন ফেলি জগন্নাথ॥ আজ্ঞা পেয়ে গেল বীর দ্বারকা-নগরে। প্রবেশ করিল গিয়া রন্ধনের ঘরে॥ হাঁড়ি ফেলি দিয়া সব খায় পান্তা ভাত। শয্যা আনিবারে গেল যথা জগন্নাথ॥ জগন্নাথ শুয়ে আছে বলরাম কোলে। উদয়ে দেখয় যেন গগন মণ্ডলে॥ তাহা দেখি কান্দিতে লাগিল হনুমান। কিরূপে ফেলাব ভূমে প্রভু ভগবান॥ মাথে হাত দিয়া কান্দে পবন-কুমার। আজ্ঞা পেয়ে গীত রচে লক্ষ্মীর কিঙ্কর॥

ধরিয়া গোবিন্দ পায়, হনু তড়বড়ি যায়, বলে প্রভু অখিলের পতি। মোরে কি করিতে বল, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল, বনে পাঠাও আপনি সে সতী॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র

গণে, যোগে যাঁরে না পায় ধ্যানে, সেই কৃষ্ণ গোকুলের মণি। কিছু মোর দোষ নাই, শয্যা আমি লৈয়ে যাই, বাম তোমা লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥ ধারা বহে দুনয়নে, অতি শীঘ্র তৃণ আনে, যতনে পাতিল সেইক্ষণ। রামকৃষ্ণ করি কোলে, ভাসি নয়নের জলে, শোয়াইল বীর হনুমান॥ পূর্ব্বে রাম জটাধারী, বনেতে বাকল পরি, চৌদ্দ বছর হৈলা বনচারী। গেলে হে কানন পথে, সীতা ছিল তব সাথে, এখন কি কৈলে প্রভু হরি॥ ভূমে ফেলি জগন্নাথে, শয্যা তুলি নিল মাথে, লৈয়া দিল লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ। লক্ষ্মীমার পদদ্বয়, বন্দিয়া বৈকুণ্ঠ কয়, সেইকালে রজনী প্রভাত॥

শনিরে ডাকিয়া লক্ষ্মী দিল অনুমতি : রামকৃষ্ণ দুই ভায়ে ধর শীঘ্রগতি॥ এই আজ্ঞা যদি করে লক্ষ্মীঠাকুরাণী। আজ্ঞা পেয়ে আসে তবে সূর্য্যসুত শনি॥ উত্তরিল গিয়া শনি যথা জগন্নাথ। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল তবে রজনী প্রভাত॥ গোবিন্দ ডাকিয়া বলে শুনহ বলাই। দারুণ ক্ষুধায় মরি প্রাণ বাঁচে নাই॥ জগন্নাথ বাক্য শুনি বলরাম কয়। আজি কেন ঘর দ্বার দেখি শূন্যময়॥ রেবতীকে কৃষ্ণ তবে আনে ডাক দিয়া। প্রভাত হয়েছে তুমি পাক কর গিয়া॥ তৈলের ভাণ্ডেতে গিয়া উঁকি মারি চায়। শূন্য ভাণ্ড আছে পড়ি তৈল নাহি তায়॥ গোবিন্দ বলেন দুঃখে কর পরিত্রাণ। আজিকার মত তুমি কর রুক্ষ স্নান॥ রুক্ষ স্নান রেবতী করিল সরোবরে। প্রবেশ করিল গিয়া রন্ধনের ঘরে॥ নিরীক্ষণ করিল রেবতী তাড়াতাড়ি। ভূমিতলে যত হাঁড়ি যায় গড়াগড়ি॥ প্রবোধ করিল তাঁকে দেব চক্রপাণি। এ হাঁড়িতে অন্ন তুমি রান্ধহ আপনি॥ চাউলের ভাণ্ডারেতে উঁকি মারি চায়। শূন্য ভাণ্ড

আছে পড়ি চাল নাহি তায় ॥ কি পাক করিতে বল গোবিন্দ গোঁসাঞি। প্রথমে যে পাতে দিব তাহা ঘরে নাই ॥ রেবতীর এই বাক্য শুনিয়া তখন। গোবিন্দ বসিয়া তবে ভাবে মনে মন ॥ বলরাম বলে শুন জগন্নাথ ভাই। নগর ভিতরে চল ভিক্ষা মাগি খাই ॥ বলরাম সাথে যায় ভাই বনমালী। ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ কান্ধে করি ঝুলি ॥ ক্রমে ক্রমে বলহীন দুটি ভায়ের গায়। চলিতে শকতি নাই লাঠি ধরি যায় ॥ ইন্দ্র সনে বাদ করি ধ'রি ছিল গিরি। এখন হইল কৃষ্ণ নাচের ভিখারী ॥ আগে আগে বলরাম পাছে গদাধর। প্রবেশ করিল গিয়া অবন্তী নগর ॥ গৃহীকে ডাকিয়া বলে মোর বাক্য লহ। ক্ষুধায় আকুল মোরা খেতে কিছু দেহ ॥ সেরেক চাউল দিল বড় এক হাঁড়ি। সেই লৈয়া বলরাম চুল্লি তৈরী করি ॥ তাহা লৈয়া বলরাম করিতে রন্ধন। বনে বনে কাষ্ঠ ভাঙ্গে ব্রহ্ম-সনাতন ॥ ডাকিয়া শনিকে লক্ষ্মী দেয় অনুমতি। হাঁড়ি ভাঙ্গি চাল খাও গিয়া শীঘ্রগতি ॥ চলে দুর্জ্জয় শনি কি কব তাঁর কথা। যাঁর দৃষ্টে উড়ি যায় গণেশের মাথা ॥ শনি গিয়া দৃষ্টি দিল যবে ত্বরা করি। শূন্যে চাল উড়ি গেল ভাঙ্গি গেল হাঁড়ি ॥ সেইকালে আসি বলে জগতের কর্ত্তা। ভূমে বসি কান্দ কেন চাল গেল কোথা ॥ মাথে হাত দিয়া রাম করে হায় হায়। কি কথা বলিব মুখে নাহি বাহিরায় ॥ বৈকুণ্ঠ মাঝি বলে কি দিবে তুমি বর। রচিল লক্ষ্মীর গীত সুখে কবিবর ॥

জগন্নাথ বলেন কঠিন তোমা হিয়া। মধুপান করেছিলে আমা নাহি দিয়া ॥ যশোদা দিতেন ননী ধড়ায় বান্ধিয়া। সব ননী খেতে তুমি আমায় না দিয়া ॥ একদিন গোচারণে

'ার শিঙ্গার ঘা। তিনদিন আমা অঙ্গ ব্যথা ছিল যে গা॥ নিকটে রহিলে ধেনু আপনি চরাতে। দূরদেশে গেলে ধেনু আমারে পাঠাতে॥ বলরাম বলে শুন জগন্নাথ ভাই। শূন্যে চাল উড়ি গেল আমি খাই নাই॥ শূন্যে চাল উড়ি গেল ভাঙ্গি গেল হাঁড়ি। ইহা শুনি প্রভু দেখ যায় গড়াগাড়॥ গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ পড়ি ভূমিতলে। প্রবোধ করিয়া রাম করিলেন কোলে॥ না কান্দ না কান্দ ওরে শ্রীগোবিন্দ ভাই। নগর ভিতরে চল যদি ভিক্ষা পাই॥ নগরে মাগেন ভিক্ষা হৈয়া অনুকুল। সেইকালে পাইলেক সেরেক চাউল॥ বলরাম বলে ভাই চল ঘরে যাই। সেরেক চাউল অন্ন তিন জনে খাই॥ ভিক্ষা মাগি দুইজনে করিল গমন। ধ্যানে লক্ষ্মী জানিলেন সব বিবরণ॥ শনিকে ডাকিয়া লক্ষ্মী দিলা অনুমতি। ঝুলি ছিঁড়ে চাল খেয়ে এসো শীঘ্রগতি॥ এই আজ্ঞা যদি দিলা লক্ষ্মীঠাকুরাণী। লক্ষ্মী অনুমতি পেয়ে প্রবেশিল শনি॥ শনি আসি দৃষ্টি তবে দিল তৎক্ষণে। ঝুলি ছিঁড়ে চাল দেখো পড়ে বালি বনে॥ বালি বনে চালগুলি পড়িল তথায়। কি হৈল বলিয়া রাম করে হায় হায়॥ রচিল বৈকুণ্ঠ গীত লক্ষ্মীর চরিত্র। শ্রদ্ধা করি শুন সবে হৈয়ে একচিত্ত॥

ধরি বলরাম গলে, কান্দি জগন্নাথ বলে, এতদিনে লক্ষ্মী হৈলা বাম। কোথা ওগো লক্ষ্মীরাণী, ক্ষুধায় না বাঁচে প্রাণী, শনিদৃষ্টে নাহি পরিত্রাণ॥ কান্দি কহে জগন্নাথ, আমি ত্রৈলোক্যের নাথ, আহার যোগাই সর্ব্বজীবে। প্রাণ দহে গনানলে, কান্দি জগন্নাথ বলে, লক্ষ্মী নাই কেবা খেতে দিবে॥ ধারা বহে দু'নয়নে, বসিলেন সেইখানে, মাথে হাত দিয়া

ভূমিতলে। হাসি বৈকুণ্ঠ যে কয়, শুন কৃষ্ণ দয়াময়, এ সমস্ত লক্ষ্মীমার ছলে ॥ কান্দি কৃষ্ণ অশ্রুপাত, শিরে করে করাঘাত, কুড়াইল সেই চালগুলি। চাউলগুলি লৈয়ে করে, খাইলেন তার পরে, তাহার সঙ্গেতে ছিল বালি ॥ বলরাম বলে ভাই, তোর বুঝি লজ্জা নাই, বালি সহ করহ ভোজন। জগতের চিন্তামণি, গোপের খাইতে ননী, এবে বালি করে যে ভোজন ॥ রাধানাথ ছিল নাম, এবে নাম ঘনশ্যাম, লক্ষ্মী জন্য কেন খেদ কর। শুনিলে তাহার নাম, দহে মম দেহ প্রাণ, জানি লক্ষ্মী দুঃখ দিল বড় ॥ পুনঃ কহে জনার্দ্দন, বলরাম ভাই শুন, চল লক্ষ্মী আনি গিয়া ঘরে। শুনিয়া লক্ষ্মীর কথা, বলরাম পান ব্যথা, বিরচিল বৈকুণ্ঠ কিঙ্করে ॥

বলরাম বলে ভাই শুনরে কানাই। তোমার লক্ষ্মীর কথা আর বল নাই ॥ তোরে ছাড়ি যেবা যায় চণ্ডালের ঘরে। তাহারে আনিবে পুনঃ কেমন প্রকারে ॥ গোবিন্দে প্রবোধ করি দুই ভাই যায়। দারুণ ক্ষুধায় ব্যস্ত হৈল উভরায় ॥ সরোবরে লয় জল নগরের নারী। মিনতি তাদের করে দেখো বংশীধারী ॥ গোবিন্দ বলেন সবে আশীর্ব্বাদ লহ। ক্ষুধায় আকুল মোরা খেতে কিছু দেহ ॥ তার মধ্যে এক নারী লক্ষ্মীবন্ত হয়। করি দয়া দামোদরে প্রবোধিয়া কয় ॥ কুম্ভ লৈয়া ভরি জল এই সরোবরে। খেতে দিব দুইজনে চল মোর ঘরে ॥ এত শুনি সঙ্গে লৈয়া ভাই দুই জন। সেই নারী সঙ্গে চলে শ্রীমধুসূদন ॥ শনিকে ডাকিয়া লক্ষ্মী দিলা অনুমতি। গৃহীর বাড়ীতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥ ত্বরান্বিত হৈয়ে তুমি যাহ মোর ভাই। সেখানে গোবিন্দ যেন খেতে পায় নাই ॥ শনি গিয়া দৃষ্টি তথা দিল অতঃপর। গৃহীর সে ধান চাল উড়িল

সত্বর ॥ গৃহী বলে আনিলাম খেতে কিবা দিব। অতিথির কাছে গিয়া কি বোল বলিব ॥ কান্দি নারী কহে গিয়া গোবিন্দের ঠাঁই। কিবা ভিক্ষা দিব মোর ঘরে কিছু নাই ॥ তবে কৃষ্ণ কহিলেন সে নারীর কাছে। দেখ দেখি ক্ষুদ কুড়া যদি কিছু আছে ॥ কতগুলি খুদ আর অর্দ্ধগু'ল কণ। সেই ক্ষুদ লৈয়া কৃষ্ণে কৈল সমর্পণ ॥ পেয়ে ক্ষুদ দুইজনে অঙ্গে হৈল বল। স্নান করি আসি ভাবে দোঁহে খাব জল ॥ স্নান করিবারে গেল রামনারায়ণ। কুকুর হইয়া শনি করিল ভক্ষণ ॥ সেই-কালে দেখিতে পাইল যত্নরায়। কি হৈল বলিয়া কৃষ্ণ করে হায় হায় ॥

বলরামে প্রবোধিয়া কয় জগন্নাথ। শিবের নিকটে চল মেগে খাব ভাত ॥ এরপর শ্রীগোবিন্দ দিলেন উত্তর। সদাশিব হইয়াছে গৃহী যে সুন্দর ॥ ত্রিদেবের মধ্যে তিনি হন ছোট ভাই। তাহার কাছেতে চল যদি খেতে পাই ॥ এত শুনি দুই জনে করিল গমন। শিবের বাড়ীতে গিয়া দিল দরশন ॥ সদাশিব ভাই বলি ডাকে গোবিন্দাই। কাঙ্গাল হয়েছি আমি চিনতে পার নাই ॥ কৃষ্ণ বলে শুন ভাই দেব শূলপাণি। সর্ব্বলোকে জানে মোরে দেব চক্রপাণি ॥ দ্বারকায় আমারে যে জানে সর্ব্বজনে। হেন দশা হৈল মোর লক্ষ্মীর বিহনে ॥ আজ হৈতে সাতদিন অন্ন পেটে নাই। এসেছি তোমার ঠাঁই খেতে যদি পাই ॥ শিব বলে ক্ষমা দেহ অতিথি গোঁসাঞি। আজ হৈতে চৌদ্দদিন অন্ন পেটে নাই ॥ তাহা শুনি জগন্নাথ সদাশিবে বলে। এতগুলি পোষ্য তব কিরূপেতে চলে ॥ চিন্তামণির কথা শুনি কহে শূলপাণি। বনে গিয়া সদাবর্ত্ত কাছে মাগি আনি ॥ তবে কৃষ্ণ কহিলেন মোর বাক্য লহ।

সদাবর্ত্ত কাছে যাব পথ বলি দেহ ॥ পথ বলি দিল তবে ভোলা মহেশ্বর। লক্ষ্মীর চরিত্র কথা রচে কবিবর ॥

শিব বলে যাহ ভাই নদী হৈয়া পার। পার করি দিবে ঘাটে আছে কর্ণধার ॥ কৃষ্ণ বলে যেতে হৈল সদাবর্ত্ত বাড়ী। কিরূপে হইব পার কাছে নাহি কড়ি ॥ শিব বলে কর্ণধার নাহি কড়ি লয়। পুণ্যাত্মা সে কর্ণধার পার করি দেয় ॥ তাহা শুনি দুই ভাই করিল গমন। সরযু নদীর ধারে দিল দরশন ॥ কৃষ্ণ বলে কর্ণধার আশীর্ব্বাদ লহ। সদাবর্ত্ত বাড়ী যাব পার করি দেহ ॥ কর্ণধার বলে বৈস করি হে ভোজন। খেয়ে পার করি দিব শুন হে ব্রাহ্মণ ॥ এত বলি কর্ণধার বসিল ভোজনে। গোবিন্দ এসেছে নৌকা জানিল ধেয়ানে ॥ বলে কি পাপিষ্ঠ এ নিষ্ঠুর কর্ণধার। কতক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্রে করি দিবে পার ॥ বৃক্ষরূপে পড়েছিনু অঘোর কাননে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈনু কৃষ্ণ দরশনে ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি যাঁর তপ করে। হেন কৃষ্ণ চাপিবেন আমার উপরে ॥ গোবিন্দ এসেছে নৌকা জানিয়া ধেয়ানে। কাছি ছিঁড়ি চলিলেন গোবিন্দ যেখানে ॥ অন্ন ফেলি কর্ণধার ধরিবারে যায়। জানে নাই আসিয়াছে প্রভু যদুরায় ॥ তাহা দেখি দুই ভাই চাপিলেন নায়। ভাসান ছাড়িয়া নৌকা উজানিতে যায় ॥ গোবিন্দ এসেছে নৌকা মনেতে জানিল। পরম সুখেতে তরী বহিয়া চলিল ॥ কর্ণধার বলে শুন ভাই দুইজন। নৌকা বসে কৃষ্ণনাম করহ কীর্ত্তন ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম রাধাকৃষ্ণ বলে। দ্বিগুণ হইল সুখ উজানিতে চলে ॥ কৃষ্ণ কহে কত সুখ কর ওরে তরী। তোমার হৈয়াছে সুখ আমি ক্ষুধায় মরি ॥ এ জন্ম হইতে তোরে করিনু উদ্ধার। শুনি নৌকা গোবিন্দে

করিয়া দিল পার ॥ পার হৈয়া যায় কৃষ্ণ সদাবর্ত্ত বাড়ী। চঞ্চলা চরিত্র কথা রচে বৈকুণ্ঠতরি ॥ এই পালা যেই শুনে প্রীতি গুরুবারে। ধন ধান্য বাড়ে তার লক্ষ্মীমার বরে ॥

ওরে বাপু কর্ণধার মোর কথা লহ। সদাবর্ত্ত বাড়ী যাব পথ বলি দেহ ॥ কর্ণধার পথ বলি দিল তার পর। পথ ধরি উভে যায় সদাবর্ত্ত ঘর ॥ হরষিত দুই ভাই বন মধ্যে যায়। দিব্য সুবর্ণের পুরী দেখিবারে পায় ॥ দেখি সুবর্ণের পুরী চলিল সত্বরে। লক্ষ্মীমাতা বসেছিল তেতলা উপরে ॥ সখী বলে ওগো মাতা ধেয়ে এসো দ্রুত। গোবিন্দের দশা দেখো জনমের মত ॥ লক্ষ্মী বলে জন্মিয়া না মরিলাম কেনে। শ্রীকৃষ্ণের এই দশা দেখিনু নয়নে ॥ হায় কত দুঃখ মোর পেলে যদুরায়। অন্ন দিয়া ধরি চল গোবিন্দের পায় ॥ সখী বলে লক্ষ্মী মাগো না কর রোদন। দেখো বসি শ্রীগোবিন্দে করাব ভোজন ॥ সখী দেখি কৃষ্ণ কহে আশীর্ব্বাদ লহ। ক্ষুধার নিবৃত্তি কর খেতে কিছু দেহ ॥ সখী বলে ক্ষমা দেহ অতিথি গোঁসাঞি। কালি হৈতে উঠে গেছে সদাবর্ত্ত নাই ॥ এই কথা হৈল যদি সেই সখী মুখে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জগন্নাথ মুখে ॥ যা বল তা বল কিন্তু উঠে যাব নাই। তোমা বাড়ী অন্ন খাব মোরা দুই ভাই ॥ হাসি হাসি সখী তবে দিলেক উত্তর। এই ঘরে অন্ন খাবে চণ্ডালের ঘর ॥ সখীকে ডাকিয়া বলে গোবিন্দ গোঁসাঞি। অকালেতে অন্ন খেলে জাতি যাবে নাই ॥ সখী বলে লক্ষ্মীমাগো করহ রন্ধন। তিলার্দ্ধে রাঁধেন লক্ষ্মী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥ সখীকে ডাকিয়া বলে মোর কথা শুন। দুই ভাই খাবে এবে শীঘ্র ডেকে আন ॥ ত্বরা করি সখী যায় কৃষ্ণে ডাকিবারে। ভোজন করিতে যান রচে কবিবরে ॥

বলরাম বলে ভাই শুনরে কানাই। ভাঙ্গা ঘটী আন ভাই জল খেতে চাই॥ অতিথি আমরা এই ঘরে যাব নাই। এখানেতে অন্ন দেহ দুই ভায়ে খাই॥ ইহা শুনি সখী তবে দিলেক উত্তর। যেই জাতি হও চল মহল ভিতর॥ জগন্নাথে ডাকি তবে কহেন বলাই। ভাঙ্গা ঘটী জল আন খাব দুই ভাই॥ সখী বলে ক্ষমা দেহ অতিথি গোসাঞি। যদি আন ভাঙ্গা ঘটী অন্ন পাবে নাই॥ শুনিয়া সখীর কথা দুই ভাই যায়। সুবর্ণের পীড়া তথা দেখিবারে পায়॥ সখী বলে শীঘ্র করি দুই ভাই এসো। ভোজন করিতে তবে দুই ভাই বোস॥ সুবর্ণের পীড়াতে বসিল চক্রপাণি। সখী সঙ্গে যুক্তি করে লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥ লক্ষ্মী বলে এক সাধ লয় মোর মনে। শাড়ী পরি অন্ন দিব রাম-নারায়ণে॥ বলরামে অনেক করিয়া দিল ভাত। অল্প ভাত দেয় পাতে খায় জগন্নাথ॥ অন্ন দিয়া যায় লক্ষ্মী ফিরে ফিরে চান। পাদপদ্মে পদ্ম রেখা দেখিবারে পান॥ নীল পাট শাড়ী পরি লক্ষ্মীঠাকুরাণী। বিদ্যুৎ চমকে যেন মেঘেতে আপনি॥ তাহা দেখি জগন্নাথ হইয়া বিস্ময়। বলেন আমার লক্ষ্মী অন্য কেহ নয়॥ বলরাম বলে ভাই শুনরে কানাই। ক্ষমা দেহ আগে আমি গ্রাস কত খাই॥ অনেক করিয়া ভাত খায় গ্রাসে গ্রাসে। মুখে বস্ত্র দিয়া লক্ষ্মী মৃদু মন্দ হাসে॥ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন লক্ষ্মী কৈল পরিবেশ। অন্ন নাহি খায় প্রভু হাতেতে সন্দেশ॥ অধোমুখ কৃষ্ণ চক্ষে ধারা অবিরত। বলরাম বলে হৈলা বাতুলের মত॥ তোমায় কি কব ভাই মেয়ে পরিহার। ভাল মেয়ে ভুবনেতে না রহিল আর॥ আর বার লক্ষ্মীদেবী অন্ন লৈয়া যায়। শত পদ্ম প্রকাশিত দেখিবারে পায়॥ হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম শ্রীমুখমণ্ডলে। এসো প্রিয়া বলি কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥

লক্ষ্মীর শ্রীচরণে মজুক মম চিত। বৈকুণ্ঠ যে রচে গীত লক্ষ্মীর চরিত্র ॥

লক্ষ্মীকে করিয়া কোলে, কান্দি জগন্নাথ বলে, ছাড় মায়া দেহ পরিচয়। চিনেছি গো লক্ষ্মী তুমি, আমি সেই চক্রপাণি, তোমা ছাড়া একতিল নয় ॥ কি বোল বলিলা রাম, শুনি আমি হৈনু বাম, ছাড়াইলে দ্বারকা-নগর। তোমা লাগি অবিরত, নয়নে না দেখি পথ, আঁধার হৈয়াছে মোর ঘর ॥ কু-বুদ্ধি যে হৈল মোরে, দানার লাঠি মারি তোরে, তাহার পেলাম প্রতিফল। ক্ষুধায় না অন্ন খাই, কোথা গেলে লক্ষ্মী পাই, ইহা বলি পরাণ বিকল ॥ লক্ষ্মী বলে জগন্নাথ, না ধর চণ্ডালী হাত, ভাই লৈয়া সুখে কর ঘর। আমি বড় অভাগিনী, তেই রাম চক্রপাণি, ছাড়াইলা দ্বারকা-নগর ॥ নিষ্ঠুর তোমার হিয়া, নাহি কিছু দয়া মায়া, বনবাসে দিলে বনমালী। গেলাম চণ্ডাল ঘর, শুন প্রভু গদাধর, তাতে নাহি কুলে হৈল কালি ॥ মার মোরে লাঠির ঘা, ফুলে গেছে মোরও গা, ছিঁড়ে গেছে অঙ্গের যে শাড়ী। সেই হৈতে হৈনু বাম, শুন প্রভু ঘনশ্যাম, অতএব ছাড়িলাম বাড়ী ॥ কান্দি বলরাম বলে, নয়নের ভাসি জলে, ওমা লক্ষ্মী কি বলিব আর। আমার বুদ্ধির দোষে, এলে মাতা বনবাসে, ঘরে চল মিনতি আমার ॥ বলরাম বাক্য শুনি, তৃপ্ত লক্ষ্মীঠাকুরাণী, বলে আমি আজি যাব ঘর। আজ্ঞা দিলা হনুমানে, লৈয়া চল যত ধনে, রচনা করিল কবিবর ॥

ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন ॥ বলরাম সঙ্গে যান লক্ষ্মী জনার্দ্দন। লৈয়া গেল যত ধন পবন-নন্দন ॥ যোড়হাত করি কহে পবন-নন্দন। দুজনে মিলন হৈল মোর গেল প্রাণ ॥ দ্বারকায় দৃষ্টি দিল সমুদ্র

ঝিয়ারী। পূর্ব্বমত পরিপূর্ণ সবাকার ঝাড়ী॥ পান লৈয়া ঘরে গেল পবন-নন্দন। একাসনে শয়ন কৈলা লক্ষ্মীনারায়ণ॥ সিংহাসনে দুইজনে সুখে নিদ্রা যায়। সেই সখী করে লৈয়া চামর ঢুলায়॥ যে জন করায় গীত সে করে শ্রবণ। তাহারে করেন দয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দন॥ লক্ষ্মীমার পদ যেবা লিখে রাখে ঘরে। জন্মে জন্মে লক্ষ্মীমাতা না ছাড়েন তারে॥ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দিবে করি আচরণ। সেখানে থাকেন দেখো লক্ষ্মীনারায়ণ॥ এক মনে যেবা ভজে চরণ কমলে। চরণ দুখানি পায় মরিবার কালে॥ লক্ষ্মীমার পাদপদ্ম বৈকুণ্ঠে যে গায়। হরিধ্বনি কর সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি লক্ষ্মীদেবীর দ্বারকা পালা সমাপ্ত।

॥ চম্পাবতীর পালা ॥

নমঃ নমো লক্ষ্মীদেবী চরণ কমলে। দেব নর ঋষি তোমা প্রণমে সকলে॥ অপার মহিমা তব এ ধরা ভুবনে। আমি অতি মূঢ়মতি জানিব কেমনে॥ অযোনি সম্ভবা কন্যা তুমি পদ্মাসনা। কেমনে করিব মাগো তোমার বন্দনা॥ ভক্তি নাহি শক্তি নাহি অধম সন্তান। দয়াময়ি দয়া করি দাও মোরে জ্ঞান॥ রজঃ তমঃ নাশি মাতা মোরে দাও শক্তি। চম্পাবতী পালা আমি গাহি যথাশক্তি॥ শ্রীহট্টের অধিপতি মাধব যে হয়। দেব-দ্বিজে অতি ভক্তি তাহার যে রয়॥ বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পূজিতে মনন। পুরোহিতে ডাকি রাজা কহিলা তখন॥ পূজা গৃহে প্রবেশিয়া দেখো একবার। অভাব কি আছে কিছু লক্ষ্মী পূজিবার॥

পেয়ে আজ্ঞা পুরোহিত পূজা গৃহে যায়। দেখিয়া সে সব দ্রব্য বাহিরে আসয়। সর্ব্ববিধ হোর রাজা পূজার যোগাড়। একটি দেখি যে আমি অভাব তাহার ॥ পুরোহিত বাক্যে রাজা বিচলিত হয়। কিসের অভাব রাজা জিজ্ঞাসা করয় ॥ অধিপতি বাক্যে বিপ্র কহিল তখন। চামর চন্দন দেখি অভাব এখন ॥ তাই বলি রাজা তুমি আনহ উহায়। আনিলে দ্রব্যদ্বয়ে পূর্ণ অঙ্গ হয় ॥ রাজা বলে দুই দ্রব্য পাইব কোথায়। যদি জান ওহে বিপ্র কহ যে আমায় ॥ বিপ্র বলে আছে দুই নৈরাট নগরে। চামর-চন্দন থাকে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ সেই বাক্য শুনি রাজা হয হৃষ্টমন। হীরানন্দ সওদাগরে ডাকেন তখন ॥ বিপ্র কহে শুন রাজা আমার বচন। আজিকে পূজার ব্রত করহ পালন ॥ বিপ্র আর রাজা হয় কথোপকথন। হীরানন্দ সওদাগর আসিল তখন ॥ দেখিয়া তাহারে রাজা আনন্দিত হন। প্রয়োজন আছে যাহা তার প্রতি কন ॥ প্রণিপাত মহারাজে করি সওদাগর। ত্বরা করি আসিলেন আপনার ঘর ॥ পাঁচ ভায়ে হীরানন্দ সব কথা বলি। তৎপরে বৃদ্ধা মায়ে কহিল সকলি ॥ হীরানন্দ বলে মাতা শুন দিয়া মন। নৈরাটে যাইতে মোদের হবে এখন ॥ ছয় বধূ লৈয়া তুমি গৃহেতে থাকিবে। অতীব যতনে তারা তোমারে সেবিবে ॥ এতেক বলিয়া ছয়ে মহলেতে গেল। বিরলে ডাকিয়া ছয়ে পত্নীরে কহিল ॥ যাইতেছি বাণিজ্যেতে ছয় জনে মোরা। সাবধানে গৃহেতে যে থাকিবে তোমরা ॥ স্নেহময়ি মাতা যাহে কষ্ট নাহি পায়। যতনে সেবিবে তাঁরে তোমরা সবায় ॥ এত বলি ছয় জনে বিদায় লইল। নদীর তীরেতে গিয়া ডিঙ্গায় চাপিল ॥

মঙ্গল বাজনা বাজে শঙ্খ হুলাহুলি। আনন্দেতে সবে মিলি

দেয় করতালি ॥ বাহ বাহ বলিয়া ডিঙ্গায় দিয়া টান। ছাড়িল সপ্তডিঙ্গা দিয়া হরিনাম॥ লক্ষ্মী স্মরি ছয় জনে নায়ে পদ দেয়। সেইকালে এক দণ্ডী আসিল তথায়॥ দণ্ডী কহে ছয় জনে শুন দিয়া মন। অভুক্ত হইয়া আমি আছি যে এখন॥ মোরে কিছু খাদ্য খেতে তোমা সবে দাও। তারপর মনোসুখে যথা ইচ্ছা যাও॥ হীরানন্দ বলে সাধু যাই অন্য স্থান। এবে যাত্রা করিতেছি অন্যত্রে গমন॥ এখানেতে খাদ্যদ্রব্য কোথায় পাইব। সঙ্গেতে নাহিক কিছু তোমা আমি দিব॥ এতেক শুনিয়া বাণী সেই দণ্ডীবর। ত্বরা করি উঠে গিয়া নায়ের উপর॥ বলে তবে শুন সবে আমার বচন। পার ঘাটে রাখি মোরে করহ গমন॥ এপারে আহার আজি কোথাও না পাই। সে কারণে পরপারে যাইবারে চাই॥ হীরানন্দ বলে সাধু শুন দিয়া মন। এবে যাত্রা করিতেছি অন্যত্র গমন॥ নারিব রাখিতে মোরা তব অনুরোধ। তরী হৈতে নাম কহি না হও অবোধ॥ হীরানন্দ যত বলে সাধু নাহি শুনে। এই লৈয়া বাদাবাদ হয় দুইজনে॥ বয়সে নবীন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। হীরানন্দ রুষ্ট হৈয়া কহে তবে তারে॥ বলে দণ্ডী কিরূপ অভদ্র হও তুমি। নেমে যাও তরী হৈতে কহিতেছি আমি॥ এত বলি ঠেলা মারি ফেলি দেয় জলে। ক্রোধে কম্প হৈয়া দণ্ডী তার প্রতি বলে॥ বলে বেটা অহঙ্কারী নষ্ট তোর হবে। তখনি আমি যে কে তা বুঝিতে পারিবে॥ এত বলি দণ্ডী যায় অন্য পথ দিয়া। ছয় ভাই ডিঙ্গা ছাড়ে আনন্দিত হৈয়া॥

এই দণ্ডী কেবা হয় শুন দিয়া মন। নিজ লীলা প্রকাশিতে সত্যনারায়ণ॥ অবতীর্ণ মর্ত্ত্যমাঝে পরীক্ষার তরে। আছয়ে ধার্ম্মিক কোথা দেখে এ সংসারে॥ বহু স্থান ঘুরি ফিরি সন্তুষ্ট

না হন। দেখে যত নর করে স্বার্থ অন্বেষণ॥ নিজের অহিত কভু কেহ নাহি চায়। পরের অনিষ্ট করি নিজে বড় হয়॥ লক্ষের মধ্যেতে যদি থাকে কোনজন। নতুবা হইত ঠক্ এ তিন ভুবন॥ জীবের এ দুঃখ হেরি ব্রহ্ম-সনাতন। মরতে উদয় হন সত্যনারায়ণ॥ নানা ছল করি ফেরে যত নরগণে। সকল নরের মন লয় ধর্ম্ম স্থানে॥ ছয় ভাই তাহাদের চরিত্র হেরিয়া। বিশেষ অভক্তি হীরানন্দে যে দেখিয়া॥ মনে মনে ভাবে প্রভু কি করি এখন। কেমনে হইবে এরা সুধীর সুজন॥ অশিষ্টকে শিষ্ট যদি শিক্ষা দিতে হয়। তার সনে সেই ভাব করিব নিশ্চয়॥ এত বলি ছিদ্র তিনি করেন সন্ধান। অধর্ম্ম আচরি এক দেখিবারে পান॥ জিজ্ঞাসে তাহারে ওহে কেবা তুমি হও। কিবা হেতু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াও॥ কহ সত্য করি কথা না ভাণ্ডাও মোকে। অবশ্য মঙ্গল হবে পড়িলে বিপাকে॥ দণ্ডী জ্যোতিঃ দেখি ভণ্ড অতি ভীত হয়। বিবাগী হৈয়াছি বলি তাঁর প্রতি কয়॥ সেই বলে যাই আমি যথায় তথায়। সংসার করিতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়॥ এতেক শুনিয়া প্রভু সত্যনারায়ণ। বুঝিল তখন তিনি তাহার যে মন॥ ভাবেন ইহার কিছু অভাব হৈয়াছে। চাতুরী করিয়া জানি নিব ওর কাছে॥ হাসি হাসি কহে প্রভু সত্যনারায়ণ। বাসনা করেছি মনে নিশ্চয় স্ত্রীধন॥ অভাব তোমার আমি করিব পূরণ। শীঘ্রগতি শ্রীহট্টেতে করহ গমন॥ হীরা সওদাগর তথা ছয় ভাই রহে। বাণিজ্যে গিয়াছে সবে কেহ নাহি গৃহে॥ তাড়াতাড়ি হীরানন্দের বাড়ী তুমি যাও। দিতেছি বিভূতি কিছু সঙ্গে করি লও॥ ইহার দ্বারায় তুমি চম্পায় পাইবে। আর পাঁচজনে তুমি কিছু না বলিবে॥ এতেক

বলিয়া প্রভু সত্যনারায়ণ। কিঞ্চিৎ বিভূতি তারে দিলেন তখন॥

দণ্ডীবর বাক্য শুনি ভণ্ড তথা গেল। ভিক্ষা দাও বলি ভণ্ড দুয়ারে দাঁড়া'ল॥ বড় বউ এলো তবে ভিক্ষা দিই বারে। তব স্থানে নাহি লব ভণ্ড বলে তোরে॥ শাশুড়ীকে বড় বউ গিয়া বলে তায়। মম হাতে ভিক্ষা সে ভিখারী নাহি লয়॥ শুনিয়া এতেক বাক্য শাশুড়ী যাইল। ভিক্ষা নাহি লও কেন জিজ্ঞাসা করিল॥ ভণ্ড কহে আমি আসি প্রথম এ বাটী। বৌনি করি হেথা হৈতে যাইব ঝটিতি॥ জানি কিছু যোগকর্ম্ম আমি নিজ মনে। ছোট বউ দিলে ভিক্ষা লব তার স্থানে॥ ফিরাতে অতিথি তুমি যদি নাহি চাও। ছোট বউ হাতে দিয়া এখানে পাঠাও॥ মোর বাক্য শুনি তবে ব্যস্ত হৈয়া যায়। ভিক্ষাসহ চম্পাবতী তখনি পাঠায়॥ চম্পাবতী ভিক্ষা লৈয়া ভণ্ড হাতে দিল। চম্পারূপ দেখি ভণ্ড মোহ তবে গেল॥ বিভূতি ছড়ায়ে চম্পা গাত্রে দেয়। দিবা মাত্র চম্পাবতী স্তম্ভিত যে হয়॥ এইরূপ বশীভূতা চম্পায় করিয়া। দ্বার ছাড়ি চম্পা যায় পথেতে চলিয়া॥ চম্পাবতী তার সহ দ্বিরুক্তি না করি। গৃহ ছাড়ি লয় চম্পা ভণ্ড সঙ্গে করি॥ পুনরায় ভণ্ড এক অন্য মন্ত্র পড়ে। তাহাতে কুক্কুরি রূপ করি দিল তারে॥ আকর্ষণ মন্ত্রে পুনঃ সঙ্গে করি লয়। ইন্দ্রবিল্লি রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়॥ সেখানে আসিয়া ভণ্ড মানুষী করিল। মনোহর পুরী গঠি চম্পা লৈয়া গেল॥ চম্পার মোহিনী মন্ত্র কাটি ভণ্ড দেয়। পূর্ব্বরূপ পেয়ে চম্পা রোদন করয়॥ মনে মনে ভাবে চম্পা কোথায় আসিনু। এহেন বিশাল পুরী আমি না চিনিনু॥ অসুরের ন্যায় দেখি এই কোনজন। আনিল হেথায় এই মোরে কি কারণ॥ এতেক

ভাবিয়া সতী ব্যাকুল হইল। ভয়েতে চীৎকার করি কান্দিয়া উঠিল॥ ভণ্ড তারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা কয়। কিছুতেই চম্পাবতী স্থির নাহি হয়॥

ইজবিল্লি মহারাজ শিকারের তরে। আসিয়া পৌছায় রাজা সেই বাটী ধারে॥ রোদনের স্বর শুনি হইলা বিস্মিত। সেই শব্দ লক্ষ্য করি চলেন ত্বরিত॥ শুনিতে পাইল রাজা বাটীর ভিতরে। কাতর হইয়া কেহ ক্রন্দন যে করে॥ ক্রন্দনের স্বর শুনি বুঝিলা রাজন। পড়িয়া বিপদে কেহ করিছে ক্রন্দন॥ দ্বিরুক্তি না করি রাজা বাটী প্রবেশিল। তাহা দেখি ভণ্ড তাঁরে মারিতে পাইল॥ ইহা হেরি মহারাজ সৈন্যে আজ্ঞা দেয়। আজ্ঞা মাত্র সৈন্যগণ বন্ধন করয়॥ বিপাকে পড়িয়া ভণ্ড ডাকে নারায়ণে। স্মরণ করিতে দণ্ডী আসে তার স্থানে॥ দণ্ডী হস্তে ব্রহ্মদণ্ড যখন যে ছিল। সৈন্যগণে মারিবারে তারে আজ্ঞা দিল॥ দণ্ডীর আজ্ঞায় ভণ্ড মারিল যখন। দণ্ডস্পর্শে তাল বৃক্ষ হৈল সৈন্যগণ॥ হয় হস্তী আদি সব হইল প্রাচীর। নরপতি বৃক্ষরূপে হৈয়া গেল স্থির॥ দণ্ডীর প্রভাব দেখি আশ্চর্য্য সে হয়। ইজবিল্লি দেশ ভণ্ড জনশূন্য করয়॥ রাখিল সে মালিনীরে অন্যজন নয়। শূন্য রাজ্যে মহারাজ ভণ্ড যে গো হয়॥ ভণ্ড-শক্তি দেখি চম্পা বিস্ময় মানিল। কি করা উচিত এবে ভাবিতে লাগিল॥ পুনঃ একদিন ভণ্ড চম্পাপ্রতি কয়। হের চম্পা রাজা আমি হৈয়াছি হেথায়॥ আমারে ভজহ এবে তুমি সুলোচনে। তোমা আমি সুখী করি রাখিব যতনে॥ চম্পা বলে ওরে মূঢ় কি বল বচন। হেন বাক্য সতী প্রতি না বল কখন॥ এতেক বচনে ভণ্ড হাসি তারে কয়। দণ্ডীর কৃপায় আমি করি নাকো ভয়॥ সতী বা অসতী আমি কিছুই

না জানি। নিজ অভিলাষ যাহা তাহা আমি মানি॥ এতেক বলিয়া চম্পা ধরিবারে যায়। চম্পা বলে রক্ষা কর মা' লক্ষ্মী আমায়॥ সতীর স্মরণে লক্ষ্মী থাকিতে না পারে। ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি পথ রোধ করে॥ ব্রহ্মদণ্ড লৈয়া ভণ্ড তার প্রতি ধায়। লক্ষ্মী বলে আজি বেটা বধিব তোমায়॥ এত বলি খড়্গ লৈয়া কাটিবারে যায়। তাহা হেরি ভণ্ড দেখ ভীতচিত্ত হয়॥ দণ্ডীকে স্মরণ ভণ্ড তখনি করিল। স্মরণ মাত্রেতে দণ্ডী সেথায় আসিল॥ দণ্ডীকে হেরিয়া তবে লক্ষ্মীমাতা কয়। একি খেলা খেল এবে তুমি দয়াময়॥ নারায়ণ বলে লক্ষ্মী কিছু নাহি ভয়। আমিই যে চম্পা রক্ষা করিব নিশ্চয়॥ যাও দেবী বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন। চম্পা রক্ষা হয় যাতে করিব এখন॥ এত বলি লক্ষ্মীমাকে বৈকুণ্ঠে পাঠায়। ক্রোধে চাহি ভণ্ড প্রতি প্রভু কিছু কয়॥ ওরে পাপী নরাধম একি অনুচিত। এখনি তোমার আমি করিব বিহিত॥ এত বলি ব্রহ্মদণ্ড কাড়িয়া যে লয়। ক্ষম অপরাধ মোর ধরি তব পায়॥ প্রভু কহে শুন তুমি মোর এই বাণী। বলে নাহি ধর তুমি কুলের কামিনী॥ স্বেচ্ছায় যে নারী দিবে নিজের জীবন। তখনি করিবে তুমি তাহারে গ্রহণ॥ এত শুনি ভণ্ড তাঁরে প্রণাম করিল। ক্ষমা কর বলি প্রভু পদেতে পড়িল॥ হাসি নারায়ণ তারে ব্রহ্মদণ্ড দেয়। সাবধান করি পরে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥

এইভাবে কত কাল গত হৈয়া যায়। চম্পা প্রতি একদিন ভণ্ড তবে কয়॥ দুষ্টবুদ্ধি শিষ্টভাবে কভু নাহি রয়। নিজ অভিলাষ ভণ্ড চম্পা প্রতি কয়॥ চম্পা বলে শুন তুমি আমার বচন। লক্ষ্মী ব্রতে ব্রতী আছি আমি যে এখন॥ বার বছর পূর্ণ যবে এই ব্রত হবে। যাহা হয় ভাল তাহা পরে বুঝা যাবে॥

চম্প্যা বাণী শুনি ভণ্ড সম্মত হইল। ব্রতের যোগাড় তার করিতে লাগিল ॥ দেশ মধ্যে মাত্র এক মালিনী যে রয়। সেই মাত্র পুষ্প লৈয়া চম্প্যায় যোগায় ॥ মনে মনে ধ্যান চম্পা করে লক্ষ্মী মায়ে। লক্ষ্মী ব্রতে ব্রতী হৈয়া সদা সে যে রহে ॥

হেথা ছয় ভাই লৈয়া চামর চন্দন। চড়িয়া ডিঙ্গাতে তারা করিল গমন ॥ ডিঙ্গা হৈতে নামি ছয়ে গৃহেতে যাইল। সকলে মিলিয়া মায়ে প্রণাম করিল ॥ মাতারে হেরিলা সবে মলিন বদন। ছয় ভাই মিলি তারা করে জিজ্ঞাসন ॥ ছয় ভাই মিলি বলে দুঃখ কেন কর। এই তো এসেছি ছয়ে মিলি মোরা ঘর ॥ পুত্রগণ বাক্য শুনি মাতা তার কয়। হারায়েছি ছোট বউ তাই দুঃখ হয় ॥ এত কহি পুত্রদের খুলিয়া বলিল। সেই শুনি হীরানন্দ কান্দিয়া উঠিল ॥ ছয় ভাই বলে মাতা ভাব অকারণ। চম্প্যারে খুঁজিতে মোরা যাইব এখন ॥ সেই বাণী শুনি মাতা করে যে ক্রন্দন। ছয় ভাই মিলি তারা প্রবোধে তখন ॥ ত্বরা করি হীরানন্দ রাজবাটী যায়। চামর চন্দন লৈয়া রাজাকে সে দেয় ॥ ছয় ভাই মিলি পরে বাহির হইল। ইজবিল্লি দেশে গিয়া উপনীত হৈল ॥ ছয়জন দেখে তথা নাই লোকজন। ধূ-ধূ মাঠ আছে কারে করে জিজ্ঞাসন ॥ এইভাবে ঘুরি ফিরি গোটা রাজ্যময়। আশ্রয়ের স্থান কোথা দেখিতে না পায় ॥ অতি দূরে এক বাটী দেখিতে পাইল। ছয়জনে তথা গিয়া প্রবেশ করিল ॥ দেউড়িতে গিয়া তারা দেখে একজনে। আছে মাত্র ভণ্ড এক বসিয়া সেখানে ॥ ছয়ে মিলি ভণ্ড পদে প্রণাম করিল। আশিস্ করিয়া ভণ্ড সবে জিজ্ঞাসিল ॥ ভণ্ড বলে কোথা হৈতে এলে সবে তোমা। নিশ্চয় করিয়া সবে কহ আজি আমা ॥ হীরানন্দ বলে মোরা হই সওদাগর। বাস

করি মোরা সবে শ্রীহট্ট নগর॥ প্রিয়া মোর ছিল এক নাম চম্পাবতী। তারে হরি নিল কোন দুষ্টমতি। তাহার কারণে মোরা খুঁজি নানা ঠাঁই। দেখিতে কোথাও তারে মোরা যে না পাই॥ শুনিয়া এতেক বাক্য সেই দুষ্টমতি। মনে মনে বলে দেখ তুমি কেমন পতি॥ বৈস বৈস বলি ভণ্ড সকলে বসায়। ব্রহ্মদণ্ড আনিবারে মহলেতে যায়॥ ব্রহ্মদণ্ড লৈয়া ভণ্ড তখনি আইল। ছয়জন মস্তকেতে বুলাইয়া দিল॥ দণ্ড স্পর্শে ছয় ভাই তাল বৃক্ষ হয়। ছয় বৃক্ষ একসাথে দাঁড়াইয়া রয়॥

শ্রীহট্ট নগরে রহে বধূ পঞ্চজন। স্বামীর বিরহে তারা অনুতপ্ত রন॥ কিছুদিন পরে বৃদ্ধা যায় পরলোকে। সবে রহে ভয়ে ভীতা নানা দুঃখ শোকে॥ বড় বধূ এক পুত্র হয় গুণবান্। নিজ মাতা-প্রতি চাহি কহে যে তখন॥ পিতা জ্যেঠা এরা সবে গিয়াছে কোথায়। তাঁহাদের খোঁজ নিতে উচিত আমায়॥ অতএব মাতা আমি দেশে দেশে যাব। বিশেষ করিয়া সবা সন্ধান যে লব॥ হয়েছি বড় যে আমি দেহ অনুমতি। সংবাদ লইয়া সবা আসিব ঝটিতি॥ মায়ের আদেশ লইয়া গমন করিল। বঙ্গদেশ ঘুরি ফিরি ইজবিল্লি গেল॥ ইজবিল্লি দেশে লোক দেখিতে না পায়। হেরিয়া বালক তাহা মানিল বিস্ময়॥ নানারূপ চিন্তা করি বসে বৃক্ষতলে। সেইকালে এক বৃদ্ধা আসে সেই স্থলে॥ হেরিয়া বৃদ্ধাকে শিশু জিজ্ঞাসা করয়। কহ মাতা কেন স্থান জনশূন্য রয়॥ হেরিয়া বালকে বৃদ্ধা পুত্রস্নেহে কয়। সঙ্গে এসো বলি তারে বাটী লৈয়া যায়॥ বলে বাছা মোর বাক্য করহ শ্রবণ। বাটী হৈতে বাহিরেতে না কর গমন॥ হেরিয়া তোমারে মোর পুত্র স্নেহ হয়। সে কারণে লৈয়া আসি বাটীতে তোমায়॥ এতেক বলিয়া

তারে ভণ্ডকথা কয়। রূপসী কামিনী হৈতে এরূপ যে হয় ॥ সেই বাক্য শুনি শিশু বিস্ময় মানয় । দেখিব সে কোনজন নারী হেথা রয় ॥

মনেতে ভাবিল কিন্তু কহিতে নারিল। একদিন প্রাতঃকালে জিজ্ঞাসা করিল ॥ শিশু বলে মাতা হেথা থাক কি কারণ। সকালে কোথায় তুমি করহ গমন ॥ শুনিয়া শিশুর বাক্য বৃদ্ধা তারে কয়। মালিনীর কার্য্য হেথা করিবারে হয় ॥ সেকারণে হেথা মোরে রাখে সেই ভণ্ড। আর যত জন ছিল সবে দিল দণ্ড ॥ ভাল বৃক্ষ করি সবা বাহিরে রাখিছে। বলি সব দুঃখ কথা বাছা তব কাছে ॥ এসেছিল বহু পরে সাধু ছয়জন। তাহাদের দণ্ড দিল ভণ্ড দুষ্টজন ॥ সওদাগর ছয় জনে ভাল বৃক্ষ করি। রাখিছে বাটীর সেই চাতাল উপরি বাটীর মধ্যেতে এক স্ত্রীলোক যে আছে। পূজার যে ফুল লৈয়া যাই তার কাছে ॥ লক্ষ্মীর পূজায় সেই কন্যা ব্যস্ত রয়। ভণ্ড কিন্তু তার কাছে কভু নাহি যায় ॥ সদাই দেখি যে তারে কাঁদিতে নয়নে। বুক ফাটি যায় তার হেরিয়া নয়ন ॥ এত বলি সেই বৃদ্ধা রোদন করয়। হেরি তাহা শিশু তবে বিচলিত হয় ॥ শিশু কহে শুন মাতা আমার বচন। কহিতেছি আমি যাহা করহ শ্রবণ ॥ স্নেহময়ি তুমি মোরে সাথে করি লও। সাধ্বী সতী কাছে মোরে লইয়া চলহ ॥ মোর ইচ্ছা হয় মাতা দেখিবারে তায়। করি অনুরোধ মাতা করহ উপায় ॥ মালিনী কহয়ে বাছা না ধর আব্দার। তব মুখ চাহি প্রাণ ধরি যে আমার ॥ তোমা সম ছিল মোর পুত্র চারিজন। দণ্ড দিলা চারিজনে ভণ্ড সে দুর্জ্জন ॥ এক্ষণেতে একমাত্র চাহি তব মুখ। ভুলিয়াছি যত কিছু সংসারের দুঃখ ॥ তাহাতে বঞ্চিত তুমি করিবারে

চাও। বারণ করি যে বাছা এবে স্থির হও ॥ এতেক শুনিয়া বাক্য বালক কান্দিল। হেরিয়া মালিনী তাহা দুঃখিত হইল ॥ বলে বাছা হও স্থির করিব উপায়। যা থাকে ভাগ্যেতে মোর দেখাব তোমায় ॥ যেদিন করিবে ভণ্ড অন্যত্র গমন। সুযোগ বুঝিয়া আমি দেখাব তখন ॥

ভণ্ড গৃহে নাহি বুঝি শিশু সাথে লয়। মালিনী ভণ্ডের বাড়ী উপস্থিত হয় ॥ করেছিল সেইদিন অন্যত্র গমন। মালিনী লইয়া গেলা বালকে তখন ॥ বালকে দেখিয়া চম্পা অবাক যে হয়। ব্যাকুল হইয়া ধনী মুখ পানে চায় ॥ মনে মনে ভাবে চম্পা কেবা এই হয়। হেরিয়া ইহাকে কেন চঞ্চল হৃদয় ॥ কেন মোর প্রাণ বলে এই আপ্তজন। জিজ্ঞাসি বালকে তাহা জানিব এখন ॥ এতেক ভাবিয়া চম্পা বালকেরে কয়। কোথায় বসতি বাছা কহ তো আমায় ॥ শুনিয়া বালক তার দিলা পরিচয়। পেয়ে পরিচয় চম্পা কান্দে অতিশয় ॥ দোঁহে দোঁহাকার যবে হৈল পরিচয়। উভে গলা ধরি উভে ক্রন্দন করয় ॥ মালিনীকে শিশু তবে কহিল তখন। এক কথা কহি মাতা করহ শ্রবণ ॥ এবে তুমি ত্বরা করি বাহিরেতে যাও। আসে যদি ভণ্ড মোরে সংবাদ যে দাও ॥ বালক বচনে বৃদ্ধা বাহিরে যাইল। সেইকালে এক যোগী তথায় আসিল। বালকে ডাকিয়া যোগী ক্রোধ ভরে কয়। কিবা হেতু আস বল তুমি এ সময় ॥ যোগীরে হেরিয়া শিশু আনন্দিত হৈল। ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁরে প্রণাম করিল ॥ দেবতা বলিয়া তার মন মানি লয়। সেই হেতু করযোড়ে দাঁড়াইয়া কয় ॥ শিশু বলে দয়াময় রক্ষা কর মোরে। আসিয়াছি পিতৃকুল উদ্ধারের তরে ॥ তুমি না করিলে দয়া নাহিক উপায়। দয়া করি দেহ মোরে নিজ পরিচয় ॥ বালকের

মিষ্টবাক্যে যোগী তুষ্ট হয়। আমি সত্যপীর বলি তার প্রতি কয়॥ তব পিতা জ্যেঠা আদি অহঙ্কার ভরে। ছয় জন মিলি মোর অপমান করে॥ সে কারণে এত হয় তাদের দুর্গতি। ভণ্ড দ্বারা আনি আমি এই চম্পাবতী॥ এতেক বলিলা যদি সত্যনারায়ণ। কান্দিয়া বালক তাঁর ধরিল চরণ॥ ক্ষমা কর প্রভু মোরে হইয়া সদয়। বাটী গিয়া তব পূজা করিব নিশ্চয়॥ বালকের প্রতি পীর সন্তুষ্ট যে হন। পূর্ব্বাপর সব কথা তার প্রতি কন॥ পীরের নিকটে শিশু সকলি শুনিল। ব্রহ্মদণ্ড স্পর্শি সবে মনুষ্য করিল॥ পরেতে বাটীতে আ'স করিয়া যতন। পূজা যে করিল সবে সত্যনারায়ণ॥ ছয়টি বধূর যাহা মনোদুঃখ ছিল। নিজ নিজ পতি পেয়ে আনন্দিত হৈল॥ সত্যপীর কৃপাবশে সবে সুখী হয়। ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইল আলয়॥ মহাসতী চম্পাবতী লক্ষ্মীপরায়ণা; চম্পা প্রতি লক্ষ্মীদেবী সদাই প্রসন্না॥ চম্পার গুণেতে হৈল সোনার সংসার। লক্ষ্মীনারায়ণে চিন্তে চম্পা অনিবার॥ যতকাল ঘরেতে করিল বসতি। তাহারে করিল রক্ষা কমলার পতি॥ গুরুবারে যেবা নারী লক্ষ্মীপূজা করে। দেহ-অন্তে যায় সেই বৈকুণ্ঠ নগরে॥ সত্যপীর পদ বন্দি বৈকুণ্ঠ মাজি কয়। সকলের রক্ষা কর্ত্তা তুমি দয়াময়॥ আমি অতি মূঢ়মতি না জানি যে স্তুতি। তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি॥

ইতি চম্পাবতীর পালা সমাপ্ত।

॥ রম্ভাবতীর পালা ॥

মায়াময় সত্যপীর, মন সবে করি স্থির, শুন কহি দুঃখ যাবে দূরে। অজয় তীরেতে ঘর, জয়দত্ত সওদাগর, নানা ধন আছে তার ঘরে ॥ পুণ্যবান সেই নর, রম্ভাবতী পত্নী ওর, পরমা সুন্দরী হয় বামা। তারে নাহি ছাড়ি রয়, তিলেক না কোথা যায়, শ্রীকৃষ্ণের যেন সত্যভামা ॥ সেইভাবে সওদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর, দিবানিশি রহে অন্তঃপুরে। প্রেমাসনে সম্ভাষণ, প্রিয়া মুখ দরশন, প্রিয়া হৈল তাহার অন্তরে ॥ পতি যার অতি প্রিয়া, হৃদয় মন্দিরে নিয়া, নাহি যায় পিতার আলয়। তারে ছাড়ি সওদাগর, না যায় কাহার ঘর, সদা সুখে থাকে নিজালয় ॥ দাম্পত্য প্রণয়ে মত্ত, সত্যপীরে নাহি রত, দেখি কোপ হয় পীর মনে। কমলা কৃষ্ণের নারী, যেমতে সাজে চুরি, সেই মত সাধুর নন্দনে ॥ হার লয় যত ধন, মণি মুক্তা সে কাঞ্চন, শঙ্খ বাদ্য আর হেম হার। চন্দন কুসুম আদি, সার নানা যথাবিধি, হরি লয় সব সত্যপীর ॥ রম্ভাবতী বলে বাণী, কহি শুন গুণমণি, কেমনে কাটিবে এবে দিন। শ্বশুরের ছিল ধন, খেলে বসে অনুক্ষণ, এবে দুঃখে যাবে চিরদিন ॥ ভাণ্ডারের ধন যায়, যদি লোক বসি খায়, নাহি করি বাণিজ্য ব্যাপার। পড়ালে কলসী বারি, এবে দুঃখ দেখি ভারি, লাভে মূলে হইবে কি আর ॥ নফর চাকর যত, দাস দাসী কত শত, দুই তঙ্কা দাও প্রতি হাতে। ভাট প্রিয় সাধু জন, তারে দাও নানা ধন, আর কত যায় নৃত্য গীতে ॥ আয় বুঝি কর ব্যয়, দুঃখ যেন নাহি রয়, হিত উপদেশ কহি

আমি। পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া, সপ্ত ডিঙ্গা সঙ্গে লৈয়া, ত্বরায় গমন কর তুমি॥ মোর বাক্য মিথ্যা নয়, সর্ব্বত্র যে হবে জয়, শুনি রাগে সাধুর নন্দন; এ কহ কেমন ভায়া, শেষকালে দুঃখ দশা, দয়া কর সত্যনারায়ণ॥

পীরের চরণ তলে নোয়াইয়া শির। আসরে উদয় হও তুমি সত্যপীর॥ সাধু বলে ওগো প্রিয়া কর সত্য তুমি। সপ্ত ডিঙ্গা লৈয়া যাব বাণিজ্যেতে আমি॥ তোমার রূপমাধুরী পাসরিতে নারি। চল দুইজনে যাই সাজাইয়া তরী॥ এতেক শুনিয়া রম্ভা সাধু প্রতি কয়। নারীসহ গেলে দুঃখ হয় অতিশয়॥ কোথাও না শুনি আর না শুনি কখন। স্ত্রী সহিত বাণিজ্যে যায় কহ কি কারণ॥ সাধু বলে রম্ভা তুমি শুনহ বচন। পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন॥ জানকী লক্ষ্মণ সহ গেল তিনজন। তুমি কেন সঙ্গে যেতে অন্য কর মন॥ মায়ামৃগ হেরে রাম দেখাল সীতায়। সীতা বলে স্বর্ণ মৃগ দেহ হে আমায়॥ রামচন্দ্র মায়ামৃগ ধরিতে চলিল। সীতার বাক্যেতে পরে লক্ষ্মণ যাইল॥ লক্ষ্মণ একাকী সীতা রাখিয়া আইল। শূন্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা চুরি কৈল॥ বিপাকে পড়িয়া যদি ভুলে যাও মোরে। সেই হেতু লৈয়ে যাব আমি সঙ্গে করে॥ রম্ভাবতী বলে নাথ বলি হে তোমায়। সতীর প্রতাপ কিছু বলি শুন হায়॥ গৌতম মুনির পত্নী অহল্যা যুবতী। তার রূপ দেখি ইন্দ্র হরিল সে সতী॥ সতী নারী পতি শাপে পাষাণ হইল। রামপদ স্পর্শে সে মুক্তি যে পাইল॥ সীতার সমান সতী ত্রিভুবনে নাই। সে কেন করিল বাস রাবণের ঠাঁই॥ সতী সাধ্বী জনের এমনি প্রতিকার। অধম মানব জাতি আমি কোন্ ছার॥ তবে যদি মোর মন

নার বুঝিবারে। গাঁথিয়া চম্পক মালা পরাব তোমারে॥ সেই মালা থাকে যদি হইয়া উজ্জ্বল। জানিবে তোমার নারী সতীত্ব নির্ম্মল॥ হইযা মলিন মালা শুকাইয়া যায়। তবেত তোমার নারী দ্বিচারিণী হয়॥ সন্তুষ্ট হইল সাধু যাইতে সত্বরে। সকলে অন্তরে ভজ সেই সত্যপীরে॥ সত্য সত্য সেই সত্য প্রভু সনাতন। বিপদে শ্রীপদ দিও তুমি নারায়ণ॥ ভজ ভাই নিষ্ঠা মনে সত্যনারাযণ। সংসার যাতনা সব হৈবে নিবারণ॥ বৈকুণ্ঠ মাঝি মাগে ও চরণের ছায়া। দেহ প্রভু অধমেরে তুমি পদছায়া॥

স্বামী ইচ্ছা জানি, সাধুর কামিনী, কুসুম কাননে গেলা। তুলি নানা ফুল, চম্পক পারুল, মল্লিকা মালতী বেলা॥ শত ফুলে নারী, পূজিল শঙ্করী, গাঁথিল চাঁপার মালা। স্বামী গলে দিল, প্রণাম করিল, খুশী সাধবের বালা॥ কহে রম্ভা সতী, শুন ওগো পতি, প্রতিজ্ঞা করি যে আমি। এই চাঁপা হার, শুকাবে তোমার, তবে দ্বিচারিণী আমি॥ সাধবের বালা, দিল কণ্ঠে মালা, পতি জয়দত্ত গলে। শুভ যাত্রা করি, ছাড়ি লয়ে তরী, গেল সাধু নদীকূলে॥ সর্ব্ব সখী মিলি, দিল হুলাহুলি, সপ্ত ডিঙ্গা মাঙ্গলিল। যতেক চাকরে, পুত্র পরিবারে, সবারে সে প্রবোধিল॥ রম্ভা গেল ঘরে, ডিঙ্গার উপরে, চড়িল যে সাধু গয়া। মাঝি সবে নিল, বাণিজ্যে চলিল, সত্যপীরে জয় দিয়া॥

নমঃ নমো সত্যপীর বিপদ বারণ। কলির দেবতা প্রভু দারিদ্র্য ভঞ্জন॥ জয় জয় সত্যপীর সত্য সনাতন। বিপদে শ্রীপদে স্থান দেহ নারায়ণ॥ ডিঙ্গায় চড়িয়া সাধু যায় ধীরে ধীরে। কুলিপীর ঘাট হৈয়া যায় বেনাপুরে॥ পালপুর নবদ্বীপ

থুয়ে বৈদ্যপাড়া। পঞ্চদশ দিনে যায় হৈয়ে কালিয়াড়া॥ দুকূল জাহ্নবী ঘাট থুয়ে যায় বেয়ে। ত্রিভাগ দেবতা গড় বাম দিকে থুয়ে॥ কুড়ি দিন পরে গেলা মাণিক সফর। রামসিংহ সেই হয় রাজ্যের ঈশ্বর॥ ঘাটে চাপাইয়া ডিঙ্গা উত্তরিল কূলে। রায় ভেটিবারে সাধু কর্ণধারে বলে॥ নানা দ্রব্য নিল সাথে সাজাইয়া ভার। মহারাজ কাছে যায় সঙ্গে কর্ণধার॥ দ্বারী সঙ্গে সম্ভাষিয়া রাজ বিদ্যমান। নানা ভেট দিয়া সাধু করিল প্রণাম॥ বসিতে বলিল তারে সেই নৃপবর। নৃপতির নিকটে বসিল সওদাগর॥ রাজা বলে কহ সাধু বাড়ী কোন্ স্থানে। কিবা হেতু আইলে হে মাণিক পাটনে॥ সাধু বলে অবধান কর নরপতি। পুরবেনা অজয়ের তটেতে বসতি॥ শঙ্খের নন্দন আমি জয়দত্ত নাম। বাণিজ্যে এসেছি রাজা মাণিক পাটন॥ আনন্দিত হৈল রাজা শুনিয়া উত্তর। ভাল ভাল বলি নৃপ করিল উত্তর॥ বদল করিব সাধু না হবে বৈমুখ। মাণিক পাটনে তব ঘুচে যাবে দুখ॥ মাস।বধি থাক তুমি পাটনে আমার। বদলের দ্রব্য দিব যতেক তোমার॥ রাজার বচনে সায় দিল সওদাগর। নিজ বাটী পাশে দিল তারে বাসা ঘর॥ দুই বেলা যায় সাধু রাজ বিদ্যমানে। চম্পকের মালা গলে রহে অনুক্ষণে॥ রাজার সভায় সাধু যায় প্রতিদিন। চম্পকের মালা তার না হয় মলিন॥ প্রতিদিন দেখি রাজা হইল বিস্ময়। চম্পকের মালা তার মনোমত হয়॥ হেরিয়া চম্পক মালা রামসিংহ রায়। আকুলেশয় ক্ষুব্ধ মনে মৌন ভাবে রয়॥ জিজ্ঞাসিতে নাহি পারে ভাবয়ে রাজন্। জয় জয় সত্যপীর সত্য সনাতন॥

সাধু গলে চম্পাহার, নৃপ দেখে বার বার, মালিনীরে

বলিলা তখন, সওদাগরে দেহ মালা, করি মোরে অবহেলা, দেহ গাঁথি চম্পক কুসুম ॥ কহিল মালিনী হেন, দোষ মোর দেহ কেন, সদাগরে কর জিজ্ঞাসন। সুগন্ধি চম্পার দাম, নাহি বাঞ্ছা আমা কাম, গাঁথিয়া যোগায় কোনজন ॥ এত শুনি রাজা খুশী, সদাগর পাশে আসি, হাস্য করি দিলেন উত্তর। নৃপতি বলেন ভাই, জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঁই, সত্য কহ বল সওদাগর ॥ তোমার কথা মিছা নয়, সকলে সর্ব্বদা কয়, তুমি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ। সদাগর বলে রাজ, কেন কর মিছা কথা, জিজ্ঞাসিছ কারে রাজন্ ॥ নৃপ বলে সাধু সুজ, গলায় চম্পক যুক্ত, প্রতিদিন পাও কোন স্থানে। এমন মালিনী কেবা, কোথা চম্পা পায় সেবা, কে মায় যোগায় প্রতিদিনে ॥ সাধু বলে মহাশয়, মালিনীর কাজ নয়, প্রতিদিন নহে এ গাঁথুনি। মোর নারী অঙ্গনী যে, দিয়াছে চম্পক হার, অবধান কর নৃপমণি ॥ মন্ত্রপূত এ ফুলে, দিয়াছে আমার গলে, সত্য সত্য কহি সত্যবাণী। মন নাহি প্রত্যয়, আমি যবে দ্বিচারিণী, গলে মালা শুকাবে তখনি। কুমুদিনী ভাসে জলে, চম্পা চাপা হার গলে, উমা আমায় দিয়াছিলে। বলিলাম সত্য বাণী, সতী মোর পতিব্রতা, ভাবে সতত তাহা মনে ॥ শুনি রাজা সওদাগরে, আদর অনেক করে, দিলা বহুবিধ রত্নধন। আজ্ঞা দিলা নৃপবর, সাধু গেল বাসা ঘর, নৃপ বসি চিন্তে যে তখন ॥ বিচারিয়া নৃপ বলে, বুঝিনু এরূপ স্থলে, সত্য মিথ্যা বুঝিব কেমনে। এই ভাবে মনে ভাবিতে, পাঠাইব নিজ দূতে, দেখিতে প্রত্যয় হৈবে মনে ॥ এত ভাবি সে রাজন্, ভাবে চিন্তে অনুক্ষণ, কি করি ইহার উপায়। শুধাইতে রাজা কয়, সত্যপীর কৃপাময়, দয়া কর ওহে দয়াময় ॥

প্রণমামি সত্যপীর প্রভু পরাৎপর। আসরে উদয় হও পরম ঈশ্বর নৃপ বলে ওহে মন্ত্রী বলি যে তোমায়। জয়দত্ত পত্নী কাছে পাঠাব কাহায়॥ দেখিব কেমন সতী সুন্দরী অবলা। দ্বিচারিণী হইলে শুকাবে গলে মালা॥ মন্ত্রী বলে হেন আশা করিয়াছ মনে। একজন কাজ নহে দুইজন বিনে॥ মন্ত্রীর বচনে রাজা আনন্দিত মনে। দু'জন কোটালে ডাকে রাজ বিদ্যমানে॥ রাজা বলে ত্বরা যাহ সদাগর পুরী। সতীপনা কর নষ্ট সাধবের নারী॥ যদি পার রমণী হরিতে রঙ্গরসে। চাঁপাহার শুকাইবে জয়দত্ত পাশে॥ এই কর্ম্ম সিদ্ধ কর শুন মোর বাণী। কোটাল জানিল তবে চাঁপার কাহিনী॥ রাজ আজ্ঞা পেয়ে দূত করে যে গমন। সুন্দর করিয়া এক করিল সাজন॥ রজতের চক্ষু দিল রঙ্গিলা মহল। রঙ্গিলা ভুলাল ভোজ করে ঝল্‌মল্‌॥ দুইদিকে সারি সারি রঙ্গ বেরুয়াল। ফটিকের মধ্য স্থানে হিঙ্গুল হরিতাল॥ কোটাল রাজার কাছে লইয়া বিদায়। প্রণাম করিয়া চলে হারামুখি নায়॥ গালিচা ঢাকিয়া দিল সুরঙ্গ শিয়ান। কোটাল বসিল যেন রাজার সন্তান॥ দাঁড়ি সব দাঁড় টানে কাঁপায় মেদিনী। তীরের সমান যেন ছুটিল তরণী॥ বিশ হাত যায় এক দাঁড়ের সাপটে। দাঁড়ের সাপটে তরী তারা যেন ছুটে॥ দুকূল বাহিয়া যায় কুড়ি দিনে তরী। অজয়ের ঘাটে যথা জয়দত্ত পুরী॥ তথা গিয়া কোটাল সে প্রবেশ করিল। হীরামুখি ডিঙ্গা সহ ঘাটেতে থুইল॥ অজয়ের ঘাটে যথা মালিনীর ঘর। মালিনী বসিয়া আছে ঘাটের উপর॥ সে মালিনী মালা লৈয়া কোটালের দিল। কোটাল বলে সাধুর বাড়ী কোথা বল॥ মালিনী বলিল বাড়ী এই দেশে হয়। পশ্চাতে সকল কথা লৈয়া পরিচয়॥ কোথা জয়দত্ত ঘর নাহি পাই দিশা।

দিন চারি তোমা বাড়ী দাও মোরে বাসা॥ মালিনী বলিল তারে থাক মোর বাড়ী। কোটাল দিল যে তারে এক পাট শাড়ী॥ ছু' কোটাল করে বাসা মালিনী মন্দিরে। ভক্তি ভাবে প্রণমহ প্রভু সত্যপীরে॥

ঘাটে ডিঙ্গা থুয়ে, ধন-রত্ন লয়ে, চলিল মালিনী ঘরে। জয়দত্ত ঘর, দেখি চমৎকার, কোটাল জিজ্ঞাসা করে॥ কহিতেছি বাণী, শুন গো মালিনী, উত্তরে কাহার ধাম। শুনিয়ে মালিনী, কহিতেছে বাণী, সাধুর পবিত্র নাম॥ কহে সে মালিনী, শুন গুণমণি, সাধু জয়দত্ত নাম। ধনে কোটিপতি, কৃষ্ণপদে মতি, অশেষ গুণের ধাম॥ ছাড়ি সাধু ঘর, গিয়াছে সফর, রম্ভাবতী রাখি ঘরে। কেবা হেন সতী, স্বামীর সংহতি, প্রতিজ্ঞা পূরণ করে॥ চাঁপার সে মালা, গাঁথিয়া অবলা, দিয়াছে পতির গলে। হেন নারী জনা, রূপে গুণে ধন্যা, হেরি সবা মন ভুলে॥ যদি সতী ভুলে, জয়দত্ত গলে, শুকাইবে চম্পাহার প্রতিজ্ঞা পুরণে, অন্য নাহি মনে, পতিপদ করে সার॥ ইঙ্গিতে হাসিয়া, বলে কোটালিয়া, শুন গো মালিনী ধনি। সেই নারী ধন, অমূল্য রতন, সে ধনে মিলাও আনি॥ কহি গো মালিনী, দিবস রজনী, যতনে বুঝায়ে তারে। থাকে সতী পণ, মধুর বচন, কহিলে ভুলিতে পারে॥ শুনিয়া মালিনী, চাঁপা গাঁথি আনি, চলিল রম্ভার পাশ। বৈকুণ্ঠ সে মাজি, সে নহে তো কাজি, সত্যপীরে করে আশ॥

গাঁথিয়া চাঁপার মালা মালিনী লইয়া। চঞ্চল চরণে চলে চিন্তিত হইয়া॥ রম্ভাবতী গৃহেতে মালিনী প্রবেশিয়া। সুগন্ধি চাঁপার মালা সাঁজিতে লইয়া॥ সাঁজি হৈতে মালিনী সতীরে মালা দিল। শঙ্করী পূজার তরে তুলিয়া রাখিল॥ মনোহর

মোহন মুরতি মালা দেখি। মালিনীর মন বুঝি কহে সুধামুখী॥ সতী নারী পতির চরণে রাখে মন। দেখিয়া মালিনীর মালা মন উচাটন॥ শুন সখি সুখ কালে স্বামী নাই ঘরে। প্রতিদিন আন মালা পরাব কাহারে॥ কবে কান্ত কৃপা করি আসিবে এখানে। দাসী হয়ে সেবি আমি ওদুটি চরণে॥ মন জানি মালিনী মধুর ভাষে কয়। যেমন জলের বিন্দু জানিবে নিশ্চয়॥ পতিব্রতা হৈয়ে পতি পাঠাও পাটনে; পতি নাহি পুত্র নাহি থাকিবে কেমনে॥ রম্ভাবতী বলে মাসী কি বল বচন। বণিক বাণিজ্য বিনে বিফল জীবন॥ মালিনী বলিলা শুন ওগো রসবতী। মোর ঘরে আছে দুই মোহন মুরতি॥ কামদেব সম রূপ পুরুষ রতন। তার সহ কর তুমি প্রণয় বচন॥ রম্ভাবতী বলে মাসী কহ সত্য কথা. পালিব তোমার বাক্য নহে মিছা কথা॥ তোমা ছাড়া উপায় আমার নাহি আর। কাণ্ডারী বিদেশে গেছে আন কর্ণধার॥ বসন্ত কাল এই থাকিয়া এ সংসারে। পাঠায়ে দিও তুমি সে পুরুষ সুন্দরে॥ তুমিত আসিলে সাথে হইবেক লেঠা। দাসীগণ দেখিলে তোমারে দিবে ঝাটা॥ আজ রাত্রে পাঠাইয়া দিও মোর ঘরে। দু'চারি দিবসে আসিবে সওদাগরে॥ শুন মাসী তোমাকে কহিতে কিবা লাজ। আমার মনের মত পরাইবে সাজ॥ এত শুনি মালিনী চলিলা নিজবাসে। কহিল সকল কথা দুইজন পাশে॥ তোমা লাগি বুঝাইনু ধরি তার পায়। না কহে বচন বামা ফিরে নাহি চায়॥ বকুল চাঁপার মালা দিনু তার গলে। না জানি কি মধু ছিল চম্পক বকুলে॥ হাসিয়া সুন্দরী মোর গলেতে ধরিয়া। কহিল রসিকজনে দিও পাঠাইয়া॥ মাথে হাত দিয়া মোর বলিল বচন। সঙ্গে মাত্র রাখিয়াছে দাসী একজন॥ অলঙ্কার পরিয়াছে

করি পরিপাটি। রজত কাঞ্চন হার সুবর্ণের কাঠি॥ ধন বস্ত্র নানা আভরণ লহ সাথে; মনে নাহি করি ভয় চলে যাও পথে॥ কোটাল বলিল তুমি কিবা কথা বল। তুমিত সকল জান সঙ্গে লয়ে চল॥ মালিনী কহিল মোর আছিল বাসনা; মন বুঝি সুন্দরী যাইতে কৈল মানা॥ এক রাণ্ডী দাসী আছে আমারে দেখিবে। তবেত এদেশে মোর বসতি ঘুচিবে॥ দুইজনে যাও নাহি লও অন্যে সাথে। ধন অর্থ যত কিছু দোঁহে লও মাথে॥ শুনিয়া মালিনী বাক্য কহে দুইজন। নিশ্চয় যাইব তথা শুনহ বচন॥ যেই ভাবে পারি মোরা করিব গমন। রম্ভা দেখি কালি যাব নিজ নিকেতন॥ ধন অর্থ লৈয়া সাথে জামা দিল গায়। ধীরে ধীরে পথ বাহি দুইজন যায়॥ ভয়ে থর থর তনু নাহি কেহ সাথে। রম্ভাবতী ঘরে যায় চারি দণ্ড রাতে॥ তাহা হেরি রম্ভাবতী জানিয়া বিশেষ; কোটাল লাগিয়া দাসীরে ধরায় বেশ॥ এই কহিলাম শুন গোপন কথন। বৈকুণ্ঠ মাজি মাগে দেহ ঐ শ্রীচরণ॥

কোটাল ধরি সুবেশ, সাধুর গৃহে প্রবেশ, ধন দিল দাসী বিগুমান। দাসী বলে এসো এসো, খাটেতে চাপিয়া বস, খাও জল মুখে দাও পান॥ স্বামী তার নাহি ঘরে, পড়শীদের যে ডরে, বাহিরে দাঁড়াতে আমি নারি। দাসী ছলে যত কয়, কোটালে লাগিল ভয়, রাজ আজ্ঞা পালি কিবা করি॥ ধরি দোঁহে দাসী হাতে, উভয়ে যাইল সাথে, রম্ভাবতী আছিল দুয়ারে। কহে সতী রম্ভাবতী, কোটালিয়া এতো রাতি, কেন তুই আনিলি আগারে॥ কোটালিয়া ছিল খাটে, ভয়ে দোঁহে বুক ফাটে, দোঁহে গিয়া লুকাইল কোণে। ছলে দাসী যত কয়, যদি বুকে লাগে ভয়, তবে কেন আইলে এখানে॥ উভয়ে পলায়ে যায়, নাহিক ফিরিয়া চায়, দাসী বলে কেন ভয় কর। দধি মণ্ডা খাও চেয়ে, কেন যাও

পলাইয়ে, শুন ওহে রাজার চাকর ॥ কোটালিয়া নাহি শুনে, লাফাইল কাঁটা বনে, থর থর কাঁপে উভ কায়। দেখি বুক ফাটি যায়, চমকি চমকি কায়, এ সঙ্কটে প্রাণ বহিরায় ॥ জামা গায়ে পাগ মাথে, পলাল সে বন পথে, চরণে ফুটিয়া যায় কাঁটা। কিয়াফুলে কাঁটা ছিল, জামায় লাগিয়া গেল, উভয়ে হইল লাটাপাটা ॥ দুঃখের নাহিক সীমা, ছিঁড়িল গায়ের জামা, অনুতাপে দুঁহু বুক ফাটে। কাঁটা খোঁচা লাগে গায়, ফিরিয়া নাহিক চায়, উপনীত হয় গিয়া ঘাটে ॥ পঞ্চম প্রহর নিশি, কোটালিয়া ঘাটে আসি, দাঁড়ি মাঝি সবে জাগাইল। মানস পুরিল ভাই, চল সবে ঘরে যাই, এত বলি ডিঙ্গায় চাপিল ॥ যাহ কেহ মালী ঘরে, ধীরে ধীরে ডাকি তারে, কেহ যেন না পায় শুনিতে। মাথে পাগ হাতে ছড়ি, যেবা আসে তোমা বাড়ী, তাহারে তাড়ায়ে দিল পথে ॥ গিয়া মালিনীর ঘরে, ধীরেতে জিজ্ঞাসা করে, যদি কেহ আসে এইক্ষণে। দেরী নাহি কর ভাই, চল হে পলায়ে যাই, শুন ভাই সব কথা মনে ॥ একজন যায় ধেয়ে, চোরের সমান হ'য়ে, প্রবেশিল মালিনীর ঘরে। মালিনীকে উঠাইয়া, বসন ভূষণ লৈয়া, চলি গেল ডিঙ্গার উপরে ॥ ধ্বজ কাঞ্চ তুলি নায়, নিশাকালে বাহি যায়, তাহাতে জোয়ার জল টান। সঘনে প'ড়ে যে দাঁড়, ডিঙ্গা যেন ছুটে ষাঁড়, দুঁহুজনে দেহে এলো প্রাণ ॥ দিবানিশি ডিঙ্গা বায়, বিংশতি দিবসে যায়, উপনীত হইল পাটনে। মাঝি গিয়া ডিঙ্গা রাখে, আপনার মনোসুখে, প্রবেশিল রাজ বিদ্যমানে ॥ রাজা বলে নিশাপতি, কেমন দেখিলে সতী, মম আগে কহ বিবরণ। সভয়ে কহে কোটাল, শুন ওহে মহীপাল, আসিয়াছি লইয়া জীবন ॥

কোটাল বলিল রাজা তোমার আশীষে। প্রবেশ করিনু আমি জয়দত্ত দেশে॥ ঘাটের পাশেতে হয় মালিনীর ঘর। রসিকা মালিনী সেই রসের সাগর॥ রম্ভাবতী গুণ যত কহিল মালিনী। তাহার বাড়ীতে বাসা লইলাম আমি॥ মালিনীকে পরিতে দিলাম পাট শাড়ী। চাঁপা ফুল মালা লৈয়া গেল রম্ভা বাড়ী॥ নানারূপ করি বুঝাইল রূপসীরে। মোহিত হইল তার মন আমা' পরে॥ দশ দণ্ড রাত্রে লৈয়া মোরে মিলাইল। একজন দাসী তার বড় দুষ্টা ছিল॥ রাজার কোটাল এলো ডাক দিয়া কহে। শুনিয়া পলায় রম্ভা দেখি তার ভয়ে॥ দুঁহু দণ্ড রাখিয়া বিদায় দিল মোরে। মহল হইতে যাই পথের উপরে॥ দাসী আর যত সখী বুঝি অনুমানে। রম্ভাকে জিনিয়া রূপ দেখি শতগুণে॥ ডিঙ্গায় বসিয়া বেগে চালাইনু তরী। ঘাটেতে লাগায়ে ডিঙ্গা হুজুরে হাজিরী॥ দেখিলাম রম্ভাবতী রসিক নাগরী। কথা মধুময় তার রূপেতে সুন্দরী॥ এত শুনি গেলা রাজা সাধুর মহলে। উজ্জ্বল চাঁপার মালা জয়দত্ত গলে॥ রাজা বলে বুঝিলাম কোটাল চাতুরী। দাসীসহ প্রেম করি এলো দণ্ড চারি॥ ভূপতি বলেন মন্ত্রী যাব দেখি আমি। মাস খানেক পালহ মোর রাজ্য ভূমি॥ আজ্ঞা দিল মহারাজ সাজাইতে তরী। রাজহংস তরণী লইল সজ্জা করি॥ দাঁড়ি মাঝি বিচিত্র রঙের টোপ দিল শিরে। বনাতের জামা গায় কত শোভা ধরে॥ বাহ বাহ বলিয়া সঘনে ডাক দিল। দ্বাদশ দাঁড়ের মুখে বজরা ছুটিল॥ পঞ্চদশ দিনে গেল অজয়ের ঘাটে। ঘাটে ডিঙ্গা রাখি গেল মালিনী নিকটে॥ মালিনী দিলেক তাঁরে চাঁপার সে হার। মহারাজ জিজ্ঞাসিল সব সমাচার॥ কহ গো মালিনী মোরে উত্তরে কার ঘর। ভাগ্যধর তারে দেখি

কাহার কোঙর ॥ মালিনী বলিলা রাজা কর অবধান। জয়দণ্ড নামে সাধু শঙ্খের সন্তান ॥ বাণিজ্যে গিয়াছে সাধু মাণিক সায়রে। সাধবের নারী রাজা আছয়ে মন্দিরে ॥ রম্ভাবতী নাম তার রূপে বিদ্যাধরী। পরম সুন্দরী সেই স্বর্গের অপ্সরী ॥ রাজা বলে যদি মোরে করাও মিলন। পরাইয়া দিব তোমায় সুবর্ণ কাঞ্চন ॥ এত শুনি অঙ্গীকার করিল মালিনী। কৌশল করিল রাণ্ডী ভুলাতে ভামিনী ॥

নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে, মালিনী আনন্দ হয়ে, বকুল চাঁপার গাঁথি মালা। পরিয়া পাটের শাড়ী, চলে বাণ্ডী সাধু বাড়ী, প্রবেশিল শুভ লগ্ন বেলা ॥ সুগন্ধ চাঁপার শোভা, দেখি মুনি মনোলোভা, রম্ভাবতী কহিল তখন। পতি আছে দূর দেশে, আমি রহি ঘরে বসে, চাঁপা মালা আন কি কারণ ॥ কহি শুন বিনোদিনী, স্বপনে নাহিক জানি, স্বামী মোর এতো নিদারুণ। গাঁথিয়া চাঁপার ফুলে, দিয়াছিনু স্বামী গলে, ভাবিতে ভাবিতে গেল দিন ॥ দিন যায় নানারঙ্গে, সখী সব লৈয়া সঙ্গে, জাগি মোর যায় যে জীবন। পিতা পালে বাল্যকালে, যৌবনে স্বামীতে পালে, বৃদ্ধকালে পালয়ে নন্দন ॥ এমন রমণীগণ, সুখে থাকে সর্ব্বক্ষণ, মোর ভাগ্য সেই মত নয়। তোমা সম মোর সখী, নাহি কেহ আর দেখি, কর সখী ইহার উপায় ॥ আজ কাল কত করি, কেমনে পরাণ ধরি, নাহি দেখি ইহার উপায়। নবীন যৌবন মম, যায় দেখি অকারণ, স্বামী মম ভিন্ দেশে রয় ॥ মনেতে করিয়া ডর, মালিনী জুড়িয়া কর, বলে শুন সাধুর যে নারী। এতেক জানহ মনে, নাহি মোরে বল কেনে, আমি হই তোমা সহচরী ॥ রামসিংহ রাজা নাম, রূপে কামদেব সম, তোমার বাসনা করে মনে। দেহ যদি অনুমতি, পাইবে পরম তথি, আনি বল তোমা বিদ্যমানে ॥

এত শুনি রম্ভাবতী, কহে দূরে রহে পতি, মনেতে বাসনা যত দেখি। নিজ দুঃখ ভয় যত, প্রবোধ দিব বা কত, রাজারে আনহ তুমি সখী॥ রামসিংহ রাজা নাম, ধনে গুণে অনুপম, আসে যদি মম অভিলাষে। কি করিতে পারে কেবা, করিব রাজার সেবা, অর্দ্ধনিশি আন মোর পাশে॥ দিলা আজ্ঞা বিধুমুখী, শুনিয়া মালিনী সুখী, চলে রাণ্ডী রাজার গোচরে। যোড় করি দুটি হাত, বলে শুন নরনাথ, আজি নিশি মিলাইব তারে॥ হেথা রম্ভাবতী নারী, বসন ভূষণ পরি, নানা অলঙ্কার পরে গায়। চাঁচর চিকুর শোভা, মালিনীর পুষ্প আভা, ভ্রমর বসিয়া মধু খায়॥ কপালে সিন্দুর ছবি, যেন প্রভাতের রবি, নয়নে কজ্জ্বল ভাল সাজে। নাশায় বেশর ধ্বনি, চলে যেন সৌদামিনী, মতি বিরাজিত তার মাঝে॥ পাকা বিল্বফল যিনি, সুন্দর অধর খানি, দশনে দাড়িম্ব যেন খেলে। মণিময় ঘর বাড়ী, করেতে সুবর্ণ চুড়ি, সাতনলী হার পরে গলে॥ চরণে নূপুর বাজে, রজত মুকুতা সাজে, চাহনি মধুর মারে বাণ। নানা আভরণ পরি, পালঙ্কে বিছানা করি, রমণী মোহিল রাজা মন॥ করি ছল সীমন্তিনী, বসিল রন্ধনে ধনী, রাজা মন বুঝিবার তরে। ভাবে সতী মনে মনে, স্মরি সত্যনারায়ণে, সতী ধর্ম্ম রক্ষি কি প্রকারে॥

পালঙ্কে বসিয়া রাজা করে নিরীক্ষণ। রম্ভাবতী রূপ দেখি হইল মগন॥ হাসিয়া বলেন রাজা মধুর বচনে। আমারে বসায়ে তুমি বসিলা রন্ধনে॥ রম্ভা বলে পাটনে গিয়াছে প্রাণনাথ। সে কারণে সদা থাকি হইয়া দুঃখিত॥ এই ভাবে থাকি আমি স্বামীর কারণ। দশদণ্ড রাত্রে করি আমি যে ভোজন॥ স্বামী সেবা যেবা করে কৃষ্ণের সমান। সেই নারী হয় ধরায় অতি পুণ্যবান॥ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা

মন্দোদরী। পঞ্চকন্যা স্মরণে পাতক যায় ছাড়ি॥ সীতা সতী লঙ্কার রাবণ কৈল চুরি। তারাবতী পদতলে হৈল দিগম্বরী॥ মন্দোদরী সতী ব'লে শুনি রামায়ণে। রাবণ মরিতে কেন ভজে বিভীষণে॥ মনেতে ভাবিয়া দেখ এই পঞ্চজনে। আমি পুরুষের মন জানিব কেমনে॥ রস চিনে রসিক পতিকে চিনে শোভা। সতীর সতীত্ব চিনে অসতী চিনে কেবা॥ নারী জন্ম হৈয়া যেবা পতি নিন্দা করে। তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥ এত বলি রম্ভাবতী করিল রন্ধন। কাঞ্চন থালায় অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ রন্ধনের পরিপাটি দেখি নৃপবর। ভোজন করিতে ইচ্ছা বাড়িল বিস্তর॥ ভক্তি ভাবে নারায়ণে করিল স্মরণ। গ্রাস পাঁচ ছয় রম্ভা করিল ভোজন॥ রাজারে দিলেন ক্ষুধা প্রভু সত্যপীর। ব্রহ্ম অগ্নি জ্বালায় রাজা হৈল অস্থির॥ রাজা বলে ওগো রম্ভা বল বিবরণ। আমাবে না ডাকি তুমি করিছ ভোজন॥ রম্ভা বলে মহারাজ ভুলি নাই আমি। এস এস দয়া করি ভোজন কর তুমি॥ পালঙ্ক ছাড়িয়া রাজা উঠিল তখন। ত্বরায় বসিল গিয়া করিতে ভোজন॥ রম্ভাবতী বসিল দক্ষিণ পাশে গিয়া। বসিলেন মহারাজ আসন চাপিয়া॥ হেনরূপে মহারাজ খায় গিয়া ভাত। রম্ভাবতী বসিলেন উঠাইয়া হাত॥ রাজা বলে এমন রন্ধন নাহি দেখি। হেন পাক খায় যেবা ভাগ্য হেন দেখি॥ এইরূপে ভোজন করিল দুইজন। ভোজন করিয়া রাজা করে আচমন॥ কর্পূর তাম্বুল খেয়ে বসিলেন খাটে। রম্ভাবতী দাঁড়ায়েছে রাজার নিকটে॥ রাজা বলে, শুন ওগো প্রাণের কিশোরী। রম্ভাবতী বলে কিছু নিবেদন করি॥ পুত্রের সমান অন্ন খেলে মম পাতে। কিরূপে বসিতে বল মোরে গিয়া সাথে॥ এতেক শুনিয়া রাজা যুড়ি দুই

হাত। মা বলিয়া চরণেতে কৈলা প্রণিপাত ॥ রম্ভা বলে চিরজীবি থাক মহীপতি। চিরকাল শ্রীকৃষ্ণ চরণে থাকুক মতি ॥ রম্ভাবতী কাছে রাজা করে নিবেদন। রচিল কিঙ্কর মাজি সেবি নারায়ণ ॥

রাজা বলে রম্ভাবতী, তোমার পরাণ পতি, গিয়াছিল আমার পাটনে। গাঁথিয়া চাঁপার ফুলে, দিয়াছ পতির গলে, মনোরম দেখি সারা দিনে ॥ চাঁপা হার গলে পরে, জিজ্ঞাসিনু সওদাগরে, সত্য সত্য বলিবে বচন। সাধু কহে আমা নারী, প্রতিজ্ঞা পূরণ করি, সতী মতি বুঝিনু কারণ ॥ তোমা মন বুঝিবারে, পাঠাইনু কোটালেরে, তাহারে করিলে হতমান। নিজ হৈতে এনু আমি, রন্ধন করিলে তুমি, খাইলাম পুত্রের সমান ॥ রম্ভা বলে কথা দাও আপন দেশেতে যাও, প্রজা পাল রামের সমান। সত্য কর মোর সাথে, পাঠাইবে প্রাণনাথে, হবে মোর বাসনা পূরণ ॥ রাজা বলে শুন সতী, আসিবে তোমার পতি, মনে কিছু না করিবে আন। আশীর্ব্বাদ কর তুমি, নিজ রাজ্যে যাই আমি, এত বলি করিল প্রণাম ॥ নানা ধন রত্ন দিয়া, ডিঙ্গায় চাপিল গিয়া, বাহ বাহ ডাকিলা রাজন্। নদীর তরঙ্গ উঠে, ডিঙ্গা যেন তারা ছুটে, দেখি মাঝি আনন্দে মগন ॥ পঞ্চদশ দিনে তরী, ঘাটেতে চাপান করি, নৃপ চলে আপনার ঘরে। পোহাইল দেখ রাত্রি, সভা মধ্যে নরপতি, ডাক দিয়া আনে সওদাগরে ॥ অনেক আদর করি, সওদাগর করে ধরি, বসালেন আপন আসনে। পরিহাস করি কয়, ধন্য তুমি মহাশয়, রম্ভাবতী দেখিনু নয়নে ॥ সত্য যুগে যেন সতী, ছিল যেন বৃন্দাবতী, পতি তার জলন্ধর অসুর। বৃন্দার সতীত্ব বলে, জিনে যত রাজকুলে, বাহুবলে জিনে তিন পুর ॥ সেইরূপ রম্ভাবতী, ধন্য তুমি তার পতি, আমি তার ধর্ম্মের নন্দন। যাহ সাধু নিজ

ঘরে, আশীর্ব্বাদ করি মোরে, এত বলি দিল বহু ধন॥ ভাবে হৈয়া কৃতাঞ্জলি, রাজা সাধু কোলাকুলি, মন্দিরেতে চলে নৃপবর। সাধু ভিড়াইল তরী, সবে বলে হরি হরি, নিজ দেশে যায় সওদাগর॥ দিবা নিশি নাট্য গীত, নিজদেশে উপনীত, সত্যপীর জানে আসমানে। আর দিন বার পরে, দাঁড়াইল নদী ধারে, গঙ্গাদেবী ডাক করি আনে॥ সাত ডিঙ্গা যায় জলে, সাধু গা তুলিল পলে, গলে বস্ত্র যোড় দুই হাত। দন্তেতে তৃণ ধরিয়া, সবে সাল্লাম করিয়া, দাণ্ডাইল পীরের সাক্ষাৎ॥ সত্যপীর প্রভু কয়, বাঘেরে না কর ভয়, পলাইয়া যাহ সদাগর। হুজুরেতে দাণ্ডাইয়া, গলেতে বসন দিয়া, সাধু বলে হইয়া কাতর॥ শুনহে দয়াল নিধি, এই সাধু মার যদি, তবে সেবা করে কোন জন। সেবকে মারহ যদি, তুমি প্রভু কৃপানিধি, হবে মোর সার্থক জীবন॥ সত্যপীর নারায়ণ, হইয়া তারে প্রসন্ন, সওদাগরে পরিচয় দিল। যাহ বাছা নিজ ঘরে, পূজ গিয়া সত্যপীরে, এত বলি আশ্বাস করিল॥ সাধু তবে চলি যায়, আসমানে পীর যায়, বাঘ যায় বনের ভিতর॥ সাধু ভিড়াইল তরী, সবে বলে হরি হরি, নিজ দেশে গেল সওদাগর॥

সওদাগর আপন ঘরে প্রবেশিল। রম্ভাবতী গলাতে চাঁপার মাল্য দিল॥ ডিঙ্গা মাঙ্গলিল শঙ্খ বাদ্য ধ্বনি করে। সত্বরে বদল ধন নিল নিজ ঘরে॥ দেশের রাজারে দিল চামর চন্দন। রাজা দিল সওদাগরে বসন ভূষণ॥ রাজ সম্ভাষিয়া সাধু প্রবেশিল ঘরে। নানা ধন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান করে॥ জয়দত্ত মনে জাগে পীরের মহিমা। রাজার কৃপায় এত সাধুর গরিমা॥ সত্যপীর পূজিবারে করিল বাসনা। স্বর্ণের পীড়া দিয়া করিল আস্তানা॥ শত মণ দুগ্ধ আর শত মণ চিনি। শত বুড়ি রম্ভা

দিয়া করিল সিরণি॥ শত মণ সিন্নি করি হুজুরে দিল ধরি। বাজায় দুন্দুভি বাদ্য মৃদঙ্গ মঞ্জুরী॥ সত্যপীরে পূজা করি উল্লাসিত মন। সবাকারে তুষি দিল কুসুম চন্দন॥ পীরের সিন্নি লয় করিয়া প্রণিপাত। সিরণি মুখেতে নিয়া মাথে মুছে হাত॥ সত্যপীর সাহেব বলিয়া সর্ব্বজন। যে যাহার গৃহেতে সবে করিল গমন॥ পীরের কাল্লাম গীত যে করে শ্রবণ। সর্ব্ব ঠাঁই জয় তার বিপদ মোচন॥ আসরেতে সভা করি বৈসে যতজন। সবাকারে পদছায়া দেন নারায়ণ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ বলি ডাকে যেইজন। অনায়াসে সর্ব্ব পাপ করে বিমোচন॥ রম্ভাবতী পালা সাঙ্গ হৈল এত দূরে। হরি হরি বল সবে আনন্দ অন্তরে॥

ইতি রম্ভাবতীর পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মী-সরস্বতীর ঝগড়া পালা ॥

বন্দি মাতঃ লক্ষ্মী তুমি, উরগো মরত ভূমি, বৈকুণ্ঠের হৈয়ে বরদায়। হরি হর চতুর্ব্রহ্মা, কে পারে বর্ণিতে তোমা, ইন্দ্রাদি করি ধ্যানে না পায়॥ তুমি মাতা সিন্ধুসুতা, দরিদ্র নাশ যে মাতা, শ্যামল সুন্দর তনু শোভা। নানামণি কর্ণমুলে, পারিজাত মালা গলে, বদনে উদয়ে চন্দ্র আভা॥ মনোহর রূপ বন্দ, আর বালা বাজুবন্দ, পরিধান কমল বসন। নাসা পাশে গজমতি, মুকুতা দশন পাতি, করে শঙ্খ সুবর্ণ কঙ্কন॥ তুমি দেবী পরাৎপরা, অন্তর্য্যামী সারাৎসারা, দয়া কর ক্ষীরোদনন্দিনী। তব পদ সেবি নিত্য, এই বাঞ্ছা করে চিত্ত, আমি মূঢ় ওমা নারায়ণী॥

ইন্দ্র আদি ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতা সকল। বৈকুণ্ঠ ধামেতে সভা করিয়া বসিল॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ। আমা আদি শূলপাণি ত্রিভায়ের জ্যেষ্ঠ॥ তুমি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডে সৃজিলে কত জীব। পালনার্থে বিষ্ণু আমি বিনাশিতে শিব॥ অন্য জীবে সৃজ যদি উপায় আছে তার। মানবেরে এবে তুমি কি দিবে আহার॥ ব্রহ্মা বলে জিজ্ঞাসিলে বিষ্ণু যদি তুমি। শিব বিনা কোন কথা কি বলিব আমি॥ সভা মধ্যে বসে ছিল নারদ সে মুনি। তাহাকে বলেন ডেকে আন শূলপাণি॥ ঢেঁকিতে চড়িয়া চলিলেন ব্রহ্মা পুত্র। কৈলাসে প্রবেশ করে মুনি ক্ষণমাত্র॥ শিঙ্গা ডম্বুর করেতে কাঁধে ভিক্ষা ঝুলি। বৃষভে চাপিয়া বসে সেই কালে শূলি॥ সে কালে নারদ গিয়া হেসে বলে মামা। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদেশিলা লৈয়া যেতে তোমা॥ তেত্রিশ কোটী দেব মিলি বৈকুণ্ঠে হৈল জড়। শুনি বলে ভোলানাথ ভারি কথা বড়॥ ভঙ্গ দিলে ভিক্ষায় হে নাহি মিলে ভাত। চল বলি বৃষভ চালায় বিশ্বনাথ॥ শিবে দেখি দেবগণ উঠিয়া দাঁড়ান। সকলে বন্দিল তবে ভবের চরণ॥ বাঘছালে বসাইল সবে সদাশিবে। ভুবন পালন হেতু জিজ্ঞাসিল সবে॥ মর্ত্ত্যলোকে নরনারী জন্মিল বিস্তর। প্রতি পোষ্য কিসে হবে বুঝে বল হর॥ বড় হৈয়া ছোটকে জিজ্ঞাসা কর কেন। যোগী যোগ ধ্যান মন্ত্র তুমি সব জান॥ সুবুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ তুমি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ কহিল যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ॥

পঞ্চমুখে পঞ্চানন, সভা মধ্যে বসি কন, শুনেন যতেক দেবগণ। সৃষ্টি যে করেন বিধি, কত কহি সে অবধি, ইন্দ্র চন্দ্র চোদ্দটা ভুবন॥ স্থাবর জঙ্গম করি, সৃষ্টি কৈল পৃথ্বী পরি, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী আর। জলে হয় জল জন্তু, অন্যান্য অনেক

কিন্তু, মনুষ্য জনম সর্ব্বসার॥ সার্থক মনুষ্য জন্ম, বুঝিলেক ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রতিপালনার্থে সবাকার। লক্ষ্মীকে পাঠাও ভবে, আহার দিবেক জীবে, সরস্বতী করিবে প্রচার॥ শঙ্কর কহিল সার, চিত্তে নিল সবাকার, সায় দিলা যত দেবগণ। বাণী লক্ষ্মী আনিবারে, পাঠাইলা নারদেরে, বৈকুণ্ঠ মাজি করে যে রচন॥

কুবের ঘরেতে ছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী। আনিতে নারদ চলি



গেলা শীঘ্রগতি॥ নারদেরে দেখিয়া কুবের অকস্মাৎ। যোড় হাতে কুবের করিলা প্রণিপাত॥ মুনিরে বসাল রত্নাসনে ধনেশ্বর। কিবা হেতু আগমন জিজ্ঞাসে সত্বর॥ নারদ বলিলা কথা লক্ষ্মী-সরস্বতী। সঙ্গে লৈয়া যাব আমি বলে পশুপতি॥ স্বর্ণ রথে লক্ষ্মী-সরস্বতী ধনেশ্বর। বৈকুণ্ঠে পাঠান সঙ্গে দিয়া অনুচর॥ রূপে আলো করি যান লক্ষ্মী-সরস্বতী। সভাতে বসিল দোঁহে আলো করি অতি॥ সদাশিব বলে শুন লক্ষ্মী-সরস্বতী। পৃথিবী পালিতে দোঁহে যাহ শীঘ্রগতি॥ লক্ষ্মী গিয়া জীবের যোগাও যে আহার। সরস্বতী কর গিয়া বিদ্যার প্রচার॥

শিব আর ব্রহ্মা বাক্য শুনিয়া তখন। পৃথিবী উপরে চলে লইয়া বাহন॥ সরস্বতী করিলেন হংসে আরোহণ। পেঁচকের পৃষ্ঠে লক্ষ্মী করিল গমন॥ একে একে সপ্ত স্বর্গ হইলেন পার। এড়াইল কত গিরি কত কব আর॥ পৃথিবী মাঝারে আসি লক্ষ্মী-সরস্বতী। দুই ভগ্নী মিলি বড় হৈল হৃষ্টমতি॥

সত্যযুগে সত্যবাদী শ্বেতাম্বর রাজা। পৃথিবীতে আসি লক্ষ্মী তারে কৈল ধ্বজা॥ অন্নহীন তনুক্ষীণ প্রজাগণ দুঃখী। অনুকূলে মহীপালে বলে মহালক্ষ্মী॥ ফল মূল খাইয়া দুর্ব্বল হৈল প্রজা। শস্য সৃজি প্রজাকে সবল কর রাজা॥ লক্ষ্মীমা' করিয়া দিলা চাষের প্রকাশ। জমি লৈয়ে পাট্টা পেয়ে করে চাষ বাস॥ রাজা বলে প্রজা জমি চষিল সর্ব্বথা। বোনা যোগ্য হৈল জমি বীজ পাই কোথা॥ চিন্তিয়া অঙ্গের মলা তুলেন কমলা। হলুদ গুঁড়া ধান্য হয় হলুদের মলা॥ সিঁথির সিন্দূর ভেদ রাঙী যে আলতা। রক্ত বর্ণ ধান্য জন্মে তাহে ময়ূরলতা॥ নয়ন কজ্জল ধান্য জন্মিল পশ্চাৎ। কলপী কালিন্দী ধান্য জন্মিল তাবৎ॥ মাটীর ভিতরে চাষ নানা ফল মূল। যব গম কলাই তার নাহি সমতুল॥ লক্ষ্মীর কটাক্ষে চাষ অনেক হইল। সর্ব্বত্র সবার ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত ফলিল॥ জোড়া শাড়ী দোষটি প্যাছুড়ি ধুতি কাঁছা। গুলি চিরি বস্ত্র পরে যার যত ইচ্ছা॥ এইরূপে পৃথিবী পালনে লক্ষ্মীসতী। বিদ্যা দেন সর্ব্বলোকে দেবী সরস্বতী॥ সেই চাল ফিরিয়া কিরূপে হৈল ধান। বৈকুণ্ঠ কহেন শুন তাহার প্রমাণ॥

অগ্রাণ মাসের শেষে পৌষের সঞ্চার। চাল ফলিয়াছে ক্ষেত্রে যত সর্বাকার॥ যাজক ব্রাহ্মণ বিষ্ঠা ত্যজিতে বসিয়া। চাল চিবাইল অগ্রে জল না লইয়া॥ সেই ক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী উদিল

তখন। এমত ব্রাহ্মণে দেখি বলিলা সেক্ষণ॥ শৌচেতে বসিয়া দ্বিজ চাল খায় লোভে। লক্ষ তঙ্কায় ব্রাহ্মণ ভিক্ষু হবে ভবে॥ ব্রাহ্মণের দোষে লক্ষ্মী শাপে সেই ঠাঁই। সেই হৈতে ধান ফলে চাল ফলে নাই॥ সেই হৈতে সর্ব্বক্ষেত্রে ধান আগে ফলে। চাল দেখা যায় ধান ভানিলে কুটিলে॥ কাষ্ঠ কাটি ছুতারিয়া ঢেঁকি দিল গড়ি। ডোমেতে বুনিল কুলো ধুঁচুনি চুপড়ি॥ সতী নামে গোপী ছিল গোয়ালার বউ। তার মত কু-আচারি নাহি ছিল কেউ॥ গোয়ালে গোবর তার কাপড়ে লাগিলে। ধুয়ে নাহি পরে বস্ত্র দূরে টেনে ফেলে॥ ফলিত কাপড়গুলি গাছ হৈতে পাড়ি। একখানি ফেলি দূরে পরে অন্য শাড়ী॥ লক্ষ্মীর নিকট কান্দি কহে যে ধবলা। মেয়ে হৈয়ে করে মোরে এত অবহেলা॥ ধবলারে কহে লক্ষ্মী করিয়া আশ্বাস। আজি হৈতে বস্ত্র ছাড়ি ফুটিবে কার্পাস॥ কার্পাসের ফল হৈতে তূলা যে পাইবে। সেই তূলা লৈয়া সবে কাপড় বুনিবে॥ করি দিলা বিশ্বকর্ম্মা তাঁতের সৃজন। কাপড় বুনিতে তাঁতি হৈল কতজন॥

বহুকাল হৈতে ছিল পৃথিবী পালনে। দৈবে লক্ষ্মী-সরস্বতী দেখা দুইজনে॥ লক্ষ্মী কহে সরস্বতী আমি বলবতী। আহার যোগাই জীবে পালি বসুমতী॥ সরস্বতী বলে লক্ষ্মী আমি বড় হই। সবাকার কণ্ঠে বসি আমি কথা কই॥ এভাবে কলহ করে পথের উপর। যোগবলে জানিল নারদ মুনিবর॥ বৃদ্ধ দ্বিজ হৈয়ে পুঁথি লইয়া বগলে। দোঁহা কাছে গিয়া মুনি সেই কালে উলে॥ মধ্যস্থ মানিয়া বলে লক্ষ্মী-সরস্বতী। বিচার করিয়া দাও এবে শীঘ্রগতি॥ আমা দোঁহা মধ্যে কেবা হয় ছোট বড়। সত্য করি কহ মুনি যদি

জ্ঞান দড়॥ মুনি বলে বিচারিয়া দেখিলাম দড়। লক্ষ্মী হৈতে সরস্বতী আমি দেখি বড়॥ বাণীর কৃপাতে আমি সর্ব্বশাস্ত্র জানি। শুনিয়া রুষিল লক্ষ্মী সে মুনির বাণী॥ লক্ষ্মীকে জানিস নাই কি জানিলে ঠিক। নাচে মেগে খাবে দ্বিজ তুমি যেন ভিখ॥ শাপে শঙ্কা নাহি মুনি যায় হেসে হেসে। পুনঃরায় শূদ্র রূপে উত্তরিল এসে॥ লক্ষ্মীবন্ত বেশ দেখি লক্ষ্মী শশব্যস্ত। সরস্বতীসহ উভে মানিল মধ্যস্থ॥ আমা দোঁহা মধ্যে কেবা ছোট বড় হয়। সত্য করি কহ বাপু জানহ নিশ্চয়॥ বিদ্বান্ পণ্ডিত নহি শাস্ত্র নাহি জানি। লক্ষ্মীর মহিমা বড় লোক মুখে শুনি॥ লক্ষ্মীর প্রসাদে হয় ধন ধান্য চাল। মূর্খরূপে আছি ভবে জীব কত কাল॥ শাপিল সরস্বতী তারে মানি না মধ্যস্থ। কলমে কৈবর্ত্ত ধন হরিবে কায়স্থ॥ শাপে শঙ্কা নাহি মুনি যায় হাসি হাসি। আর বার নিজরূপে উত্তরিল আসি॥ ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত যদি না মানিলে। তবে তোমাকার ঝগড়া ভাঙ্গিবে রাখালে॥ এই কথা বলি অন্তর্দ্ধান মুনিবর। লক্ষ্মী-সরস্বতী পালা রচে কবিবর॥

রাখাল খুঁজিতে যায় লক্ষ্মী-সরস্বতী। গোকুলে জানিল কৃষ্ণ জগতের পতি॥ লৈয়ে ধেনুর পাল কদমতলে স্থিতি। সেইকালে এলো তথা লক্ষ্মী-সরস্বতী॥ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে দেখি কৈলা পরিহাস। অন্য হৈলে এখনি তার হৈত সর্ব্বনাশ॥ বনে বনে দোঁহে ভ্রম কি হ'য়েছে হারা। দুই ভগ্না বলে তারে রাখাল খুজি মোরা॥ কৃষ্ণ বলে আমাধিক কে আছে রাখাল। গোকুল জুড়িয়া দেখ গোধনের পাল॥ পরিচয় দিনু মোর চিন বা না চিন। কহ দেখি তোমা দোঁহে রাখাল

খোঁজ কেন ॥ লক্ষ্মী-সরস্বতী মোরা হই দুই ভগ্নি। কুবেরের ঘরে ছিনু শুনহ কাহিনী ॥ ব্রহ্মার বচনে এনু পালিতে পৃথিবী। সরস্বতী বড় কিবা বড় লক্ষ্মীদেবী ॥ বিচার করিয়া বল সুবুদ্ধি রাখাল। কৃষ্ণ কহে ভাল এবে ভাঙ্গিব জঞ্জাল ॥ বল বুদ্ধি নাহি কিছু জ্বলে দেখ দেহ। ছোট বড় বেছে দিব খেতে কিছু দেহ ॥ সরস্বতী বলে ধর এই সিদ্ধবিদ্যা। জপিলে শীতল হবে কি করিবে ক্ষুধা ॥ লক্ষ্মী ভাবে যদি মন্ত্র দিল সে সারদা। জড়াইয়া শ্রীমাধবে ধর ওরে ক্ষুধা ॥ শূন্যেতে রহিল লক্ষ্মী ছাড়িয়া অবনী। অস্থির করিল কৃষ্ণে সূর্য্যসুত শনি ॥ কৃষ্ণ বলে ক্ষুধা মোর বাড়াইলা বাণী। কোথা তুমি লক্ষ্মীদেবী অন্ন দেহ আনি ॥ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীলক্ষ্মীরে মাগিলেন অন্ন। চিন্তিল মনেতে লক্ষ্মী ভাগ্য কি প্রসন্ন ॥ বলে অন্ন পাবে তুমি যাও বৃন্দাবনে। রন্ধন করিল লক্ষ্মী কটাক্ষে সেখানে ॥ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন স্বর্ণথালে পুরি। গোষ্ঠে আনি দিল কৃষ্ণে অতি যত্ন করি ॥ লক্ষ্মীর হাতের অন্ন অমৃত সমান। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বেশে করিলা ভোজন ॥ আচমন করি খান তাম্বুল কর্পূর। দেহে পুনঃ বল হৈল ক্ষুধা হৈল দূর ॥ বেদ বিচারিয়া আমি দেখিলাম দড়। সরস্বতী হৈতে কিন্তু লক্ষ্মী হয় বড় ॥ অগ্নির অধিক অগ্নি জঠর অনলে। নহে অগ্নি নিবারণ সমুদ্রে ডুবিলে ॥ সে অগ্নি নিবালে লক্ষ্মী ম'রে ছিলাম আমি। জন্মে জন্মে লক্ষ্মী সবা গৃহে থাক তুমি ॥ সারদা কহেন তব বিচার না মানি। লক্ষ্মীর খাইয়া অন্ন বড় বল তুমি ॥ যার খাও তার গাও কেমন মধ্যস্থ। অতি ক্রোধে কটু কয় হৈয়া অতি ব্যস্ত ॥ লক্ষ্মীরে বলিয়া গেলা নারদ নির্ব্বংশে। রাখাল বিচার করে মরি লাজে হেসে ॥

কাঁচ স্বর্ণে জ্ঞান নাই কিবা তার গুণ। রাখাল রুষিয়া বলে কহি তবে শুন॥ যদ্যপি আমার কথা মনে ধরে নাই। তবে গিয়া বুঝ কোন পণ্ডিতের ঠাঁই॥ আইলে আমার কাছে বলে দেহ বড়। সাক্ষাতে দেখায়ে দিনু কেবা ছোট বড়॥ সরস্বতী বিদ্যা দেয় লক্ষ্মী ধন ধান। ইহা ভিন্ন আর নাহি হয় অনুমান॥ লক্ষ্মীমার চরণ চিন্তিয়া একমনে। লক্ষ্মী-সরস্বতী ঝগড়া বৈকুণ্ঠ ভনে॥ করগো করুণাময়ি কৃপা বিতরণ। দয়া করি দেহ পদ যাচে অভাজন॥

পরাপর চরাচর ছিল যত ধন। আনিয়া শ্রীলক্ষ্মী কৈল চাপান তখন॥ চারিবেদ ষড়শাস্ত্র আঠার পুরাণ। আনিয়া করিল উচ্চ পর্ব্বত প্রমাণ॥ হরি দিল বিশ্ব তেজ বিশ্ব দিল ভার। পাছু ছাড়ি দাঁড়ি ধরি তুলে দামোদর॥ হাত নাড়ে তবু দাঁড়ি নাহি হয় ঠিক। ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ দেখ করি ঠিক॥ জানি আমি বাণী তুমি মান নাই কথা। ছোট হৈলে এবে তব হেঁট হৈল মাথা॥ সারদা বলেন ওহে ঠাকুর কানাই। কোথা হৈতে হেন কথা কহ তুমি ভাই॥ তোমা যত গুণ কথা লোকমুখে শুনি। বিয়া নাহি করি তোমা ষোড়শ গোপিনী॥ কি বিচারে হারাও মোরে হাসি দাও ঠেলে। কিছুই বুঝিনা আমি মেয়ে হই বলে॥ যদি আমি তব সনে করি অবিচার। তবে আমি ভেঙ্গে দিতে পারি এ বিচার॥ শুনেছিনু লক্ষ্মী দেখিলাম ধরাধরি। এইজন্য লোকে বলে কুবের ভাণ্ডারী॥ সারদার চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর লক্ষ্মী-সরস্বতী ঝগড়া রচে কবিবর॥

লক্ষ্মী কহে সরস্বতী তুই যত শ্রেষ্ঠ। সেই আমি বড় বোলে নহি বলি স্পষ্ট॥ সরস্বতী বলে লক্ষ্মী কি বলিব আর॥ তোর

মত নহে কভু আমার আচার ॥ লক্ষ্মীদেবী বলে বাজ পড়ুক কপালে। ঝগড়ায় রত তুমি জানে তো সকলে ॥ আপনি অন্যায় করি অন্যে কর দোষী। গলায় অঙ্গুলি দিয়া তোল পূর্ণ কাশি ॥ কে শুনে লো তোর কথা কারে বলি আর। দেবতা সভায় চল হইবে বিচার ॥ কানু কহে শুন দোঁহে আমার বচন। হাত্ পা থাকিতে দোঁহে মুখে মুখে কেন ॥ দেহে দেহে গুণে গুণে ঊন হবে কিন্তু। সিংহ সম তেজ নহে হস্তী বড় জন্তু ॥ পার যদি কর উভে যাক্ তব জানা। তবে ঘুচে যাবে মোর মনের কল্পনা ॥ লক্ষ্মী বলে নাটুয়া কাঁনু বাজাও ডুকাঠি ভেঙ্গে না ভাঙ্গিলে ঝগড়া করি যে ভ্রুকুটি ॥ লক্ষ্মীর শ্রীপাদপদ্ম মনে করি সার। বৈকুণ্ঠ যে রচে গীত সর্ব্বগীত সার ॥

লক্ষ্মী-সরস্বতী করে যুদ্ধ কারো নাই অস্ত্র। উলঙ্গ হইয়া পড়ে অঙ্গে নাই বস্ত্র ॥ উলঙ্গিনী দোঁহাকার ঝগড়া ভাঙ্গিতে। উপনীত হৈলা কানু দোঁহার মধ্যেতে ॥ মধ্যস্থ হইয়া কৃষ্ণ দেখে মারামারি। ঠেলাঠেলি করি গিয়া ধরে দুই নারী ॥ জানিয়া কানুর কাজ লাজে উভে ত্রস্ত। ঝগড়া ত্যজিয়া দোঁহে পরিলেন বস্ত্র ॥ কানু কহেন তোমরা দিলে উভে ভঙ্গ। কত দিন দেখি নাই তোদের এ রঙ্গ ॥ মারামারি কর দোঁহে নাহি বোল চাল। রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল সেই সে রাখাল ॥ অবন্তী নগরে গেলা দেবী সরস্বতী। কুবেরের গৃহে হৈল লক্ষ্মীর বসতি ॥ বিপরীত ঝগড়া হৈল বহিনে বহিনে। তিন শত যাটি বছর রহিল গোপনে ॥ ব্রহ্মা বলে পূর্ণ হৈল এবে বার মাস। লক্ষ্মী-সরস্বতী নাহি হইল প্রকাশ ॥ দেবতার এক মাস নরের বৎসর। ব্রহ্মা বাক্য ব্যর্থ নহে রচে কবিবর ॥

স্বর্গলোকে দেবতার সভা

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনে হৈয়া একত্তর, ডাকাইল লক্ষ্মী-সরস্বতী। আসিয়া সে দুঁহুজনে, দেবগণ বিদ্যমানে, হয়ে দুঁহু অতি উগ্রমূর্ত্তি॥ শঙ্কর কহিবা মাত্র, দুঁহুজন জ্বলে গাত্র, আগু হৈয়া সরস্বতী কন। উভয়ে ঝগড়া যত, কহে উভে কত শত, শুন প্রভু আমার বচন॥ শুন কহি পশুপতি, কেবা পালে বসুমতী, নিবেদিলা লক্ষ্মীর উৎপাত। কেমন দেবের মায়া, রাখালের বশ হৈয়া, তাহারে রান্ধিয়া দিল ভাত॥ লক্ষ্মী কহে সরস্বতী, তুইলো পরম সতী, তোর সব কথাগুলা ঠাঁট। যার বাদ দিলি মোরে, অবন্তী নগরে তাঁরে, পড়াইলি শ্রীকলার পাঠ॥ শুনি উভয়ের কথা, লাজে বিষ্ণু হেঁট মাথা, কানাকানি করে দেবগণ। শিব কহে আগু পাছু, ঝগড়া হইল পাছু, বাদ দিল পূর্ব্বের কারণ॥ দুঁহুজন গর্ব শুনি, কহে কিছু শূলপাণি, শুন শুন আমার বচন। বৈকুণ্ঠ কিঙ্কর বলে, বাণী পাদপদ্ম তলে, আগুবাড়ি সরস্বতী কন॥

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে শিব ক্রোধে বলে। তোমা উভ কথা শুনি মম অঙ্গ জ্বলে॥ পাঠাইনু কোন্ কর্ম্মে করে এলে কি। সকল দেবতা শুনে তারা করে ছি ছি॥ শঙ্কর বলিছে বাণী শুনহ বচন। দেবদেবী পুরবাসী করাহ ভোজন॥ তবে জানি লক্ষ্মী হৈতে বড় বীণাপাণি। এতেক কহিল যদি দেব শূলপাণি॥ তবে দেবগণ সবে লক্ষ্মীকে ডাকিয়া। কহিলেন বলি কিছু শুন মন দিয়া॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত যত বিধির সৃজন। নিমিষেতে পার যদি করিতে লিখন॥ তবে সরস্বতী হৈতে বড় লক্ষ্মীদেবী। শুনি লক্ষ্মী নিস্তব্ধ হ'লেন মনে ভাবি॥ রন্ধন করিতে যদি

সরস্বতী যান। হ'রিলেক লক্ষ্মী তবে চাল নাহি পান॥ মাগিতে গেলেন চাল ইন্দ্রের বাড়ীতে। সেখানে না মেলে চাল শনির দৃষ্টিতে॥ মসিপত্র আদি বাণী নিল তবে হ'রে। লিখিতে না পান লক্ষ্মী মনস্তাপ করে॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে মাগে চরণের ছায়া। দয়া কর দয়াময়ি অভাগারে দয়া॥

শনির নিকটে লক্ষ্মী করিল গমন। শনৈশ্চর বলি ডাকে সঘনে তখন॥ বাণী সনে মোর হৈল তুমুল বিবাদ। কৃপা করি ভাই তুমি ঘুচাও বিষাদ॥ লক্ষ্মীর বচনে শনি বসে একাসনে। অমরাপুরীতে পলায় যত দেবগণে॥ শনির দৃষ্টিতে মজে যত সুরগণ। ক্ষুধায় আকুল হৈল দেবদেবীগণ॥ প্রজাপতি বলে চোখে দেখিতে না পাই। বিষ্ণু বলে চল দেব ফল মূল খাই॥ যুক্তি করি দেবগণ গেল বালুকায়। শনির দৃষ্টিতে জল শুকাইয়া যায়॥ লতাপাতা বৃক্ষের উড়িল ফল ফুল। কান্দিয়া দেবতাগণ হইল আকুল॥ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ধরিয়াছে পেটে। ঊর্দ্ধ অর্ধ সমুদ্রের বালি নাহি আটে॥ চিনি চাঁপা কলা ভিন্ন নাহি খায় বলি। ক্ষুধার জ্বালায় খায় বালুকার বালি॥ ত্রেতাযুগে দশানন ছল ক'রে হ'রে। বিবাদে বিষাদ লক্ষ্মী হইল অন্তরে॥ বহুকষ্টে কৈনু সবে সমুদ্র মন্থন। তোমারে পাইয়া ছিল যত দেবগণ॥ এত বলি খায় বালি প্রভু পদ্মমুখ। অন্তরীক্ষে ছিল লক্ষ্মী দেখি ফাটে বুক॥ যায় যাক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম হব আমি ছোট। পূর্ণ করি প্রাণনাথে অন্ন দিব ঝাট॥

এত ভাবি মহালক্ষ্মী যায় বৃন্দাবন। দৃষ্টি মাত্র রাঁধে তিনি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন লয় থালে ভরি। গোষ্ঠেতে যেমতি দিলা কৃষ্ণে যত্ন করি॥ তেমনি অন্নের থাল লৈয়া শ্রীকমলা। দেবতা সভায় গেলা করি রঙ্গ খেলা॥

থালে ভরি অন্ন লৈয়া যাইতে সে স্থলে। অকালের মত কাড়ি খাইল সকলে॥ সবাকার তরে লক্ষ্মী দিলা অন্নছত্র। সেখানে হইল অন্নছত্র সদাবর্ত্ত॥ রাশি রাশি বালি খেয়ে না হৈল সন্তোষ। এক থাল অন্নে লক্ষ্মী কৈলা পরিতোষ॥ লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে দেবতার ছাড়ে শনি। ধন্য ধন্য বলে সবে লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥ যতেক দেবতাগণ কহিলেন সবে। সরস্বতী হৈতে দেখি লক্ষ্মী বড় হবে॥ ব্রহ্মা বলে দেবগণ শুন আমি কহি। লক্ষ্মী বড় বলে আমি লক্ষ বার কহি॥ অগ্নির অধিক অগ্নি জঠর জ্বলন। সমুদ্রে ডুবিলে তাহা নহে নিবারণ॥ জঠর কঠোর দায় কহিবার নয়। জঠর জ্বালায় লোক শশব্যস্ত হয়॥ মর্ত্ত্যলোক কোন ছার আমরা দেবতা। ভুগিনু জঠর জ্বালা অন্যে কিবা কথা॥ অতএব জঠর দায় হয় গুরুতর। দেখ না আমরা হৈনু কেমন কাতর॥ দেবতা হইয়া মোরা নারি সহিবারে। নরলোক কেমনেতে সহিবারে পারে॥ দাবাগ্নি অধিক অগ্নি অত্যন্ত প্রবল। তাহার কারণে জীব হয় হীনবল॥ সে অগ্নি নিভালে লক্ষ্মী মরে ছিলাম আমি। জন্মে জন্মে মহালক্ষ্মী সঙ্গে থাক তুমি॥ অন্তরীক্ষে ছিল বাণী শুনি হৈলা ক্রোধ। শিব বিনা সবাকার বাক্ কৈল রোধ॥ শিঙ্গা ভোঁ ভোঁ করে কথা কৈতে নারে সোজা। গাল বাদ্য করে শবে করে শিবপূজা॥ শূলপাণি বলে দেব যুক্তি সব ছাড়। সত্য বটে লক্ষ্মী সরস্বতী হৈতে বড়॥ গুণেতে সমান দুঁহু সবে ক্ষমা দাও। বড় বটে লক্ষ্মীদেবী হাতে ধরে লও॥ পায়ে হাত দিতে লক্ষ্মী দিল সবে কোল আনন্দে দুন্দুভি বাজে দেবে কোলাহল॥ আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য হৈল ততক্ষণ। পূর্ণানন্দ মুখে হরি বল সর্ব্বজন॥

প্রজাপতি বলে লক্ষ্মী শুনহ বচন। এবে কলিকাল নরে করহ পালন॥ লক্ষ্মী বলে মর্ত্ত্যধামে না যাইব আমি। নগরে নারীর গুণ নাহি জান তুমি॥ সন্ধ্যা অন্তে দেয় সন্ধ্যা বেলা হৈলে ছড়া। রুক্ষ মাথা কালো বস্ত্র আচরণ ছাড়া॥ শুনি হর কয় তার গৃহে কেন যাবে। যে যেমন লোক তারে বুঝে ধন দিবে॥ এত যদি কহে দেবাদি সে পঞ্চানন। এত শুনি লক্ষ্মী তবে কহিল বচন॥ শুন শুন সর্ব্বদেব আমার বচন। অনাচারী নরের না যাইব ভবন॥ সকালেতে ছড়া দিবে সন্ধ্যা হৈলে বাতি। তার গৃহে সদা হয় আমার বসতি॥ যে নারী পূজা করে প্রতি বৃহস্পতিবারে। পতি পুত্র ধন ধান বাড়ে মোর বরে॥ শ্বেতপদ্ম দিয়া পূজা করে যেবা নরে। দেহ-অন্তে তারে লই বৈকুণ্ঠ মাঝারে॥ এতেক বলিয়া লক্ষ্মী আইলা চরাচর। মর্ত্ত্যধামে এলো লক্ষ্মী শুন অতঃপর॥ এই পালা শেষ হৈল রচে বৈকুণ্ঠহরি। যেবা পড়ে যেবা শুনে দুঃখ ঘুচে তারি॥ লক্ষ্মীর চরিত্র কথা অতি সুধাময়। শ্রবণে কলুষ নাশ জানহ নিশ্চয়॥ অন্তকালে বলিবারে পারে হরিনাম। পরিণামে লয় তারে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ বৈকুণ্ঠ যে গায় গীত লক্ষ্মীর কৃপায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি লক্ষ্মী-সরস্বতীর ঝগড়া পালা সমাপ্ত।

॥ রতাকাঠুরের পালা ॥



একদিন ভোজন-অন্তে গোলকের পতি। রত্নপালঙ্কতে বসে বামে লক্ষ্মীসতী ॥ নানা মিষ্টালাপে কাল করেন যাপন। সেইকালে লক্ষ্মীমার হইল স্মরণ ॥ ধীরে ধীরে কহে কথা নারায়ণ ঠাঁই। ভাল কথা মনে আজি পড়িল গোঁসাই ॥ দিবা-রাত্র ব্যস্ত প্রভু দেখি যে তোমার। না রাখ সংবাদ কিছু তুমি এ ধরার ॥ কোটী কোটী নর-নারী ধরাধাম পরে। জান কি হে সেথা কেবা কিভাবে বিচরে ॥ আর যাহা হোক্ নাহি গণি সে সকল। একটি বিষয়ে মন হ'য়েছে চঞ্চল ॥ শুনিয়া লক্ষ্মীর কথা শ্রীগোবিন্দ কন। কহ লক্ষ্মী তব তত্ত্ব মধুর আখ্যান ॥

এত বলি হরি কয়, বল লক্ষ্মী সে বিষয়, আর কিবা বলহ আমায়। কোন ভক্ত কাছে গেলে, কার মান বাড়াইলে, সেই কথা বলি যে তোমায় ॥ শুনি লক্ষ্মী কহে বাণী, কহি প্রভু চক্রপাণি, রতা নামে কাঠুরে সে জন। মগধ দেশেতে

ঘর, কাষ্ঠ কাটে নিরন্তর, মম নাম করে যে স্মরণ ॥ প্রভাতে উঠিয়া পরে, আমার বন্দনা করে, কত শত প্রণমে ভূমেতে। বলে কিবা লক্ষ্মী করি, এ দুঃখ সহিতে ,নারি, কিছু সুখ দেহ মা এক্ষণেতে ॥ মোরে করিয়া স্মরণ, প্রবেশে গহীন বন, বহুবিধ কাষ্ঠ কাটে তায়। পঞ্চ বোঝা করি লয়, তবে যায় নিজালয়, এক বোঝা দেয় সে ধোপায় ॥ এক বোঝা সহিসেরে, প্রদান করয়ে পরে, তিন বোঝা বেচে বাজারেতে। চাল ডাল তেল কিনে, কাঁচা আনাজ যে কিনে, লৈয়ে আসে নিজ ভবনেতে ॥ স্নান দান করি পরে, রান্ধিয়া ভোজন করে, কিছুক্ষণ শয়ন করয়। বিকালে উঠিয়া পরে, যাইল রজক ঘরে, তখন চাহিয়া বস্ত্র লয় ॥ ধৌত বস্ত্র লৈয়া পড়ে, ঘোটকে আরোহী পরে, নদীর পাশ দিয়া সে যায়। রাজার কুমার বেশে, বাদশা তনয় আসে, জাহাজ ভিড়ায় সে তথায় ॥ দেওয়ানে শীঘ্র গতি, বাদশা করয়ে আরতী, শুন শুন আমার কথন। যাহ তুমি তড়বড়ি, কাহার এই নগরি, বিশেষিয়া জানহ এখন ॥ এত শুনি সে ধাইল, রতারে দেখিতে পেল, জিজ্ঞাসিল করি যোড়করে। কাহার এই নগর, বিশেষ কহ সত্বর, কোন রাজ হয় অধিকারে ॥ দেওয়ান বাক্যে রতা, কহিল না কোন কথা, অশ্বে চাপি করিলা গমন ॥ দেওয়ান ফিরি গেল, বাদশা যে জিজ্ঞাসিল, কিবা কহি গেলা সেই জন ॥ শুনি দেওয়ান কয়, কহি শুন মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিনু সেই জনে। নাহি কহে সে কথন, অশ্বে চাপি সে গমন, ফিরিয়া আইনু সে কারণে ॥ বাদশা বলে সে জন, হবে সে রাজ নন্দন, কিম্বা হবে আপনি ভূপতি। আমা এই অনুমান, না কহিলা তব স্থান, অবশ্য এ জানহ ভারতী ॥ কল্য যদি আসে বন, আগে গিয়া দণ্ডায়ন, পাছে গিয়া

কহিবা কথন। লক্ষ্মীর চরণ তলে, বৈকুণ্ঠ মাজ যে বলে, অন্তিমেতে দিওগো চরণ॥

দেওয়ান বাদশায় কথোপকথন। সেইকালে উদিত হইল যে তপন॥ রত্না সে সকালে উঠি বন মাঝে যায়। ভাঙ্গিল অনেক কাষ্ঠ যাইয়া সেথায়॥ সেইকালে দেখে এক মণিময় হার। হারের বাহার দেখি হয় চমৎকার॥ হাতে তুলি লয় হার করে যে গমন। নিজা লয়ে গিয়া তবে দিল দরশন॥ স্নান দান করি পরে রন্ধন করিল। সামান্য খাইয়া সে যে দরিদ্ররে দিল॥ আহার করিয়া উঠি কাঠুরে তখন। মুখ ধৌত করি করে তাম্বুল সেবন॥ অনেক ভাবিয়া পরে কাঠুরে তখন। রজকের গৃহে গিয়া দিল দরশন॥ উত্তম বসন তবে করি পরিধান। অশ্বশালে গিয়া করে অশ্বের সন্ধান॥ বাছিয়া লইল সেই উত্তম যে 'হয়'। অশ্বপরে আরোহিয়া বন পথে ধায়॥ উপনীত হৈল আসি নদীর সে তীরে। দেখিল সম্মুখে দেওয়ান বরাবরে॥

দেওয়ানে দেখি রত্না নামে সেই তীরে। দেওয়ান সহ কথা কহে ধীরে ধীরে॥ দেওয়ান বলিল শুন হে মহাশয়। এ রাজ্য কাহার হয় দেহ পরিচয়॥ পাঠাইল তব কাছে বাদশা তনয়। যাহা জিজ্ঞাসিছে তুমি কহ মহাশয়॥ রত্না কহে তব সাথে বেশী না কহি ভাই। এই হার দেহ গিয়া বাদশার ঠাঁই॥ হার দিয়া সেই রত্না করে যে গমন। দেওয়ান যেয়ে কহে বাদশায় তখন॥ সেই মহাশয়ে আমি জিজ্ঞাসিনু কথা। বিশেষ আমারে নাহি কহে সে বারতা॥ এক ছড়া হার মোরে দিয়া চলি যায়। কহিল নজর দিনু তোমা বাদশায়॥ এই বলি হার দিল বাদশা গোচর। হার দেখি বাদশা যে বাখানে বিস্তর॥

বলে যে এমন হার কভু দেখি নাই। তবে চল অন্ত খানে এখান হৈতে যাই ॥ কিছুদিন গিয়া পুনঃ নঙ্গর করিল। সে রাজ্যে বাদশা গিয়া প্রবেশ করিল ॥ লয়ে সেই হার সে দেশের রাজায় দিল। হার দেখি মহারাজ সুখ্যাতি করিল॥ হারের বদলে রাজা দিল চারি 'হয়'। বিদায় হইয়া চলে বাদশা সদাশয় ॥

যেখানে রতার বাস সেখানে আইল। নগরের সব লোকে বাদশা জিজ্ঞাসিল। কেহ না বলিতে পারে রতার ভবন। বহুস্থানে লোক তাঁর করে যে ভ্রমণ॥ গৃহেতে বসিয়া রতা জানিল তখন। বাদশার লোক তারে করে অন্বেষণ॥ তথা হৈতে রতা সেই করে পলায়ন। গহীন বনেতে দিয়া দিলা দরশন॥ মম স্তব স্তুতি করে যাইয়া তথায়। দেখি অনুকুল আমি হইনু তাহায়॥ মায়া করি শিজিলাম এক সরোবর। রাজহংস কেলী করে তাহে নিরন্তর॥ চারি ধারে ফল ফুল বৃক্ষ সারি সারি। স্নান করিবারে আসে যত বিদ্যাধরি॥ ত্বরা গিয়া রতা সবা বসন হরিয়া। গোপনীয় স্থানে গিয়া রয় লুকাইয়া॥ স্নান করি সর্ব্বজনে উঠে গিয়া তীরে। বসন না পেয়ে সবে কহে উচ্চৈঃস্বরে॥ মোদের বসন বল কেবা হ'রি নিছ। এখনি আসিয়া বসন দেহ সব কাছ॥ নতুবা করিব তারে মোরা ভস্মরাশি। নহে এখনি বসন শীঘ্র দেহ আসি॥

রতা বলে যদি বাক্য রাখহ আমার। এখনি বসন আমি দিব সবাকার॥ ইহা শুনি অঙ্গীকার করে কন্যাগণ। বলে যা কহিবে বাক্য করিব পালন॥ রতা বলে যাহ তোমা নদীর সে তীরে। স্বর্ণ কলস ভরি বারি আনহ সত্বরে॥ যদি কেহ তোমা সবে করে জিজ্ঞাসন। জল লয়ে কোন খানে করিছ গমন॥ তোমা সবা কহিবে যে রতা রাজ দাসী। তাহার

কারণে জল লইবার আসি ॥ শুনি অঙ্গীকার করে যত কন্যাগণ। নদীর সে তীরে সবে করিল গমন ॥ স্বর্ণ কুম্ভ লয়ে ডুবায় নদীর সে নীরে। তাহা দেখি বাদশা জিজ্ঞাসে সবাকারে ॥ কে তোমরা কোন খানে করিবে গমন। কার জন্য লহ জল কহ বিবরণ ॥ কন্যা সবে বলে মোরা রতা রাজ দাসী। তাহার কারণে জল লইবারে আসি ॥ শুনি বাদশা কন্যারে করে জিজ্ঞাসন। তোমাদের মহারাজে কহিবে কথন ॥ সাক্ষাৎ করেন যেন আমার সহিত। অবশ্য তাহার যেন না হবে অহিত ॥ এত শুনি কন্যা সবে চলিল ত্বরিত। আসিয়া রতার কাছে হয় উপনীত ॥ রতায় কহিল সবে বাদশার সে কথা। অদর্শন হয়ে চলে কন্যা যথা তথা ॥

হরষিত মনে তবে রতা কাঠুরিয়া। চলিলেন বিকালেতে অশ্বে আরোহিয়া ॥ তাহা দেখি দ্রুতগতি বাদশা উঠিয়া। রতারে কহিলা তবে সব বিবরিয়া ॥ তব হার লয়ে দিনু এক যে রাজায়। সে দিয়াছে উপহার অশ্ব যে তোমায় ॥ এই লহ চারি অশ্ব দিলাম তোমায়। যাহা ইচ্ছা কর তুমি লইয়া উহায় ॥ রতা বলে এক্ষণেতে না লইব আমি। এই অশ্ব বাদশা ওহে লয়ে যাহ তুমি ॥ কিছুদিন পরে আমি লব এই 'হয়'। এতেক বলিয়া রতা আসে নিজালয় ॥ বাদশা যে অনুমতি দিলা অনুচরে। চারি অশ্ব লয়ে এসো জাহাজ উপরে। বাদশা আদেশ পেয়ে অনুচরগণ। জাহাজেতে চারি অশ্ব করিল বন্ধন ॥ জাহাজে করিয়া বাদশা অশ্বেরে লৈয়া। বাজী রাখে অন্য সে রাজার রাজ্যে গিয়া ॥ হারিল ভূপতি জিনিল বাদশা তায়। রাজপুরী লুটে সে যে করিয়া ত্বরায় ॥ সপ্তকোটী ধন রত্ন জাহাজে পুরিয়া। পুনঃ আসে রতা কাছে রাজারে জিনিয়া ॥

বিকালেতে রতা আসে অশ্বে আরোহিয়া। রতারে ডাকিল বাদশা আনন্দিত হিয়া॥ রতা বলে বাদশা তুমি মোর বাক্য লহ। এইখানে অট্টালিকা বানাইয়া দেহ॥ শুনি বাদশা কারিগরে ডাকিয়া তখন। আজ্ঞা দিলা রাজপুরী করিতে গঠন॥ বাদশা আদেশ পেয়ে যত কারিগর। দ্রুতগতি পুরীখান করিল তৎপর॥ রাজবাটী সম বাটী উপযুক্ত যাহা। মনে ভাবী কারিগর গঠিল যে তাহা॥ তোষাখানা বালাখানা ঠাকুরের ঘর। সমস্ত গঠন করে একই বছর॥ রাজবাটী সম বাটী গঠিয়া তখন। আপনার রাজ্যে তিনি করিল গমন॥ রাজা করি রতায় বসান্‌ সিংহাসনে। পাত্র-মিত্র লয়ে বসে দেখে সর্ব্বজনে॥ রত্ন সিংহাসনে মোরে করিয়া স্থাপন। প্রতিদিন সমাদরে করয়ে পূজন॥ আমার কৃপায় হয় পুত্র পৌত্র তার। সুখে রাজ্য করে রতা অবনী মাঝার॥ বহুকাল রাজ্য করি ত্যজে কলেবর। বৈকুণ্ঠ মাঝেতে রতা করে যে গমন॥ এই আমি কহিলাম রতার কথন। বৈকুণ্ঠ মাজি মাগে দেহ রাঙ্গা চরণ॥

ইতি রতাকাঠুরের পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মীমোট্‌কার পালা ॥

পুনঃ কহে নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী প্রতি। তব কৃপা কথা হয় সুমধুর অতি॥ আর কেবা কোথা ভক্ত আছিল পূর্ব্বেতে। পাইল তোমা কৃপা বলহ কিবা মতে॥ লক্ষ্মী কহে শুন প্রভু হয়ে এক মন। কিছু আমি পূর্ব্ব কথা করিব বর্ণন॥ মথুরা

নগরে বাস বিপ্র রঘুপতি। কহিব কি কষ্ট তার শুনহ ভারতী॥ একে ত' ব্রাহ্মণ কষ্টে হয় যে কাতর। সেইকালে আত্মীয়েরা বিভা দিল তার॥ কিছুকাল পর পর চারি পুত্র হৈল। শতগুণ কষ্ট তার বাড়িয়া উঠিল॥ তাহা হেরি বিপ্র ভাবে কি করি উপায়। মনে তার বিবাগী যে হইল উদয়॥ মনোদুঃখে যায় বিপ্র বনের মাঝার। দেখিল ধ্যানেতে মগ্ন এক সাধুবর॥ পাশে বসি বিপ্র সে যে করযোড়ে রয়। নয়ন হইতে তার বারি ধারা বয়॥

এই ভাবে সেই বিপ্র পঞ্চদিন রয়। তারপর সাধুর যে ধ্যান ভঙ্গ হয়॥ চাহিয়া সম্মুখে দেখে এক বিপ্রবরে। কি কারণে আগমন জিজ্ঞাসিল তারে॥ সাধুর বচনে বিপ্র সকলি যে কয়। কিবা হেতু কষ্ট তার হৃদি মাঝে হয়॥ এতেক শুনিয়া বাণী সেই সাধুজন। বিপ্র প্রতি চাহি কহে সুমিষ্ট বচন॥ যাহ বিপ্র নিজ গৃহে সদয় যে আমি। লভিবে অতুল সুখ সংসারেতে তুমি॥ এত বলি ঝুলি হৈতে চরু তারে দিল। কিবা ফল লভে তারে খুলিয়া বলিল॥ হেন বাণী শুনি তবে সেই বিপ্রজন। আপন বাড়ীতে আসি আনন্দিত রন॥ শুভদিন দেখি বিপ্র করিয়া যতন। খাওয়াইলেন সে চরু পত্নীরে আপন॥ কিছুকাল পরে পত্নী গর্ভবতী হয়। শুভদিনে শুভক্ষণে কন্যা প্রসবয়॥ কন্যার জনমে তার কষ্ট দূর হৈল। লক্ষ্মী অংশে বিপ্র কন্যা জনম যে নিল॥ সুখ কালে নাম সেই লক্ষ্মীমোট্‌কা রাখে। চার পুত্র এক কন্যা লয়ে সুখে থাকে॥ যৌবন কাল যবে কন্যার পূর্ণ হয়। শুভদিনে কালি সনে বিভা বিপ্র দেয়॥ অতি দুঃখী কালিদাস কেহ নাহি ছিল। ঘর জামাতা করি তারে গৃহে রাখিল॥ পুত্রসম স্নেহ বিপ্র করে কালিদাসে। তাহা

হেরি চারি পুত্র মনে মনে রোষে॥ বিপ্রের চারিটি পুত্র সংসারেতে হয়। পরস্পর প্রতি তারা পরস্পরে কয়॥ দেখ ভাই মোরা সবে পিতার ছিনু ভাল। যে অবধি ভগিনীর বিভা না হইল॥ এবে দেখ পিতার হয় জামাতা সুজন। সকলে আমরা হই অতীব দুর্জ্জন॥ এত বলি সকলেতে যুকতি যে করে। বাড়ী হৈতে কালিদাসে তাড়াবার তরে॥

যা কিছু অনিষ্ট করে তারা চারিজন। সেই দোষ কালিদাসে করে যে অর্পণ॥ কালিদাস কিরূপ তা জানে বিপ্রবর। পুত্র বাক্য শুনি তিনি না হয় কাতর॥ এত শুনি লক্ষ্মীমোট্‌কা ভাবে মনে মনে। শুভ না লক্ষণ দেখি আমি যে এক্ষণে॥ নানা চিন্তা করি সতী সাবধানে রয়। মনে ভাবে কখন বা কি জানি কি হয়॥ হেরিয়া পিতার ভাব পুত্র চারিজন। কিবা করা যায় বলি করিল চিন্তন॥ সকলে মিলিয়া তবে যুকতি করিল। স্নান হেতু কালিদাসে সঙ্গেতে লইল॥ পঞ্চজন মিলি তবে গমন করিল। লক্ষ্মীদহ নদী তীরে উপনীত হৈল॥ স্নান সারি কালিদাসে জলে ফেলি দিল। অতল জলেতে কালি ডুবিয়া যাইল॥ চারিজনে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ীতে যে আসে। স্বামীরে না দেখি লক্ষ্মী কাতরে জিজ্ঞাসে॥ শুন ভাইগণ আমি করি নিবেদন। আমার স্বামী গো বল কোথায় এখন॥ কিবা হেতু তোমা সবে ছাড়িয়া তাহায়। কেন আস চারি জনে বলহ আমায়॥ অতি ত্বরা বল মোরে সব বিবরণ। স্বামী ছাড়ি এস বল কিসের কারণ॥ সত্য কহ সবে মিথ্যা নাহি কহ মোরে। তাহাতে না হব সুখী পিতার আগারে॥ এত যদি লক্ষ্মীমোট্‌কা ভ্রাতৃগণে কয়। তাহা শুনি চারি ভাই অতি ভীত হয়॥ চারি ভাই কহে ভগ্নি শুনহ এখন। কহিতেছি সত্য কথা শুন দিয়া

মন ॥ গিয়াছিনু লক্ষ্মীদহে স্নান করিবারে। ফিরিয়া আসছি মোরা না দেখি তাহারে ॥ চিন্তাযুক্ত হয়ে সবে খুঁজি নানা ঠাঁই। বড়ই দুঃখিত মোরা কোথাও না পাই ॥ এতেক বচন শুনি লক্ষ্মীমোট্‌কা সতী। আলুথালু বেশে ধায় অতি শীঘ্রগতি ॥ উপনীত হৈল গিয়া লক্ষ্মীদহ তীরে। দেখিল ভাসিছে স্বামী জলের উপরে ॥ তাড়াতাড়ি করি লক্ষ্মী জলেতে নামিল। বুকে করি স্বামীধনে তীরেতে উঠিল ॥ লক্ষ্মী অংশে জন্ম কালির মৃত্যু নাহি হয়। পড়িয়া অতল জলে তিনি রক্ষা পায় ॥ যতন করিয়া লক্ষ্মী স্বামীরে তখন। সুস্থ করি জিজ্ঞাসিল কহ বিবরণ ॥

এত শুনি কালি তারে সকলি কহিল। তাহা শুনি লক্ষ্মী-মোট্‌কা বিস্ময় মানিল ॥ আর এক কথা কহে কালিদাস তারে। সলিলে ছিলাম আমি সুখ পারাবারে ॥ কেবা এক দেবীরূপী বিদ্যুৎবরণী। কোলেতে তুলিয়া মোরে রাখিলেন তিনি ॥ বাঁচিয়াছি লক্ষ্মী আমি সেই দেবীবলে। জান যদি সেই জনে কহ কুতূহলে ॥ সব জানে লক্ষ্মী সতী কিছু নাহি কয়। স্বামীকে তখন তিনি সাথে করি লয় ॥ অন্য পথ দিয়া সতী কিছু দূর যায়। তার পর স্বামী প্রতি লক্ষ্মী তারে কয় ॥ পিতার আলয়ে বাস উচিত না হয়। চল স্বামী যাই চলি অন্য কোনালয় ॥ যেবা হেতু চারি ভাই কৈল কু-আচার। সেবা হেতু তথা থাকা উচিত না আর ॥ নারী জীবনের তুমি মম গো সম্বল। তুমি মোর গতি মুক্তি তুমি বুদ্ধি বল ॥ এত বলি স্বামীসহ লক্ষ্মী গুণবতী। অপর রাজ্যেতে গিয়া করিল বসতি ॥ লক্ষ্মীর তরে পিতার যাহা সুখ ছিল। তাহার চলিয়া যেতে দুঃখ উপজিল ॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু বলা নাহি যায়। হেথা দেখ চারি ভাই বহু দুঃখ পায় ॥ হাহাকার করে বৃদ্ধ কন্যার যে তরে। বলে কন্যা

গেলে কোথা ছাড়িয়া আমারে ॥ এইরূপে নিজ দোষে তারা দুঃখ পায়। বৃদ্ধ পিতা চারি ভাই করে হায় হায় ॥

হেথা দেখ লক্ষ্মীমোট্‌কা স্মরি লক্ষ্মীমায়। বলে মাতা রক্ষা কর নাহিক উপায় ॥ বড়ই বিপাকে মোরা পড়িয়াছি হায়। তোমা ছাড়া গতি মুক্তি নাহিক উপায় ॥ ধন ধান্য আদি মোদের কিছুই যে নাই। কিবা করি কোথা যাই কি যে মোরা খাই ॥ লক্ষ্মীমোট্‌কা এত বলি রোদন যে করে। লক্ষ্মীদেবী ব্যথা পান আপন অন্তরে ॥ ত্বরা করি ধর্ম্মে লক্ষ্মী ডাকিল যে তিনি। সবিশেষ কহি ধর্ম্মে পাঠাল তক্ষুনি ॥ কুকুরের রূপ ধরি ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আসে। দ্রুতগতি যায় ধর্ম্ম লক্ষ্মীমোট্‌কা পাশে ॥ ধর্ম্মে হেরি লক্ষ্মী সতী অতি ভীত হয়। কিবা করি কোথা যাই নাহিক উপায় ॥ তাহা হেরি ধর্ম্মরাজ হাসি হাসি কয়। আমি ধর্ম্ম পাঠায়েছে লক্ষ্মীমা' আমায় ॥ ভীত নাহি হও সতী স্থির কর মন। সকল সম্পদে সুখী হইবে এখন ॥ এত বলি ধর্ম্মরাজ গাত্র ঝাড়া দেয়। লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পড়িল তথায় ॥ লয়ে তাহা স্বামীকে দেয় লক্ষ্মী সতী। মুদ্রা লয়ে কালি বাটী করে যে ঝটিতি ॥ দুঃখ দশা নাশ পায় লক্ষ্মীর কৃপায়। যখনি যা ইচ্ছা করে লক্ষ্মীমোট্‌কা পায় ॥ মনোসুখে লক্ষ্মী সতী স্বামীসহ থাকে। সদাই লক্ষ্মীমায় অন্তরেতে ডাকে ॥ ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র তাহার হইল। মহানন্দে সকলেতে সেথায় রহিল ॥ বিদ্যাশিক্ষা করিবারে গুরু গৃহে দিল। সর্ব্বশিক্ষা যথাক্রমে চারিজনে পেল ॥ দিনে দিনে বাড়ি পুত্র সিয়ান হইল। বিভা দিয়া চারি বধূ গৃহেতে আনিল ॥ ভাগ্যের লিখন কিছু বলা নাহি যায়। হেথা লক্ষ্মী ভাইগণ নানা দুঃখ পায় ॥ বিশেষ যে তাহাদের বৃদ্ধ পিতা ছিল।

চারি পুত্র বর্ত্তমানে মহাদুঃখ পেল ॥ মজুরি করিয়া যাহা আনে চারিজন। তাহাতেই দিন তারা করে যে কর্ত্তন ॥ বহু অনুসন্ধান বৃদ্ধ কন্যার যে করে। খুঁজিয়া না কোন খানে পাইল তাহারে ॥

হেথায় লক্ষীমোট্‌কা লক্ষ্মীর দয়ায়। পতি পুত্র লয়ে সুখী সদা যে গো রয় ॥ নানাবিধ দান ধর্ম্ম করে লক্ষ্মী সতী। অনেক দরিদ্রে দান করিল সম্পতি ॥ যশোভাতি সমুজ্জ্বল তাহার হইল। দেশে দেশে লোকে গুণ গাহিতে লাগিল ॥ একদিন লক্ষ্মী সতী স্বামী প্রতি কয়। পুকুর কাটাতে মোর বড় ইচ্ছা হয় ॥ সতীর ইচ্ছায় পতি অনুমতি দিল। বহু বহু দেশ হৈতে কত কুলি এলো ॥ পিপাসার্ত্তের তরে লক্ষ্মী পুকুর যে কাটে। দেখিবার তরে কালি রহে তার তটে ॥ হেন কালে চারি কুলি তথা যে গো এলো। হেরি তারে কালিদাস চিনিতে পারিল ॥ জিজ্ঞাসিল চারিজন কালিদাস প্রতি। দয়া করি কিছু কার্য্য দেহ গো সম্প্রতি ॥ এতশুনি কালিদাস কহে চারিজনে। কিছুকাল অপেক্ষা করহ সর্ব্বজনে ॥

এত বলি কালিদাস গৃহ মধ্যে গেল। আসিয়াছে তব ভাই লক্ষ্মীরে কহিল ॥ দীন দুঃখী প্রায় দেখি তাদের যে আমি। গৃহে কি আনিব প্রিয়ে কহ যদি তুমি ॥ চারি ভাই দুঃখ শুনি লক্ষ্মী দুঃখ হয়। তাদের আনিতে ত্বরা স্বামী প্রতি কয় ॥ সতীর বচনে পতি গমন করিল। চারিজনে যত্ন করি গৃহেতে আনিল ॥ ভগ্নিকে দেখিয়া তবে ভাই চারিজন। অনুতাপে দগ্ধ হৈয়ে করে যে রোদন ॥ পিতার সংবাদ লক্ষ্মী যখন শুনিল। পাঠাইয়ে এক ভায়ে পিতারে আনিল ॥ একত্র হইল যদি পিতৃ-ভ্রাতৃগণ। আনন্দেতে করে সবে অশ্রু বরিষণ ॥ চারি ভাই বলে ভগ্নি মোরা দুষ্টমতি। নহে কেন তোমা ত্যজি

পাইব দুর্গতি ॥ হিংসুক মোরা হই দেখহ চারিজন। ভগ্নিপতি দুঃখ দিয়া দুর্গতি এমন ॥ এত বলি চারিজন কালি পদে ধরে। মনাগুণে দগ্ধ হ'য়ে অনুতাপ করে ॥ কালিদাস হাসি মুখে চারিজনে কয়। অনুতাপ কেন কর ওহে মহাশয় ॥ সেই হৈতে সকলের মিলন হইল। ভগ্নির কাছেতে থাকি ধর্ম্মে মন. দিল ॥ প্রতি বৃহস্পতিবারে করিয়া যতন। ষোড়শোপচারে করে লক্ষ্মীর পূজন ॥ এবে শেষ হৈল লক্ষ্মীমোট্কার পালা। অন্তকালে স্থান দিও চরণে কমলা ॥ কাতরে ডাকিছে তোমা দীন রমা হরি। পূর্ণ কর কিঙ্করীরে দিয়ে পদতরী ॥ কিঙ্করীর এই ভিক্ষা জগৎ পালিনী। শোক দুঃখ কর ত্রাণ লক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥ ভক্ত প্রতি চাহ মাগো করুণা নয়নে। স্বামী পুত্র রাখি জেনো যাই ওচরণে ॥

ইতি লক্ষ্মীমোট্কার পালা সমাপ্ত।

লক্ষ্মীপূজা প্রচার পালা

ফাল্গুনে বসন্ত ঋতু হইল প্রকাশ। তাহে দোল পূর্ণিমার নির্ম্মল আকাশ ॥ চন্দ্রের পড়িছে আভা সুনীল গগনে। বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবনে ॥ লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বসি রত্নাসনে। দুঁহুজনে কহে কথা সহাস্য বদনে ॥ নারায়ণ কহে লক্ষ্মী শুন সুবদনি। মরি কি জ্যোৎস্নারাশি মধুর যামিনী ॥ এইরূপে দুঁহুজনে হয় আলাপন। হেন কালে আসে সেথা ব্রহ্মার নন্দন ॥ আসিয়া যুগল পদে করে যে প্রণতি। নারদ কহিল তবে নারায়ণ প্রতি ॥ প্রথমে লক্ষ্মীর পূজা করে কোন জন। শুনিতে বাসনা হয় কহ নারায়ণ ॥ নারদের বাণী শুনি নারায়ণ কয়। শুন কহি

মুনিবর কহি যে তোমায় ॥ সৃষ্টির প্রথম কালে দেব দেব হরি। সৃজিলেন মনোসুখে প্রকৃতি সুন্দরী ॥ অনুপম রূপ তার মুনি মনোলোভা। চৌদিকে ছড়ায় রূপ মরি কিবা শোভা ॥

ছলিতে হরিকে তবে প্রকৃতি সুন্দরী। নিজ দেহ দুই ভাগ করে তাড়াতাড়ি ॥ দক্ষিণ অঙ্গের নাম শ্রীরাধা যে হয়। বাম অঙ্গের নাম সিন্ধুসুতা কহয় ॥ তাহা হেরি শ্রীহরি করিলা যে মনন। নিজ অঙ্গ দুই ভাগ করিল তখন ॥ নিজে দুই বাহু রাখি কৃষ্ণ নাম লয়। চারি হাত ধরি দেহ বিষ্ণুর উদয় ॥ শ্রীরাধা লইল তবে শ্রীকৃষ্ণ আপনি। শ্রীবিষ্ণু আপানি লন সিন্ধুর নন্দিনী ॥ বিষ্ণুর ঘরণী যিনি ওহে ঋষিবর। মহালক্ষ্মী নাম তাঁর খ্যাত চরাচর ॥ স্বর্গলক্ষ্মী হয় যেন অমর নগরে। রাজলক্ষ্মী সেই দেবী রাজার মন্দিরে ॥ গৃহীর যে গৃহলক্ষ্মী সেই বিনোদিনী। বিশ্বমাঝে সেই দেবী সম্পত্তি-দায়িনী ॥ প্রথমে শ্রীবিষ্ণু তাঁরে করিল পূজন। তারপর করে পূজা দেব পদ্মাসন ॥ তদুপরে করে পূজা দেব শূলপাণি। ক্ষীরোদ বিহারী পূজে ওহে মহামুনি ॥ তারপর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। করিল তাহার পূজা যক্ষের ঈশ্বর ॥ তারপর কত কব অন্য অন্য জন। ক্রমে ক্রমে করে পূজা সকলে সাধন ॥ বাসুকী করিলা পূজা অতি ভক্তি ভরে। পূজার বিধান বলি শুন অতঃপরে ॥

পৌষ-মাসে সংক্রান্তিতে করিয়া যতন। প্রাঙ্গণ মধ্যেতে পূজা করিবে সাধন ॥ আর আর যে যে মাসে পূজার বিধান। কহিতেছি তব পাশে ওহে মতিমান ॥ পৌষমাসে শুক্লপক্ষে হৈলে গুরুবার। করিবে লক্ষ্মীর পূজা মানব নিকর ॥ এইরূপে শুক্লপক্ষে হৈলে চৈত্র মাস। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পূজিবে বিশেষ ॥ আর ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে লক্ষ্মীবারে। করিবে

লক্ষ্মীর পূজা আনন্দ অন্তরে॥ আশ্বিনে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে। করিবে লক্ষ্মীর পূজা আনন্দিত চিতে॥ এইরূপে পূজা করে যেবা এ সংসারে। ধন ধান্য আদি পায় পুত্র আসে ঘরে॥

পূর্ব্বের ঘটনা কহি শুন তপোধন। একে একে তব পাশে করিব কীর্ত্তন॥ স্বর্গে লক্ষ্মী ছিল অগ্রে ইন্দ্রের আগারে। ঋষিশাপে ইন্দ্র হয় লক্ষ্মীভ্রষ্ট পরে॥ সেই শাপে লক্ষ্মীদেবী বিষাদিত মনে। উপনীত হয় আসি বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ নারায়ণ কাছে গিয়া করে যে রোদন। দুর্ব্বাশা ঋষির শাপ করিল বর্ণন॥ নারায়ণ কহে দেবী শুন বরাননে। সমুদ্রে গর্ভেতে গিয়া থাকহ এক্ষণে॥ তাই লক্ষ্মী সাগরেতে করিলা গমন। পরেতে উঠেন যবে হইলে মন্থন॥ এত শুনি জিজ্ঞাসিল তবে মুনিবর। শুন শুন নিবেদন ওহে বিজ্ঞবর॥ কি হেতু দুর্ব্বাশা শাপ দেন ইন্দ্ররাজে। সেই কথা কৃপা করি কহ মম কাছে॥

নারায়ণ কহে শুন ওহে তপোধন। অপূর্ব্ব সে কথা আমি করিব কীর্ত্তন॥ একদিন শচীপতি নন্দন কাননে। বসিয়া আছেন সুখে পুলকিত মনে॥ অকস্মাৎ রম্ভা নাম্নী অপ্সরা সুন্দরী। তাহার নিকটে আসে বেশভূষা করি॥ হেরিয়া রম্ভায় ইন্দ্র কামেতে মগন। ক্রোড়েতে বসায়ে তারে করে যে চুম্বন॥ প্রেমেতে মাতিয়া দোঁহে রতি রঙ্গ করে। ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র যায় তার পরে॥ সহসা দুর্ব্বাসা ঋষি মহাতপোধন। পথিমাঝে ইন্দ্রে দেখি দাঁড়াল তখন॥ কৈলাসে চলেন ঋষি শিষ্যগণ সনে। দেখিয়া দেবেন্দ্র তাঁর প্রণমে চরণে॥ আশীর্ব্বাদ করি ঋষি ইন্দ্রেরে তখন। দিব্য পারিজাত মাল্য করিল অর্পণ॥ পারিজাত মাল্য লয়ে ইন্দ্র মহামতি। ঐরাবত শিরোপরি দিল দ্রুতগতি॥

দেখি তাহা ঋষিবর ক্রোধে কম্পমান। কহিতে লাগিলা ইন্দ্রে অগ্নির সমান ॥ অহঙ্কারে হৈয়ে মত্ত ওরে মূঢ়জন। পারিজাত মাল্য :কৈলি হস্তীতে অর্পণ ॥ আজি তোরে কেবা রক্ষে শুন অভাজন। দিনু শাপ লক্ষ্মীছাড়া হইবি এখন ॥ বিষ্ণুদত্ত পারিজাত করি অবহেলা। নিজ হস্তীবরে তুমি উহা পরাইলা ॥ মম শাপে লক্ষ্মীদেবী না রবে ভুবন। লক্ষ্মীছাড়া দেবরাজ হইবে তখন ॥ পারিজাত দিলে তুমি ঐরাবত শিরে। অভিশাপ তাই দিনু এই গজবরে ॥ ইহার মস্তক হবে অবশ্য ছেদন। আমার বচন কভু না হবে লঙ্ঘন ॥ অভিশাপ শুনি ইন্দ্র কাঁপিতে লাগিল। ঐরাবত হৈতে নামি চরণে পড়িল ॥ নানা স্তব স্তুতি ইন্দ্র করিল যখন। তাহাতে গলিয়া গেল দুর্ব্বাসার মন ॥ দুর্ব্বাসা কহিল ইন্দ্রে তুষ্ট হৈয়া মনে। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা কর মনে মনে ॥ এত বলি ঋষিবর করিল গমন। রম্ভা ছাড়ি দেবরাজ যায় নিকেতন ॥

বিষণ্ণ হৃদয়ে রহে সদা সর্ব্বক্ষণ। কিছুতে অন্তরে সুখ না হয় কখন ॥ দেবগণে সম্বোধিয়া কহে শচীপতি। কি কাজ আমার আর স্বর্গেতে বসতি ॥ লক্ষ্মী বিনা কিবা কাজ স্বর্গেতে আমার। যাহা হোক্ চল যাই গুরুর আগার ॥ এত বলি দেবগণে লয়ে নিজ সনে। উপনীত হন আসি গুরুর সদনে ॥ গুরুর নিকটে ইন্দ্র কহিল তখন। গুরু বলে মহাপাপ করিছ সাধন ॥ বিষ্ণু বিনা কেবা আছে সংসার ভিতরে। সেই বিষ্ণুদত্ত মাল্য নিজে অবহেলে ॥ অতএব মম বাক্য করহ গ্রহণ। দিবানিশি হরিপূজা করহ সাধন ॥ এখন না হেরি আমি কিছুই উপায়। চল দেখি ব্রহ্মলোকে যাই দেবরায় ॥ এত বলি সবে মিলি করিল গমন। ব্রহ্মা কাছে গিয়া সবে করে নিবেদন ॥ ব্রহ্মা কহে মম সাধ্য

কিছু নাই ইথে। চল যাই বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সাক্ষাতে॥ এত বলি বিষ্ণুলোকে করিল গমন। বিষ্ণুপাশে সব কথা করে নিবেদন॥ বিষ্ণু বলে কিবা কহি ওহে শচীপতি। নিজ কর্ম্ম-দোষে তব এহেন দুর্গতি॥ বিষ্ণুরে যেজন নাহি করয়ে পূজন। লক্ষ্মীদেবী তার ঘরে না থাকে কখন। বিষ্ণু দ্রব্যে যেইজন অবহেলা করে। তাহার উদ্ধার নাহি এ ভব সংসারে॥ শ্রীলক্ষ্মী কুপিতা হন তাহার উপর। সেজন দুর্গতি পায় সংসার ভিতর॥ হেন বিষ্ণুদত্ত মাল্য করিয়া হেলন; ঐরাবত শিরোপরে করিলে অর্পণ॥ দুর্ব্বাসা সামান্য নয় জ্ঞান মহামতি। শিবের অংশেতে জন্মে সেই মহামতি॥ যাহা হোক্ আর কিবা বলিব এখন; কিছুকাল এইরূপে করহ যাপন॥ কৃষ্ণপদ পূজা কর একান্ত অন্তরে। এখন শ্রীলক্ষ্মী নাই আমার আগারে॥ ক্ষীরোদ সাগরে লক্ষ্মী করিছেন স্থিতি; অতএব মম বাক্য শুনহ সম্প্রতি॥ ক্ষীরোদ মন্থন কর তোমরা সকলে। তাহাতে উঠিবে লক্ষ্মী জানিবে অন্তরে॥

বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে জলধি নীরে ভাসে দেবগণ॥ সুরাসুর মিলি সবে মথিল সাগর। মন্থনের দণ্ড হৈল মন্দর ভূধর॥ বাসুকী হলেন রজ্জু ওহে তপোধন। প্রথমে উঠিবে হল জেন স্থির মন॥ সুরাসুরে সেই হল স্পর্শ নাহি করে। সেই হল নিজে পান করিবেন হরে॥ অমৃত উঠিলে পরে জানিবে অন্তরে। পারিজাত সহ লক্ষ্মী উঠে তারপরে॥ তখন লক্ষ্মীরে লয়ে দেব জনার্দ্দন। ইন্দ্রের করেতে সুখে করেন অর্পণ॥ দুর্ব্বাসার শাপ এবে মোচন হইল। লক্ষ্মীদেবী পেয়ে ইন্দ্র আনন্দে ভাসিল॥ ইন্দ্র লক্ষ্মী লয়ে যায় আপন ভবন। দেবতা সকলে মিলি করিল পুজন॥ এই পালা যেইজন করয়ে

শ্রবণ। অবশ্য হইবে তার দুঃখ বিমোচন ॥ সধবা শুনিলে হয় সাবিত্রী পদে মতি। বিধবা শুনিলে হয় গোবিন্দে ভকতি ॥ গুরুবারে এই কথা শুনে শুনে যেই জনে। তাহারে করেন কৃপা লক্ষ্মীনারায়ণে ॥ লক্ষ্মীর পূজার কথা হৈল সমাপন। সবে মিলি হরি বল ভরিয়া বদন ॥

ইতি লক্ষ্মীপূজা প্রচার পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য পালা ॥

নমঃ নমো লক্ষ্মীদেবী নমঃ নারায়ণী। জগৎ পালিনী মাতা জগৎ জননী ॥ তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম পরমা প্রকৃতি। তুমি জল তুমি স্থল তুমি সৃষ্টি স্থিতি ॥ তোমার মহিমা মাতঃ কে করে বর্ণন। ব্যাস-আদি নাহি জানে যত দেবগণ ॥ কিঞ্চিৎ কহিব তত্ত্ব শাস্ত্রের সম্মত। জয় জয় লক্ষ্মীদেবী চরণে প্রণত ॥ শুন শুন ওরে নর হৈয়া একমন। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন। ভব মাঝে যেই নারী গুরুবার দিনে। নিরামিষ খায় আর ভজে নারায়ণে ॥ তাহার গৃহেতে লক্ষ্মী সদা করে বাস। লক্ষ্মীবন্ত লোকে সবে করেন সন্তোষ ॥ যে গৃহী যে নারী প্রতি গুরুবার দিনে। ধৌত বস্ত্র পরিধান যে করে যতনে ॥ কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি লক্ষ্মীদেবী করে। অচলা হইয়া লক্ষ্মী রহে তার ঘরে ॥ যেই নারী গুরুবারে উচ্ছিষ্ট অন্ন খায়। অন্ন কষ্ট চিরকাল তাহার যে রয় ॥ লক্ষ্মীবারে সংক্রান্তি দিন যদি হয়। উপবাসে নারায়ণে পূজিবে নিশ্চয় ॥ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা একাদশী দিন। স্ত্রীর সহবাস যদি করে কোনজন ॥ ইহাতে লক্ষ্মীর কোপ অতিশয় হয়। দুঃখে দুঃখে দিন তার কাটি যে গো যায় ॥

উত্তর শিয়রে কভু না কর শয়ন। উত্তর মুখেতে অন্ন না কর ভোজন॥ দক্ষিণ দিকেতে দন্ত কভু না ঘসিবে। দক্ষিণেতে দীপ কভু জ্বালি না রাখিবে॥ রাত্রিকালে দধি অন্ন না কর ভোজন। নাপিতের গৃহে ক্ষৌরি না কর কখন॥ পিতৃ শ্রাদ্ধ দিনে যেই নর স্ত্রীগমন করে। দরিদ্র হইয়া সেই দ্বারে দ্বারে ফিরে॥ যে গৃহীর গৃহে তুলসী বৃক্ষ না থাকয়। শ্মশান সমান তার গৃহ যে গো হয়॥ সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি যেই গৃহে হয়। লক্ষ্মীমার কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি রয়॥ নারী হয়ে পতিবাক্য যে করে পালন। তাহার ভাগ্যের কথা কি কব লিখন॥ দেহ-অন্তে লক্ষ্মীদেবী কোলেতে করিয়া। লইয়া বৈকুণ্ঠে যায় বিমানে চড়িয়া॥ নারায়ণ পাদপদ্মে করি সমর্পণ। আনন্দিত উভে হয় হরষিত মন॥ পরজন্মে সেই নারী জন্মিয়া ভবেতে। মহা কীর্ত্তি করি যায় স্বামীর সহিতে॥ সাতজন্ম সধবা সে রয় এ সংসারে। বৈধব্য যন্ত্রণা তার না রহে এ পারে॥ নিজপতি নিন্দা যেই নারী সদা করে। ইহকালে বিধবা সে নরকে বিহারে॥ দারুণ যমের শাস্তি পায় সেই নারী। কুম্ভিপাকে তারে ফেলি প্রহারে শর্ব্বরী॥ পরজন্মে বেশ্যা গর্ভে জন্ম সেই লয়। বেশ্যাবৃত্তি করি তার জীবন কাটয়॥ মহা মহা পাপকর্ম্ম করিয়া ধরাতে। শূকরী রূপেতে জন্ম লয় সে পরেতে॥ পতি যে পরম গুরু সম নারায়ণ। পতিভক্তি পত্নি বাক্য করিবে পালন॥ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ধরাতে। সুখে কাল কাটাইবে মরত মাঝেতে॥ লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন। লক্ষ্মীদেবী পাদপদ্মে মজাইয়া মন॥ থাকিলে ধর্ম্মেতে লক্ষ্মী দয়া করে তারে। শোক তাপ নাহি পায় জন্ম জন্মান্তরে॥ লক্ষ্মীর চরণে মন মজ দিবানিশি। করিবেন দুঃখ দূর পাপ

তমরাশি ॥ লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথা হৈল সমাপন। হরি হরি শব্দ সবে কর উচ্চারণ ॥ দীন বৈকুণ্ঠের ভিক্ষা জগৎ জননী। ভব দুঃখ হৈতে তার ওমা নারায়ণী ॥

ইতি লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পালা ॥

একদিন বৈকুণ্ঠেতে প্রভু নারায়ণ। লক্ষ্মী সরস্বতী সহ কথোপকথন ॥ সেইকালে আসে তথা নারদ ধীমান। শ্রীপদে প্রণমি করে দেবে জিজ্ঞাসন ॥ কহ প্রভু কি করিলে সর্ব্বদুঃখ যায়। ধন পুত্র আদি করি সৌভাগ্য উদয় ॥ লক্ষ্মীকে আপন গৃহে চিরস্থায়ী করে। পতি পুত্র লৈয়ে সুখে সদা বাস করে ॥ এতেক শুনিয়া বাক্য প্রভু নারায়ণ। হাসিয়া বলেন কিছু লক্ষ্মীকে তখন ॥ কহ কহ ওগো প্রিয়ে কহ সত্য করে। কোন পুণ্যফলে থাক তুমি ভক্ত ঘরে ॥ সরস্বতী পানে চাহি কহে নারায়ণ। কহ বাণী তব পূজা তত্ত্বের কথন ॥

শুনি প্রভু মুখে বাণী দেবী বীণাপাণি। কহি কিছু তত্ত্বকথা শুন গুণমণি ॥ শুক্লপক্ষে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী দিনে। যদি পূজে নর-নারী বিবিধ বিধানে ॥ ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া যতন। গন্ধ পুষ্প সৌগন্ধাদি অগুরু চন্দন ॥ এইসব দ্রব্যসহ ভক্তি সহকারে। নর-নারী পূজে মোরে আনন্দ অন্তরে ॥ পূজা অন্তে শ্বেত পুষ্পে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। সেইজন বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য করিবে ॥ এত শুনি লক্ষ্মী প্রতি চাহি নারায়ণ। কহে তব তত্ত্ব কিছু করাও শ্রবণ ॥

শুনিয়া শ্রীপতি বাক্য সিন্ধুর নন্দিনী। কহি মম তত্ত্বকথা

শুন চিন্তামণি ॥ শুক্লপক্ষে মাঘ:মাসে শ্রীপঞ্চমী দিনে। যেই জন পূজা করে লক্ষ্মীনারায়ণে ॥ ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া যতন। সুনির্ম্মল গঙ্গাবারি লইয়া তখন ॥ শ্বেতপুষ্প 'চন্দন তুলসী লয়ে করে। লক্ষ্মী-নারায়ণে পূজে ভক্তি সহকারে ॥ এইরূপে পঞ্চ বছর যে করে অর্চ্চন। মহালক্ষ্মী থাকে দেখ তাহার ভবন ॥ সেই গৃহে স্থির হয়ে সদা বাস করি। এই মম তত্ত্বকথা শুনহে মুরারি ॥ আর কিছু কহি আমি করহ শ্রবণ; ছয় বছর যাহা হয় ব্রতের বিধান ॥ প্রতিমাসে শুক্লা পঞ্চমী শুভ যে দিনে। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রদানে ॥ লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা করিবে যতনে। মাসে মাসে ভোজ্যদান দিবেক ব্রাহ্মণে ॥ প্রথম দু' বছর কাল লবণ বিহীন। এরপর দু' বছর হবিষ্যান্ন ভোজন ॥ পঞ্চম বছর ফল মূলাদি ভক্ষণ। ছয় বছর দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ এইরূপে ছয় বছর করিলে অর্চ্চন। সেই গৃহে স্থিতি আমি করি সর্ব্বক্ষণ ॥ যেই নারী ভক্তি করি করয়ে পূজন। স্বামীসহ সুখে থাকে এ মর্ত্ত্য ভুবন ॥ ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে সেই নারী। দুঃখ যায় পলাইয়া ধর্ম্মপথ হেরি ॥ পিতৃকুল পতিকুল উদ্ধার করিয়া। অন্তে যায় বৈকুণ্ঠেতে বিমানে চড়িয়া ॥

এত শুনি মহামুনি যোড় করি পাণি। জয় প্রভু নারায়ণ দেব চক্রপাণি ॥ জয় জয় লক্ষ্মীদেবী জগৎ-নন্দনী। অধম সন্তানে কর দয়া নারায়ণী। অযোনি-সম্ভবা দেবী জগৎ-পালিনী। সিন্ধু গর্ভে কর বাস জগৎ-বন্দিনী ॥ প্রলয় কালেতে যবে অনন্ত শয়নে। তাহার উদরে লক্ষ্মী ছিলা এ ভুবনে ॥ অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর। কত রত্ন আছিল সে সমুদ্র ভিতর ॥ তুমি মাগো পরম রত্ন সংসার ভিতরে। তুমি কন্যা হৈতে রত্নাকর

বলি তারে ॥ ধন জন জীবন যৌবন নিকেতন। পদাতি বারণ বাজি রত্ন সিংহাসন ॥ তোমায় চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেইজনে। তোমার মহিমা সেই কিছু নাহি জানে ॥ ছাড় গো তখনি মাতা তার দোষ দেখি। নির্দ্দোষী পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী ॥ যেইজন তোমা মাগে সেই গুণধাম। তাহার আশ্রয়ে মাগো তোমার বিশ্রাম ॥ লক্ষ্মীহীন পুরুষ কুটুম্ব গৃহে যায়। দূরে থাক জল পীড়া আদর না পায় ॥ লক্ষ্মীহীন পুরুষ যদি কহে ভাল কথা। বলে কোথা হৈতে এলো এ আপদ হেথা ॥ লক্ষ্মীবন্ত পুরুষ কুটুম্ব বাড়ী যায়। সাদরে গৌরব করি ডাকয়ে সবায় ॥ লক্ষ্মীশ্রী থাকিলে তার মান্য ত্রিভুবনে। লক্ষ্মী বাম হৈলে অপমান সর্ব্বস্থানে ॥ না জানি ভজন তব অতি অভাজন। কৃপা করে বৈকুণ্ঠে দিও রাঙ্গা চরণ ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী ব্রত হৈল সমাপন। দীন ভক্ত জনে দুঃখ কর নিবারণ ॥

ইতি লক্ষ্মী ও সরস্বতী পালা সমাপ্ত।

॥ লক্ষ্মী ও রুক্মিণী পালা ॥

পিতামহ ভীষ্মদেবে যুধিষ্ঠির কয়। তব মুখে লক্ষ্মী কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় ॥ কহ শুনি পিতামহ তুমি দয়া করি। কোথা লক্ষ্মীদেবী রহে বলহ বিচারি ॥ কেবা সেই ভাগ্যবান লক্ষ্মীরে পূজয়। বল বল পিতামহ শুনিতে ইচ্ছা হয় ॥ যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ভীষ্ম তবে কয়। ব্যাস মুখে শুনি যাহা বলি হে তোমায় ॥ একদিন সন্ধ্যাকালে রুক্মিণী আসিয়া। লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে নিকটে বসিয়া ॥ কোন্ স্থানে কহ ভগ্নি করহ বসতি। বল

তুমি এবে আমি করি যে মিনতি ॥ রুক্মিণীর বাক্য শুনি কহে লক্ষ্মী তায়। শুন ভগ্নি কহি আমি সকলি তোমায় ॥

সুশ্রী যেবা নর হয় অতি মনোহর। সব কাজে যার আস্তা মধুর অন্তর ॥ যার মনে কাম ক্রোধ লোভ না থাকয়। ব্রাহ্মণেরে যেবা দেখি সতত সেবয় ॥ পর তরে উপকার নিত্য যেবা করে। তার গৃহে থাকি আমি কহি যে তোমারে ॥ গুরুর করে যে নিন্দা সেই অভাজন। তাহার হৃদয়ে আমি না রহি কখন ॥ মুখে এক মনে আর ভাবে যেই নর। অকারণে যারে তারে কয় কটূত্তর ॥ নিজ হিত সদা চায় পরে হিংসা করে। কখনো না যাই আমি শুন তার ঘরে ॥ নিজের ধর্ম্মেতে মতি সদা যার রয়। ধর্ম্ম কার্য্য যেই করে সেই মহাশয় ॥ মাতা পিতা যেইজন সদা সেবা করে। অতিথি দেখিলে সেবে অতি যত্ন ভরে ॥ সেই তো উত্তম পুরুষ বলি আমি তারে। সদাকাল থাকি আমি তাহার আগারে ॥

যে রমণীর সহ্যগুণ আর শান্ত চিত্ত। তাহার বাড়াই মান দিয়া নানা বিত্ত ॥ দেবদেবী ভক্তিমান যেই নারী করে। শ্বশুর শাশুড়ী দেখে সরল অন্তরে ॥ যেই নারী স্বামীসেবা ভাবিয়াছে সার। সেই তো উত্তমা নারী আমি হৃদে তার ॥ যে রমণী শুদ্ধমতি পতিপ্রাণা হয়। যাহার হৃদয়ে স্বামী সতত জাগয় ॥ দান ধ্যান পুণ্য ব্রত করে যেবা নারী। নিশ্চয় জানিহ আমি বাঁধা যে তাহারি ॥ গৃহ দ্রব্য অযত্নে রাখে যে ছড়াইয়া। বয়োজ্যেষ্ঠ বাক্য নাহি শুনে মন দিয়া ॥ যে রমণী বিশৃঙ্খলা ঘটায় সংসারে। স্বামীবাক্য অবহেলা করে বারে বারে ॥ মন্দ ভাগ্য সে রমণী অতি কদাচারী। কখনো না যাই আমি গৃহেতে তাহারি ॥ পতি পত্নী মিলি যেবা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে। সদা শান্তি

বিরাজ করে তাহাদেরি ঘরে ॥ সেই নর সেই নারী হৃদে করি বাস। সুখ শান্তি পায় তারা জেনো বার মাস ॥

শান্তমতি নারী আর সুন্দর ভূষণ। যে গৃহেতে থাকে সেই হয় মহাজন ॥ ধূপ ধুনা দীপ জ্বলে হোম যজ্ঞ হয়। কুমুদিনী যেই স্থলে ক্রীড়া মত্ত রয় ॥ বাটীর চৌদিকে যার পুষ্পোদ্যান হয়। গন্ধে ভরা মিষ্ট বায়ু যে স্থানে বহয় ॥ তাল ও তমাল শোভা গৃহ পাশে যার। গমন জানিহ তথা নিশ্চয় আমার ॥ যে নদীর দুই পাড়ে ফল বৃক্ষগণ। ফল ভারে নত রহে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ সিদ্ধযোগী আর সাধু যত বিপ্রগণ। সেই নদী ফল জল সেবে সর্ব্বক্ষণ ॥ যেই নদী জল কভু শুকায়ে না যায়। যেই নদীগর্ভে হস্তী স্নান করে তায় ॥ পবিত্র সলিল তার পরম সুন্দর। সেই স্থানে আমি বাস করি নিরন্তর ॥ সেই স্থানে নরপতি আর সাধুগণ। দেবতা ব্রাহ্মণে পূজে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ পুষ্প বিল্বদল সবে আয়োজন করে। আহুতি প্রদান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ যেই স্থানে শাস্ত্র লৈয়া আলোচনা হয়। অতীব পবিত্র স্থান জানিবে নিশ্চয় ॥ যে ব্রাহ্মণ গৃহে বসি দেবপূজা করে। পুষ্পাঞ্জলি দেয় দেবে শত ভক্তি ভরে ॥ ক্ষত্রিয় বিচার করে প্রজার পালন। ধর্ম্ম কার্য্যে মতি রাখে সার্থক জীবন ॥ সেই গৃহে সেই বিপ্র আর ক্ষত্রগণ। আমার পবিত্র স্থান শান্তি নিকেতন ॥ যেই বৈশ্য নিজ মনে কৃষি কর্ম্ম করে। যেই শূদ্র বিপ্রে পূজে অতি ভক্তি ভরে ॥ সেই বৈশ্য সেই শূদ্র অতি প্রিয় মোর। সদাই যে থাকি আমি আলয় তাহার ॥ নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু মোর অতি প্রিয় ধন। এক মনে তারি ধ্যান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ যে রমণী এক মনে স্বামী সেবা করে। স্বামীই পরম গুরু যাহার অন্তরে ॥ সে রমণী মোর প্রিয় হয় বড় সতী।

তাহার হৃদয়ে থাকি পুলকিত অতি ॥ রুক্মিণীর পাশে লক্ষ্মী বলিলা বচন। প্রফুল্ল হইয়া সতী করিল গমন ॥ ভীষ্মদেব বলিলেন শুন ধর্ম্মরাজ। লক্ষ্মীর চরিত্র কথা কহিলাম আজ ॥ সংসারের সার ধন লক্ষ্মী পূজ সবে। মনে প্রাণে ডাক মায় দুঃখ দূরে যাবে ॥ বৈকুণ্ঠ মাজি যে মাগে চরণের ছায়া। করগো করুণাময়ি অধমেরে দয়া ॥

ইতি লক্ষ্মী ও রুক্মিণী পালা সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর একশত আটনাম ॥

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী শোভিছে সুন্দর। তথায় শয়নে আছে দেব গদাধর ॥ চারিদিকে পারিজাত রহে বৃক্ষগণ। মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয় পবন ॥ অনন্তরূপিণী লক্ষ্মী বসি পদতলে। পদসেবা করিতো অতি কুতুহলে ॥ সেইকালে লক্ষ্মীদেবী হইল স্মরণ। ভক্তে ডাকেতে তাঁর অস্থির হৈল মন ॥ সেইকালে পদসেবা তেয়াগিতে নারে। প্রভু পদে ফোঁটা ফোঁটা আঁখি বারি পড়ে ॥ সে বারি শ্রীপদেতে পড়িল যখন। জাগরিত হৈল দেখ প্রভু নারায়ণ সহসা লক্ষ্মীর প্রতি চাহিল তখন। সাদরে ধরিয়া করে কহিল তখন ॥ আজি কেন চক্ষে তব বারি বরিষণ। প্রাণপ্রিয়ে কহ তুমি ইহার কারণ ॥ প্রভুর শুনিয়া বাণী কহে লক্ষ্মী সতী। ভক্ত তরে প্রাণ কান্দে শুন প্রাণপতি ॥ ধরাপরে ভক্তগণ বিপদে পড়িয়া। ডাকিতেছে কোথা লক্ষ্মী আছ মা বসিয়া ॥ সে কারণে একবার যাব ধরাপর। কহিতেছি মনকথা শুন প্রাণেশ্বর ॥ শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী প্রভু নারায়ণ। ধরিয়া বক্ষেতে লক্ষ্মী চুম্বিল বদন ॥ জিজ্ঞাসিলা প্রভু তাঁরে বল দয়া করে। কিসে তুমি তুষ্টা

হও ভক্তের উপরে ॥ সদাই চঞ্চলা তুমি গৃহীর আগারে। কিসে থাক ভক্ত কাছে বলহ আমারে ॥ প্রভু বাক্য শুনি লক্ষ্মী কহে অতি ধীরে। তুষ্ট কিসে থাকি আমি গৃহীর উপরে ॥ একশত আটনাম আছে যে আমার। পাঠ যদি করে গৃহী যায় দুঃখ ভার ॥ তাহার গৃহেতে থাকি অচলা হইয়। কভু নাহি ছাড়ি যাই গৃহ তেয়াগিয়া ॥ নানাবিধ রোগ শোক না রহে কখন। সকল সময়ে আমি করি নিরীক্ষণ ॥ শুনিয়া এতেক বাণী কহে নারায়ণ। কহ তব শতনাম করিব শ্রবণ ॥ নারায়ণ-বাক্য শুনি লক্ষ্মীদেবী কন। একশত আটনাম কহিল তখন ॥ ভক্তের আগারে মোর নাম যে অচলা। ১। অভক্ত নিকরে ত্যজি হইয়া চঞ্চলা ॥ ২ ॥ গৃহীর আগারে মোর নাম গৃহলক্ষ্মী। ৩। দেবের আলয়ে থাকি নামে দেবলক্ষ্মী ॥ ৪ ইন্দ্রপুরে আমি হই অমরার লক্ষ্মী। ৫। কৈলাস রেতে শোভি নামে গৌরীলক্ষ্মী ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠে হই আমি নামে কুণ্ঠলক্ষ্মী ।৭। গোলোকেতে হই আমি যে গোলোকলক্ষ্মী ॥৮॥ ব্রহ্মলোকে হ'য়ে থাকি আমি ব্রহ্মলক্ষ্মী। ৯। সাগর মাঝারে আমি হই সাগরলক্ষ্মী ॥ ১০ ॥ ঋষি মধ্যে হ'য়ে থাকি আমি ঋষিলক্ষ্মী। ১১। যতীগণ মধ্যে আমি জেনো যতীলক্ষ্মী ॥ ১২ ॥ নাগলোকে কহে সবে আমি নাগলক্ষ্মী। ১৩। পদ্মবনে থাকি আমি হ'য়ে পদ্মলক্ষ্মী ॥ ১৪ ॥ রামাগণ মাঝে জেনো রমা নামে রই। ১৫। গন্ধর্ব্বের মধ্যে আমি ইন্দিরা যে হই ॥ ১৬ ॥ ভক্তদেবী নাম ধরি ভক্তের মণ্ডলে। ১৭। উগ্রচণ্ডা নামে থাকি জেনো রণস্থলে ॥ ১৮ ॥ বিজলী নামেতে থাকি গগনমণ্ডলে। ১৯। পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নারূপে থাকি সর্ব্বস্থলে ॥ ২০ ॥ সর্ব্বলোকে মোরে কমলা বলিয়া ভণে। ২১। কমলাক্ষী নাম মোর বিখ্যাত ভুবনে ॥ ২২ ॥ বৈষ্ণবী নামেতে থাকি বিষ্ণুভক্ত পাশে। ২৩।

যোগেশ্বরী নাম মোর যোগীর সকাশে ॥ ২৪ ॥ পুষ্প-মধ্যে নাম হয় পুষ্প বিলাসিনী। ২৫। কাশীধামে মোর নাম হয় মুক্তবেণী ॥ ২৬ ॥ জাহ্নবী নামেতে খ্যাত নদীর মাঝার। ২৭। কল্পলতা মোর নাম পাদপ ভিতর ॥ ২৮ ॥ ময়ূর বাহনে আমি সাজি যে কৌমারী। ২৯। কুলেশ্বরী নামে ডাকে যত কুলাচারী ॥ ৩০ ॥ দুর্গতি-হারিণী মোরে বলে সর্ব্বজনে। ৩১। কলাবতী মম নাম ত্রিদিবভুবনে ॥ ৩২ ॥ স্বর্ণকান্তি মোর নাম বিদিত ভুবনে। ৩৩। কৃশোদরী নামে মোরে নারীগণ ভণে ॥ ৩৪ ॥ মোর নাম নারায়ণী তব সন্নিধানে। ৩৫। সুখদা বলিয়া মোরে নরলোকে জানে ॥৩৬॥ শ্রীমানের গৃহে দেব শ্রীমান আমার। ৩৭। অসুর ঈশ্বরী আমি অসুর আগার ॥ ৩৮ ॥ পতিতে উদ্ধারি আমি পতিত পাবনী ।৩৯। নাগগণ মাঝে আমি নাগেশ্বরী রাণী ॥ ৪০ ॥ পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে হই যে বিমলা। ৪১। ধরাধামে মোর নাম রাখে যে কমলা ॥৪২॥ বজ্র নিবারণে আমি ব্রজ্রাঙ্গী বাখানি। ৪৩। আশা পূর্ণ করি বলে আমি আশারাণী ॥ ৪৪ ॥ কৌমারী নামেতে থাকি কুমারী মাঝারে। ৪৫। বালিকারূপেতে শোভি অম্বর উপরে ॥ ৪৬ ॥ কুলীন নামেতে থাকি কুলীনের ঘরে। ৪৭। কৃষ্ণদেবা বলি খ্যাত কৃষ্ণের গোচরে ॥ ৪৮ ॥ শ্মশান কালিকা আমি শ্মশান ভবন ।৪৯। কালরাত্রি নামে খ্যাত কৃতান্ত সদন ॥ ৫০ ॥ সঙ্কটা রূপেতে রক্ষী সঙ্কটের কালে। ৫১। চন্দ্রমা রূপেতে রক্ষী চন্দ্রমার কোলে ॥ ৫২ ॥ সুমতি যে মোর নাম সুজন সকাশ। ৫৩। কুমতি নামেতে দুষ্ট পাষণ্ড নিবাস ॥ ৫৪ ॥ প্রমত্তা নামেতে খ্যাত মর্ত্ত্যের নিকট। ৫৫। ভীতিহরা নামে ডাকে ঘটিলে সঙ্কট ॥ ৫৬ ॥ কখন কখন আমি চতুর্ভুজা হই। ৫৭। কখন কখন আমি দশভুজা রই ॥৫৮॥ অষ্টাদশ বাহু ধরি অষ্টাদশভুজা। ৫৯। কাত্যায়নীরূপে পালি

অখিলের প্রজা ॥ ৬০ ॥ মুক্তিদান করি আমি হই মুক্তিদাত্রী। ৬১। পুষ্টিদান করি আমি হই পুষ্টিদাত্রী ॥ ৬২ ॥ তুষিয়া ভক্তের মন হই তুষ্টিদাত্রী। ৬৩। কলকণ্ঠি নামে আমি সুস্বরবিধাত্রী ॥ ৬৪ ॥ বীণাপাণি মোর নাম বীণার বাদনে। ৬৫। বংশিনী নাম ত' মোর বাঁশীর নিঃস্বনে ॥ ৬৬ ॥ অপরাজিতা নামে থাকি কুসুম মাঝারে। ৬৭। গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরী নাম গন্ধর্ব্ব ভিতরে ॥ ৬৮ ॥ শুভ কর্ম্মে হই আমি শুভা নামে খ্যাত। ৬৯। শ্রীআনন্দময়ী নাম ভুবন বিদিত ॥ ৭০ ॥ শচী নামে থাকি আমি বাসব সদন। ৭১। অদিতি নামেতে রহি কশ্যপ ভবন ॥ ৭২ ॥ মধুবতী নামে করি সুমিষ্ট ভাষণ। ৭৩। সূক্ষ্মরূপে বাস করি আত্মার সদন ॥ ৭৪ ॥ মূলাধারে থাকি আমি কুণ্ডলিনী রূপে। ৭৫। সহস্রারে আমি থাকি চিণ্ময়ী স্বরূপে ॥ ৭৬ ॥ ধরায ধরিয়া ভার নাম বসুমতী। ৭৭। অচিন্ত্য নামেতে খ্যাত সৃজন বসতি ॥ ৭৮ ॥ প্রিয়কার্য্য করি বলি নাম প্রিয়ঙ্করী। ৭৯। জীবে ক্ষুধা দান করি ক্ষুধা নাম ধরি ॥ ৮০ ॥ জীবদেহে তৃষ্ণা রূপে আমার বসতি। ৮১। চন্দ্রকলা মোর নাম চন্দ্রের সংহতি ॥ ৮২ ॥ দৈত্য বধি হয় নাম দৈত্যনিসূদনী। ৮৩। বেদেতে ধরি যে নাম বেদের জননী ॥ ৮৪ ॥ কন্যারূপে পিতৃগৃহে আমার নিবাস। ৮৫। যুবতী রূপেতে থাকি আমি পতিপাশ ॥৮৬॥ চন্দ্রমুখী নামে থাকি বিবাহ বাষরে। ৮৭। দাহিকা রূপেতে রহি অনল জঠরে ॥ ৮৮ ॥ জয়ন্তী নামেতে আমি জয়দান করি। ৮৯। পূজিতা হইয়া থাকি পূজ্যা নাম ধরি ॥ ৯০ ॥ আঁধার মাঝেতে আমি কুহু নাম ধরি। ৯১। দুর্গা নামে বিপন্নের সঙ্কট উদ্ধারি ॥ ৯২ ॥ মাননীয়া নামে পাই মানীর সম্মান। ৯৩। মন্দাকিনীরূপে মোর স্বর্গে অধিষ্ঠান ॥ ৯৪ ॥ বামদেব কাছে আমি বামদেবী খ্যাতা। ৯৫। উদ্ধতের

কাছে মোর নাম মদোদ্ধতা ॥ ৯৬ ॥ মন্দহাস্যা নাম মোর হাস্য ভিতর। ৯৭। রসময়ী নাম মোর রসিক মাঝার ॥ ৯৮ ॥ বেদজ্ঞ জন পাশে শ্রীব্রহ্মবাদিনী। ৯৯। বিলাসির কাছে আমি হই বিলাসিনী ॥ ১০০ ॥ শ্মশান মাঝেতে নাম হয় শবাসনা। ১০১ রণক্ষেত্রে আমি সাজি হ'য়ে রণাঙ্গনা ॥ ১০২ ॥ স্তম্ভন কার্য্যেতে আমি হই যে স্তম্ভিনী। ১০৩। আকর্ষণে মোর নাম হয় আকর্ষণী ১০৪ ॥ উচ্চাটনে নাম মোর হয় নির্য্যাতনী। ১০৫। মোহ কার্য্যেতে আমি হই যে মোহিনী ॥ ১০৬ ॥ বশ্যতা কারণে হয় আমার বশিনী। ১০৭। কুটিলা নামেতে আমি কুটিল ধারিণী ১০৮ ॥ একশত আটনাম হৈল সমাপন। আর কত নাম আছে জেনো নারায়ণ ॥ একশত আটনাম যেবা পাঠ করে। থাকে আমার দৃষ্টি তাহার উপরে ॥ ভাদ্র পৌষ চৈত্র আর কোজাগরী দিনে। আমার মাহাত্ম্য কথা যেইজন শুনে ॥ কিম্বা দীপান্বিতা দিনে যেই মহাজন। ভক্তিভরে মম কথা করিবে শ্রবণ ॥ সংসারের সকল সুখ ভুঞ্জি ভক্তজন। লভিবে অন্তিমে জেনে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর একশত আটনাম সমাপ্ত।

১।১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ কে. বি. প্রিন্টার্স হইতে
শ্রীহরিপদ সামন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।